ম্যাটসিনি ও

মানবের কর্ত্তব্য

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী, বি, এ।

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মূল্য ১॥০

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
জন্ম ও বাল্য শিক্ষা	...	১
স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রে দীক্ষা	...	৮
সাহিত্য যুদ্ধে ও 'কার্ব্বনারী' সমিতিতে যোগদান		১৬
নির্ব্বাসনের পথে	...	২৫
মার্সেলিসে—"নব্য ইতালী" সমিতি গঠন	...	৩১
"নব্য ইতালীর অভিযান"	...	৩৮
লণ্ডনে	...	৪৬
রোমে	...	৫২
রোম রক্ষায়	...	৬০
লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন	...	৬৭
ভগ্ন মনোরথ ও মৃত্যু	...	৭৪
পরিশিষ্ট	...	৮৫

ম্যাটসিনি ও মানবের কর্ত্তব্য

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী, বি, এ।

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মূল্য ১৷৷০

উৎসর্গ।

অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র হুই,

করকমলেষু।

যতীন দাদা,

দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি আমাকে যে রত্নের সন্ধান দিয়া বঙ্গভাষা জননীর কণ্ঠহার গাঁথিবার ভার দিয়াছিলেন, আজ আমি তাহা সম্পন্ন করিলাম। এতদিন সাহসে ও শক্তিতে কুলায় নাই,—আজ কি দুঃসাহসী হইলাম? 'মানবের কর্ত্তব্য' আপনারই মন আমার হাতে অনুবাদ করিয়াছে; এজন্য ইহার যাহা কিছু প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য। ত্রুটী যাহা ঘটিয়াছে সে সকলই আমার দুর্ব্বল হাতের, সেজন্য সকল তিরস্কার আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। আমার হাতে গাঁথা এ হার আপনার; আপনি লইয়া ভাষা জননীর কণ্ঠে পরাইয়া দিবেন বলিয়া আপনাকেই অর্পণ করিলাম—গ্রহণ করুন।

আপনার স্নেহের,

সঞ্জীবচন্দ্র

ভূমিকা।

দশ বৎসর পূর্ব্বে "ম্যাটসিনির মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করিবার ভার প্রাপ্ত হই, কিন্তু তখন শক্তিতে ও সাহসে কুলায় নাই সেজন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও অগ্রসর হইতে পারি নাই। আজ দশ বৎসর পর সে ভার কি ভাবে সম্পন্ন করিলাম, তাহা সহৃদয় পাঠকপাঠিকা বিচার করিয়া দেখিবেন।

রাজনীতিকে ধর্ম্মের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা, কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশেও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেকে লাভ-ক্ষতি ও সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া জনসাধারণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে যতটা চেষ্টা করিতেছেন, ততটা তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত করিয়া ও নীতিজ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া স্বদেশের মঙ্গলজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে চেষ্টা করিতেছেন না। এ জন্য মনে হয় "মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিবার এক্ষণে প্রয়োজন আছে।

"মানবের কর্ত্তব্য"-এর সঙ্গে ম্যাটসিনির জীবনী মুদ্রিত করা প্রয়োজন বোধে সংযুক্ত হইল; কিন্তু তাঁহার ঘটনা-বহুল জীবনের সকল বিষয় সম্যক আলোচনা করিতে গেলে সমগ্র গ্রন্থের কলেবর অত্যধিক বাড়িয়া যায় বলিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইল। এই জীবনী সঙ্কলন করিতে আমি Smith Elder সম্পাদিত ম্যাটসিনির Autobiographical Notes, Everyman's Library Series এর Duties of Man, The Camelot Series এর "Essays—Mazzim"—ও শ্রদ্ধাস্পদ ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত ম্যাটসিনির অসমাপ্ত জীবনীর স[illegible] গ্রহণ করিয়াছি। ম্যাটসিনির দার্শনিক মতবাদ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করি নাই, কারণ পাঠক পাঠিকা তাহা "মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থ পাঠ করিয়াই অবগত হইতে পারিবেন।

ম্যাটসিনির স্বলিখিত জীবন-কথা পাঠ করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষার লালিত্যে, ভাবের গভীরতায়, ঘটনার বৈচিত্রে, পুস্তকখানি নভেলের মত চিত্তাকর্ষক ও দর্শন শাস্ত্রের মত চিত্ত-প্রসাধক। এজন্ত আমি ম্যাটসিনির জীবনীতে তাঁহার কথা বারবার উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই।

এ যাবৎ ম্যাটসিনির যতগুলি জীবনী বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, সে সকলই হয় অসমাপ্ত না হয় দুর্ব্বোধ্যরূপে সংক্ষিপ্ত। তজ্জন্য আমি ম্যাটসিনির Autobiographical Notes গ্রন্থকে বঙ্গভাষায় "জীবনস্মৃতি" নাম দিয়া পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আশা করি ভগবানের অনুগ্রহে শীঘ্রই ঐ পুস্তক পাঠক পাঠিকার হস্তে অর্পণ করিতে পারিব।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ভাষা ও ভাব বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার বলিয়া ৺যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাহা ততদূর দুরূহ না হইলেও বড় সহজ সাধ্য নহে। এজন্য "মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার জটিলতা দোষ ঘটিয়াছে। একদিকে অনুবাদ করিয়াছি, অন্য দিকে প্রেসে ছাপিতে পাঠাইয়াছি সেজন্য ঐ দোষ সংশোধন করিয়া উঠিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন "মানবের কর্ত্তব্য"-এর অধিকাংশ প্রুফ আমি নিজে দেখিয়া দিতে পারি নাই বলিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। পাঠকপাঠিকার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সকল দোষ সংশোধন করিয়া দিব ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে যাঁহারা আমাকে এই পুস্তক প্রণয়নে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা—
১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৪।

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র লাহিড়ী।

ম্যাটসিনি

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
জন্ম ও বাল্য শিক্ষা	...	১
স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রে দীক্ষা	...	৮
সাহিত্য যুদ্ধে ও 'কার্বনারী' সমিতিতে যোগদান		১৬
নির্ব্বাসনের পথে	...	২৫
মার্সেলিসে—"নব্য ইতালী" সমিতি গঠন	...	৩১
"নব্য ইতালীর অভিযান"	...	৩৮
লণ্ডনে	...	৪৬
রোমে	...	৫২
রোম রক্ষায়	...	৬০
লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন	...	৬৭
ভগ্ন মনোরথ ও মৃত্যু	...	৭৪
পরিশিষ্ট	...	৮৫

ম্যাটসিনির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ (২২শে জুন)
১৮২১ ,, পিড্‌মণ্ট বিদ্রোহীদের সহিত সাক্ষাৎ।
১৮২৬ ,, দান্তের বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ।
১৮২৭ ,, 'কার্ব্বনারী' সমিতিতে যোগদান।
১৮৩০ ,, ষড়যন্ত্র অপরাধে বন্দী।
১৮৩১ ,, মুক্তিলাভ, মার্সেলিসে গমন ও 'নব্য ইতালী' সমিতি প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৩ ,, জেনোয়া ও আলেক্সেন্দ্রিয়া হইতে বিদ্রোহ ঘোষণার ষড়যন্ত্র।
১৮৩৪ ,, জেনিভা হইতে 'সেভয়' আক্রমণের ষড়যন্ত্র।
১৮৩৬ ,, সুইজারল্যাণ্ড হইতে নির্ব্বাসন।
১৮৩৭ ,, লণ্ডনে গমন।
১৮৪৪ ,, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আন্দোলন।
১৮৪৮ ,, ইতালীতে বিপ্লব—ইতালী আগমন।
১৮৪৯ ,, রোম রক্ষায়।
১৮৫৩ ,, মিলান হইতে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র।
১৮৫৭ ,, জেনোয়ায় আগমন ও ষড়যন্ত্র।
১৮৫৯ ,, ইতালীতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৫ ,, মেসিনা হইতে ডেপুটী পদে নির্ব্বাচন লাভ ও প্রত্যাখ্যান।
১৮৬৯ ,, সুইজারল্যাণ্ড হইতে বিতাড়িত।
১৮৭০ ,, ইতালীসৈন্যের রোম জয়।
১৮৭১ ,, ইতালীতে আগমন।
১৮৭২ ,, 'পিসা' নগরীতে মৃত্যু (১০ই মার্চ্চ)।

ম্যাটসিনি

(১)

জন্ম ও বাল্যশিক্ষা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম, রাজনীতি, সমাজ ও সাহিত্য, সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সবল দুর্ব্বলের উপর প্রবল পীড়ন করিতেছিল। বহু পূর্ব্বেই ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মজগতের একছত্র সম্রাট পোপের অপ্রতিহত আধিপত্যের পতন আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডে 'প্রোটেষ্টাণ্ট' ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, পোপ-শাসিত 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মের বহুধা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সেই দুই ধর্ম্মের প্রাথমিক সংঘর্ষের ফলে ইউরোপে ধর্ম্মের নামে যত প্রকার অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, বুঝিবা সেরূপ আর কোথাও কখনও হয় নাই। এক ইংলণ্ড ব্যতীত, ইউরোপের প্রায় আর সমস্ত দেশে তখনও 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মই প্রবল; কিন্তু সকল দেশেই প্রোটেষ্টাণ্টগণের ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীন মতবাদের প্রভাবে ধর্ম্মবিশ্বাসে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পোপের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। নৃপতিগণ রাজ্যশাসন করিতেন, কিন্তু প্রজা-সাধারণ তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত নহে; কারণ

তাঁহারা নিজ নিজ আত্মম্ভরিতা ও ভোগবিলাস স্পৃহা চরিতার্থ করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় চিন্তাও করিতেন না। সমাজে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর উপর অযথা অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে—তাহাতে বাধা দিবার কেহ নাই; কারণ রাজন্যবর্গ উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াই প্রজা-সাধারণকে সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত দিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে না। দাসত্বে, অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে, অজ্ঞতায়, কুসংস্কারে ও নানারূপ অনাচারে ডুবিয়া দিন দিন তাহারা মানসিক ও নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নিয়ত অত্যাচারিত ও সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিন দিন রাজন্যবর্গ ও উচ্চশ্রেণীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় নাই। ফরাসী বিপ্লব একদিকে জনসাধারণকে এবং অপরদিকে নৃপতিবর্গ ও উচ্চশ্রেণীকে স্থাপিত করিয়া এই বিরোধকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। নেপোলিয়ন আপনার অজ্ঞাতসারে জগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফ্রান্সকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে গড়িতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে ইউরোপের সর্ব্বত্র বহুকাল সুপ্ত জাতীয়তা-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল—তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। তিনি নিজে একজন ইতালীয়ান; স্বজাতীয় গৌরবে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং অষ্ট্রীয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য, তিনি স্বেচ্ছায় ইতালীর জাতীয়তা বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'মারেঙ্গার'

মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ইতালীর এই নব-নিযুক্ত শাসন-কর্ত্তাদের অধীনেও দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না; কারণ তাঁহারা গুপ্ত-পুলিশ নিযুক্ত করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া, নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া ও প্রজাসাধারণের ধনসম্পত্তি নানা কৌশলে লুণ্ঠন করিয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইতালীর ধনী-নির্দ্ধন সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিলেন। ইহাতেই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই—স্থানীয় সংস্কারের উপরেও তাঁহারা অযথা অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। লক্ষ লক্ষ ইতালীয়ানকে বিদেশীয় রাজার অধীনে স্পেনে ও রাশিয়ায় যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া প্রাণবলি দিতে বাধ্য করিলেন। অষ্ট্রীয়ার শাসনে বরং এ সকল অত্যাচারের হাত হইতে নিস্তার ছিল; এই সকল শাসনকর্ত্তার অধীনে ইতালী-বাসীর জীবন আরও দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। এজন্য ইতালীর অধিকাংশ অধিবাসী, ইতালীতে পুনরায় অষ্ট্রীয়ার শাসন কামনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঐ সকল দোষ সত্ত্বেও, নেপোলিয়ন প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতিতে ইতালীর উপকার সাধিত হইল। পূর্ব্বে ইতালীতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ফিউডাল্" রাষ্ট্র ছিল, সে সকল বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং ইতালীবাসী একমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বাস করিবার সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিতে অবসর পাইল। এই সকল শাসনকর্ত্তা ইতালীতে বহুসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায়, দেশবাসীর নিরক্ষরতা অনেকটা দূর হইল। ফরাসীদের সঙ্গে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া বহুসংখ্যক ইতালীয়ান তৎকালীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধনীতিতে শিক্ষিত

পাইল। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ইঁহাদের শাসন কালে ইতালীবাসীর কর্ম্মোৎসাহ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল।

নেপোলিয়নের পতনের পর, ভায়েনায় কুচক্রী রাজনৈতিকগণ, ততোধিক কুচক্রী রাজন্যবর্গ ও ধর্ম্মশাসকগণের মধ্যে ইতালীকে পুনরায় বহুভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। এই নূতন ব্যবস্থায় অষ্ট্রীয়া ও পীডমণ্ট ইতালীর প্রধান অংশীদার হইয়া পড়িলেন। ভেনিস্ ও জেনোয়ার সাধারণতন্ত্রের পূর্ব্বেই পতন হইয়াছিল। প্রজাসাধারণ ফরাসীদের শাসনে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এজন্য পাছে পুনরায় তাহাদের শাসনাধীনে থাকিতে হয় ভয়ে, ভাল হউক, মন্দ হউক, পূর্ব্বেকার শাসনকর্ত্তাদের অধীনে ফিরিয়া যাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। পুরাতন শাসনকর্ত্তাদের পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাচার মূলক বিধি-নিয়ম, আভিজাত্যের বিশেষ সম্মান, দেবস্থানের ব্যভিচার, ধর্ম্মশাসকগণের নৃশংস বিচারালয় এবং ইহুদী ও প্রোটেষ্টাণ্টগণের রাজনৈতিক অনধিকার ফিরিয়া আসিল। ফরাসী বিপ্লবের সাধারণতন্ত্রমূলক ভাবধারা রাজন্তবর্গের মনে বিষম ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা স্বাধীকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই, যাহাতে ঐ ভাবস্রোত প্রজাসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য নানা প্রকার কঠোর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। শিক্ষা বিস্তারে ও স্বাধীন মত প্রকাশে নূতন নূতন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংযত করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে নানারূপ পরস্পর বিরোধী যুক্তিতর্কের কুজ্ঝটিকায়

একনিষ্ঠ উপাসক—অক্লান্তকর্ম্মী—অনন্য সাধারণ মনস্বী মহাত্মা ম্যাটসিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে জেনোয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জেনোয়ার সাধারণতন্ত্র অতি অল্পদিন স্থায়ী হইলেও, অধিবাসীবৃন্দের মনে তাহা রাজতন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ম্যাটসিনির পিতা জেনোয়া 'ইউনিভারসিটীর' 'অ্যানাটমির' অধ্যাপক এবং মাতা সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও স্নেহপরায়না ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে ছিল, তাহার বিবরণ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন।—উভয়েই সাধারণতন্ত্রে অনুরক্ত ছিলেন এবং সেই আভিজাত্যের যুগেও তাঁহারা ধনী-নির্ধ্বন, উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করিতেন। এজন্য ম্যাটসিনি বাল্যকাল হইতেই সাম্যে ও সাধারণতন্ত্রে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিলেন।

জীবন স্মৃতিতে * তিনি লিখিয়াছেন :—"আমার পিতামাতা গণতন্ত্রে শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। আমি আমার অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদের নিকটে সকল মানবকে সমজ্ঞান করিতে শিক্ষা করি। তাঁহারা ধনী-নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে একরূপ ব্যবহার করিতেন। ব্যক্তির অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, তাঁহারা ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত মানুষের সন্ধান লইতেন এবং সর্ব্বদা সদ্ব্যক্তির সংসর্গ কামনা করিতেন।"

বাল্যকালে ম্যাটসিনির স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না বলিয়া, তিনি প্রায়ই পাঠশালায় যাইতেন না। তাঁহার পিতা এক বৃদ্ধ

* "জীবন স্মৃতি"—ম্যাটসিনি।

ধর্ম্মযাজককে গৃহ শিক্ষক রাখিয়া দিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার নিকট গ্রীস ও রোমের সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতি আরও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া উঠেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি 'ম্যাট্রিকুলেশন' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়াইবেন বলিয়া মনস্থ করেন; কিন্তু কোমল হৃদয় ম্যাটসিনি অস্ত্র চিকিৎসাগারের বিভৎসতা দেখিয়া তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁহাকে আইন শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। শান্ত স্বভাব ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে তিনি অচিরে সহপাঠিগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহার জনৈক সহপাঠী পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পাঠ্যাবস্থা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—"একদিকে তাঁহার স্বভাব যেমন আড়ম্বরহীন ছিল, অপর দিকে তিনি তেমনি মিতব্যয়ী ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইতেন; বলিতে কি তাঁহার এই সহচরগণের অভাব মোচনের প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে নিজের পাঠ্যপুস্তক দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু অনেক সময় পরিধেয় পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিতেন।" সহচরগণের প্রতি এইরূপ আন্তরিক সহানুভূতি আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনেও লক্ষ্য করিব।

আইন শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেও, সাহিত্যের প্রতিই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। "জীবন স্মৃতিতে" তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন:—"ব্রীড়ানম্র সুন্দরীর সুখস্বপ্ন যেরূপ বিরহীর চিত্তে শান্তিপ্রদান করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐতিহাসিক নাটক

উপন্যাসের শত সহস্র কাল্পনিক চরিত্র মানস-নয়নে ফুটিয়া উঠিয়া, আমার চিন্তাক্লিষ্ট মনে সান্ত্বনা প্রদান করিত।"—কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে বাণীর চরণসেবা করিয়া শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে জগতে পাঠান নাই ; তাঁহাকে যে ইউরোপের রাজনৈতিক মহানাট্যের নটগুরু হইতে হইবে ! সামান্য একটী মাত্র ঘটনায় তাঁহার জীবনের অপরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা সেই কথাই বলিতে যাইতেছি।

স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রে দীক্ষা।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পিডমণ্টের বিদ্রোহীগণ রাজকুমার চার্লস অ্যালবার্টের অধিনায়কত্বে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; কিন্তু অধিনায়কের দুর্ব্বলতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হইয়া তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই সময় স্পেন দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছিল। পলাতক পিড্মণ্ট বিদ্রোহীগণ সমুদ্র পার হইয়া স্পেনের বিপ্লবে যোগদান করিবে মনস্থ করিয়া, জেনোয়ার সমুদ্রতীরবর্ত্তী "সেণ্ট পায়ার ডি অ্যারেনায়" আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল, জেনোয়ার অধিবাসিগণ সাধারণতন্ত্র হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হারায় নাই; বরং উত্তরোত্তর উহা বর্দ্ধিত হইয়াই আসিতেছিল। পুনরায় সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত শুভমুহুর্ত্তের আশায় তাহারা শুধু অপেক্ষা করিতেছিল। এজন্য পলাতক বিদ্রোহিগণ জেনোয়ায় আসিয়া অতি সহজেই আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইল। অধিবাসীবৃন্দ সর্ব্বত্র তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিল; এমন কি কোন কোন সাহসী জেনোয়াবাসী বিদ্রোহীদের নেতৃদ্বয়ের নিকট প্রস্তাব করিল যে, বিদ্রোহীগণ সকলে তথায় সমবেত হইয়া, জেনোয়া নগরী করায়ত্ব করিয়া, পুনরায় অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করুক। কিন্তু জেনোয়ার দুর্গ তখন নগর রক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল না বলিয়া, তাঁহারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সমুদ্র যাত্রার উপযোগী অর্থসম্বল ছিল না বলিয়া বিদ্রোহিগণ এইস্থানে কিছুদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া, অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। এই নিমিত্ত বহুসংখ্যক বিদ্রোহী ছদ্মবেশে জেনোয়া নগরীতে পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ের একদিনের ঘটনা সম্বন্ধে ম্যাটসিনি তাঁহার "জীবনস্মৃতিতে" এইরূপ লিখিয়াছেন :—"আমার তখনও বাল্যাবস্থা। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক রবিবারে, আমি, আমার মাতৃদেবী ও আমাদের পুরাতন পারিবারিক বন্ধু "অ্যানড্রিয়া গ্যামবিনি"র সঙ্গে জেনোয়ার "ষ্ট্রাটানোভা" রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছি। * * এমন সময় একব্যক্তি আসিয়া আমাদের পথরোধ করিল। লোকটীর আকৃতি দীর্ঘ, শশ্রু কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল দৃঢ়তা ও উৎসাহব্যঞ্জক, চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি এরূপ তীব্র যে, আজও আমি তাহা ভুলিতে পারি নাই। একখানি সাদা রুমাল মেলিয়া ধরিয়া সে বলিল—'ইতালীর নির্ব্বাসিতদের জন্য।' আমার মা ও বন্ধুবর কিছু অর্থ সেই রুমালে ফেলিয়া দিলেন ; অমনি সে একই অনুরোধ করিতে অপরাপর পথিকের দিকে ছুটিল। * * তারপর সে যাহাদের মুখপাত্র হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। পরে আমি তাহার নাম জানিতে পারি। তাহার নাম 'রিণি,' 'ন্যাশান্যাল' গার্ডের সে ছিল একজন সেনাপতি।" * *

"সেইদিন সর্ব্বপ্রথমে আমার মনের মধ্যে কতকগুলি বিশৃঙ্খল চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল।—সে চিন্তা যে স্বদেশ বা স্বাধীনতার, তাহা বলি না ; তবে আমার এইরূপ মনে হইতে

স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন আমাদের তাহা করাই কর্ত্তব্য।”

শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি যে সাম্যে ও স্বাধীনতায় শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার স্বাধীনতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা যেরূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৎসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি তাঁহার “জীবনস্মৃতিতে” লিখিয়াছেন :—“আমার পিতা ও তাঁহার বন্ধু (অ্যানড্রিয়া গ্যামবিনি) সর্ব্বদাই ফ্রান্সের নূতন গণতন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেন ; তাঁহাদের কথা আমি বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। পরে আমার লাটিন ভাষার শিক্ষক আমাকে “লিভি” ও “ট্যাসিটাস্” গ্রন্থদ্বয় অনুবাদ করিতে দেন ; ঐ দুইখানি গ্রন্থই আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করি। ইতিমধ্যে একদিন পিতৃদেবের চিকিৎসাগ্রন্থের পশ্চাতে পুরাতন ফরাসী সংবাদপত্র দেখিতে পাইয়া পাঠ করি।”

পিডমণ্ট্ বিদ্রোহীদিগকে দেখিবার দিন হইতেই তিনি কিরূপে ইতালীর স্বাধীনতা সম্ভব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাহিত্যের প্রতি যদিও তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ছিল, তথাপি তিনি জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য সাহিত্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া, রাজনীতি চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বলেন :—“আমার মনের স্বাভাবিক প্রবণতা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল : কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাবে ও ইতালীর জাতীয় অধঃপতনের লজ্জায়, আমি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলাম। * * * ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম গুরুতর স্বার্থত্যাগ।”

কিন্তু রাজনীতিকে সাহিত্যের আসন ছাড়িয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই সময়ে তিনি ইতালী, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যের অর্ধিকাংশ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার সাহিত্যের ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তোরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ক্ষুধা নিবারণ করিবার সুবিধা তখন ইতালীতে ছিল না। "সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ তখন রাজাজ্ঞায় পাঠ করা নিষিদ্ধ।" * এজন্য তিনি বাইবেল, 'দান্তে,' 'সেক্সপীয়র" 'বাইরণ', 'গেটে', 'শীলার', প্রভৃতি সাহিত্য মহারথিগণের গ্রন্থ বারবার পাঠ করিলেন। 'বাইরণের' ইতিহাসে অনুরাগ, পোপ শাসিত ধর্ম্মে অপরিসীম ঘৃণা, স্বাধীনতার যুদ্ধে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমসাময়িক মানবের স্বার্থপরতার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, ম্যাটসিনিকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহাকে বিশ্ব-কবিগণের মধ্যে উচ্চাসন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

তথাপি "দান্তেই" তাঁহার গণতন্ত্রমূলক স্বাভাবিক প্রবণতার সমধিক পুষ্টি বিধান করিয়াছিল। সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসরের গৌরব গরিমা ও লজ্জার— স্বাধীনতা ও দাসত্বের অন্তরাল ভেদ করিয়াও, উভয় হৃদয় একই ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ফ্লোরেন্সবাসী বিশ্ববরেণ্য কবির হৃদয় যে প্রেরণায়—যে ভাবাবেগে বিকম্পিত হইত, পাঁচ শতাব্দী পর, আজ জেনোয়ার অধিবাসি এই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের হৃদয়ও সেই প্রেরণায়—সেই ভাবাবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। দান্তের সেই নৈতিক ও রাজনৈতিক

* "জীবনস্মৃতি"—ম্যাটসিনি।

একতা সম্পাদনের ঐকান্তিক আগ্রহ—সেই হৃদয় উন্মাদক স্বদেশপ্রেম—আরাধ্যা দেবী জ্ঞানে রোমকে সেই শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান—একদিন এই রোম যে, বিশ্বের যাবতীয় মনুষ্যজাতিকে পবিত্রতা ও সত্যের দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে, রোমের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অনুভূতি—ম্যাটসিনির মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অদূরদর্শী সমালোচকগণ 'দান্তেকে' ক্যাথলিক ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া মনে করেন। ম্যাটসিনির প্রাণে এ অবিচার সহ্য হয় নাই; তাই তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন—"না, না, তিনি কখনও ওরূপ হইতে পারেন না। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত খৃষ্টান—একজন প্রকৃত ইতালীয়ান।"

নামে মাত্র তিনি আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, বস্তুতঃ উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি 'গোয়কার ভিনি' রচিত "ইতিহাস", 'রবার্টসনের' "পঞ্চম চার্লস্", 'ইমার্সনের' "ইংলিশ ট্রেটস্" প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় পাঠ করেন। এইরূপে তাঁহার স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

বুদ্ধদেব যেমন কয়েকটী মাত্র জরাগ্রস্থ ও মৃত ব্যক্তির দেহ দেখিয়া, সমগ্র মানবের জরামৃত্যু বিভীষিকায় ব্যাকুল হইয়া, মানব মাত্রের মুক্তির পথ নির্দ্ধারণে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ম্যাটসিনিও তদ্রূপ কতিপয় মাত্র ইতালীর পিডমণ্ট্ প্রদেশবাসী বিদ্রোহীকে দেখিয়া, সমগ্র ইতালীর মর্ম্মবেদনা নিজের হৃদয়ে অনুভব করিলেন এবং ইতালীবাসী মাত্রেরই মুক্তির জন্য

করা সম্ভব তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া হৃদয়ে তীব্রবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বিধাতা যাঁহাকে জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য অলৌকিক গুণাবলি মণ্ডিত করিয়া প্রেরণ করেন—তাঁহার ভাগ্যে চিরকাল অপরিসীম দুঃখই ঘটিয়া থাকে। কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

* * * * *

" * * * অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

রবীন্দ্রনাথ।

তিনি তাঁহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"সেই দিন প্রথম আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল যে ইতালীর বর্ত্তমান অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধকরা প্রত্যেক ইতালীয়ানেরই অবশ্য কর্ত্তব্য—আমাকেও আমার সাধ্যমত সেই যুদ্ধে যোগ দিতে হইবে। তদবধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ঐ চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। এই নির্ব্বাসিত বিদ্রোহীদের অনেককেই আমি পরবর্ত্তী কালে আমার সহকর্ম্মীরূপে পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাদের সহিত সেই প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিটী কখনও ভুলিতে পারি নাই। দিবসের সকল কার্য্যের মধ্যে তাহাদের কথা আমার মনে উদিত হইত, রাত্রেও তাহাদিগকেই স্বপ্নে দেখিতাম। যে দিন তাহাদিগকে প্রথম দেখি, সেই দিন তাহাদের সহযাত্রী হইতে পারিলে আমি আমার সর্ব্বস্ব—জানি না কি—দিতে পারিতাম। * * * *

প্রতীতি জন্মিল যে, যদি তাহারা সকলেই আপন আপন কর্ত্তব্য সুসম্পাদন করিত, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইত না।—তবে তাহারা আবার কেন চেষ্টা করে না? * * * * এইরূপ নানা চিন্তায় আমাকে পাইয়া বসিল। কিরূপে যে ঐ চেষ্টা সফল হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, আমার মন আকুল হইয়া উঠিল। * * * * ইউনিভারসিটীতে পড়িতে যাইতাম; চারিদিকে সহপাঠিগণ আমোদ প্রমোদে মত্ত;—তাহাদের মধ্যে একা আমি বিমর্ষ—গভীর চিন্তা মগ্ন;—যেন অকস্মাৎ বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ছেলে মানুষের মত মনে করিলাম যে, স্বদেশের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন আমার কাল পোষাক পরিয়া শোক প্রকাশ করাই উচিৎ; তদনুযায়ী পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলাম।" *

এইরূপ মানসিক অশান্তির মধ্যে তিনি "জ্যাকপো অর্টিস্" গ্রন্থখানি পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আরও চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার স্নেহময়ী জননী, পুত্র পাছে আত্মহত্যা করে সেই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়ে তিনি "রফিনি" বংশের 'জ্যাকপো' 'আগষ্টিনো' ও 'জিওভ্যানি' নামক ভ্রাতৃত্রয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন; ইঁহাদের মধ্যে 'জ্যাকপো রফিনী' কারাগারে আত্মহত্যা করেন, অপর দুই ভ্রাতা ম্যাটসিনির সঙ্গে লণ্ডনে পলায়ন করেন। তিনি এই তিন ভ্রাতার সঙ্গে ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে

* "জীবন স্মৃতি"—ম্যাটসিনি।

আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাটসিনি বলিয়াছেন :—"ইঁহাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া, আমার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দূরীভূত হইল।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, "সমসাময়িক ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ তখন রাজাজ্ঞায় পাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল।" এ জন্য ম্যাটসিনি রফিনি বন্ধুগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, নিষিদ্ধ পুস্তকাবলী গোপনে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে মনস্থ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তাঁহাদের অনুরূপ, যাঁহারা ইতালীর মঙ্গল কামনা করেন, এইরূপ বন্ধু-বান্ধবের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই ম্যাটসিনি প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রথম গুপ্ত সমিতি। সমিতি গঠিত হইলে কিছু কিছু কার্য্যের অবকাশ মিলিল, তাহাতে ম্যাটসিনির দুর্ব্বহ চিন্তারাশি দিন দিন দূর হইয়া মনও প্রশান্ত হইয়া উঠিতে থাকিল। সমিতির সভ্যগণ নানাবিধ পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই নিভৃত আলোচনা প্রকাশ্য আন্দোলনে পরিণত হইল এবং ম্যাটসিনি ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িলেন।

---

(৩)

সাহিত্য যুদ্ধে ও 'কার্ব্বনারী' সমিতিতে যোগদান।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক' লেখকগণের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধের একদিকে স্থিতিশীল সাহিত্যিকগণ—অপরদিকে উন্নতিশীল নব্য সাহিত্যিক সম্প্রদায়, একদিকে যাঁহারা দুই হাজার বৎসরের রীতি নীতি সাহিত্য ক্ষেত্রে রক্ষা করিয়া চলিতে চান—অন্যদিকে যাঁহারা বাধ্যতা মূলক ঐ সকল রীতি নীতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্যক্তিগত প্রতিভার সম্মান রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। ম্যাটসিনির মত নব্য যুবক সম্প্রদায় উন্নতিশীল 'রোমান্টিক' লেখকগণের দলে ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে ম্যাটসিনি বুঝিতে পারিলেন যে 'রোমান্টিক' বা 'ক্লাসিক'—ইতালীয় কোন শ্রেণীর সাহিত্যিকই, সাহিত্যের স্বরূপটী ধরিতে পারেন নাই। "হৃদয়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত ভাব-সম্পদ ভিন্ন সৎসাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু গত তিন সহস্র বৎসর আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপনে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মবিস্মৃত দাসগণ যেরূপ সকল বিষয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী, আমাদের জীবনও অবিকল সেই-রূপ। * * * * স্বদেশ ও স্বাধীনতা না পাইলে সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত অসম্ভব।" * কিন্তু তখন প্রকাশ্যে রাজ-

নৈতিক কার্য্যের সকল পথই রুদ্ধ ছিল। এজন্য তিনি সাহিত্যের অন্তরালে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন জেনোয়া হইতে "ইণ্ডিকেটর" নামে ব্যবসায়ীদিগের একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনেই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ থাকিত। ম্যাটসিনি ইহাতে পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বিজ্ঞাপনে পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় তিনিই দুই একছত্রে লিখিয়া দিতেন। ইহাই তাঁহার সমালোচক জীবনের প্রথম সূত্রপাত। ক্রমে বিজ্ঞাপনের কলেবর বৃদ্ধি হইতে হইতে প্রবন্ধের আকার ধারণ করিল। "ইণ্ডিকেটর" ধীরে ধীরে সাহিত্য পত্রিকায় রূপান্তরিত হইল।

সাহিত্য আলোচনা শীঘ্রই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে পর্য্যবসিত হইল। ম্যাটসিনি বলেন :—"এরূপ সুকৌশলে আমরা প্রবন্ধ লিখিতাম যে, দুই একস্থানে দুই একটী কথা পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই তাহার রাজনৈতিক স্বরূপ ফুটিয়া উঠিত। আমাদের দৃষ্টিতে সাহিত্যে স্বাধীনতা লাভ, সম্পূর্ণ পৃথক অন্য এক স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান বলিয়া বোধ হইত। মনে হইত যেন, ইতালীর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, যে জীবনস্রোত লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছে, সেই জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে আমরা আমাদের স্বদেশীয় যুবকগণকে আহ্বান করিতেছি।" *

এক বৎসরের শেষে জেনোয়ার গভর্ণরের আদেশে "ইণ্ডিকেটর"

---

*"জীবন স্মৃতি" — ম্যাটসিনি

পত্রিকা প্রচার বন্ধ করিতে হইল। ম্যাটসিনি তখন লেগহর্ণ হইতে নবকলেবরে ঐ পত্রিকা প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। লেগহর্ণের ইণ্ডিকেটর পত্রিকায় তাঁহারা প্রথম হইতেই প্রকাশ্য-ভাবে রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বৎসরের শেষ ভাগে তাঁহারা এরূপ দুর্জ্জয় সাহসিকতার সঙ্গে লেখনি চালনা আরম্ভ করিলেন যে, আলস্যপরায়ণ টাসকান গভর্ণমেণ্টেরও নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। রাজাজ্ঞায় পত্রিকা প্রচার বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় তাঁহারা সাহিত্য প্রতিভা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল; ইতালীর তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা "অ্যাণ্টালজিয়া"য় তাঁহার তিনটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

উল্লিখিত জেনোয়ার "ইণ্ডিকেটর" ও লেগহর্ণের "ইণ্ডিকেটর" —উভয় পত্রিকার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইল। 'সার্ডেনীয়' ও 'টাসকান', উভয় গভর্ণমেণ্টই পত্রিকা প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন দেখিয়া, ইতালীর যুবকগণ বুঝিতে পারিল যে, শাসকগণ ইতালীর সর্ব্ব-প্রকার জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী; তাহাদিগকে পরাভূত করিতে না পারিলে জাতীয়তা লাভ অসম্ভব। পত্রিকা প্রকাশের ফলে একদিকে যেমন জাতীয়তা বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিল—অপরদিকে তেমনি দলে দলে যুবকগণ আসিয়া ম্যাটসিনির সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। "জীবনস্মৃতির" এই অংশে ম্যাটসিনি লিখিয়াছেন :— "সাহিত্যিক যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এক দিনের জন্যও আমি আমার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই নাই। সর্ব্বদা আমি চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতাম, কে কে আমাকে সাহায্য করিতে পারে।"

সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া এবং রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার

দান করিয়া কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এ জন্য তিনি কার্ব্বনারো গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত হইলেন। এক দিন এই গুপ্ত সমিতি ইতালীর স্বাধীনতা প্রয়াসী অধিবাসীদিগের একমাত্র সম্মিলনী ছিল, কিন্তু তখন তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বারম্বার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায়, ঐ সমিতি সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে। ম্যাটসিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য পাইবেন মনে করিয়াই এই সমিতিতে যোগদান করেন। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত সঙ্কেত প্রিয়তা, সভ্যগণের পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পরের পরিচয় সংগোপনের অত্যধিক সতর্কতা, গঠন মূলক উদ্দেশ্য বিহীনতা ও ফ্রান্সের উপর একান্ত নির্ভরতা দেখিয়া, তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। কার্ব্বনারোগণের অশেষ দোষ সত্ত্বেও তিনি দেখিলেন, তাহারা যেরূপ চিন্তা করে, তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে —তাহাদের বিশ্বাস ও কার্য্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই; তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভীক—এমন কি নির্ব্বাসন কিম্বা ফাঁসির ভয় পর্য্যন্ত করে না এবং তাহারা অতিশয় অধ্যবসায়ী—কিছুতেই নিরুৎসাহ হয় না, এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ অন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরেই তিনি সভ্যগণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। তখন তাঁহার দীক্ষা দিবার অধিকার হইল। কিন্তু তখনও তিনি এই সমিতির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সমিতির অধিনায়কেরা বলিতেন, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন; কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন করিয়া সেখানে তাঁহারা "জোয়াবিলিক

"ইউনিটি" বা "রিপাব্লিক", কি যে গড়িতে যাইতেছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেন না। ম্যাটসিনি বলেন :—"সমিতির অধিনায়কগণের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ইঁহারা কিছুই করেন না। সকলেই বলিয়া থাকেন যে, ইতালীর একাকী কার্য্য করিবার সামর্থ্য চলিয়া গিয়াছে; ফ্রান্সের সাহায্য লাভ করিতে না পারিলে ইতালী স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না।

"ফ্রান্সে এই সময় দশম চার্লসের সঙ্গে বিপ্লববাদীদের বিরোধ ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমাদের সমিতি ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উপর একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল। কোন দিনও আমি এই সমিতির সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি স্থির জানিতাম যে, আত্মনির্ভরপর না হইলে কোন জাতিই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না—করিলেও সে স্বাধীনতা অধিকদিন স্থায়ী হয় না। ধীরে ধীরে নূতন নূতন ছাত্রকে আমি এই সমিতিতে দীক্ষিত করিতে লাগিলাম, মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, সুযোগ মত নিজেই একটা পৃথক সমিতি গড়িয়া তুলিব। চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, আমি যদি আমার ক্ষুদ্র দলকে ভালরূপে গড়িয়া তাহার মধ্যে নবজীবন আনিতে পারি, তাহা হইলে কার্ব্বনারো-গণও আমার মত গ্রহণ করিবেন। ভবিষ্যতের এইরূপ উজ্জল আশায় মাতিয়া থাকিলাম ও মাঝে মাঝে সাহিত্যক্ষেত্রের সাম্রাজ্যবাদীদিগকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকিলাম।

"অবশেষে ফ্রান্সে যখন বিপ্লবঝঞ্চা আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন আমাদের দলপতিগণ চৈতন্যলাভ করিলেন এবং ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠি-

লেন। সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নানাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাকে টাস্কানীতে কার্ব্বনারী মতবাদ প্রচার করিতে ও সভ্য সংগ্রহ করিতে আদেশ দেওয়া হইল।" *
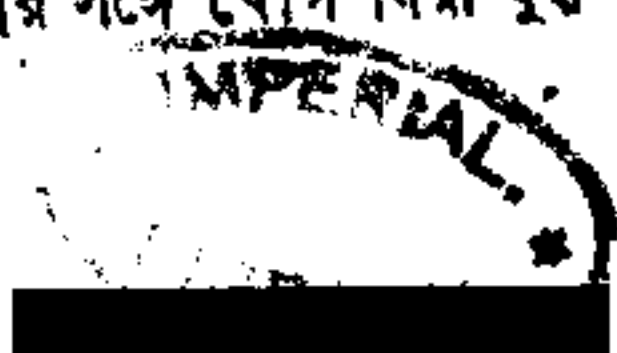
ম্যাটসিনি 'টাসকানীর' লেগহর্ণ নগরে উপনীত হইয়া কয়েকজন সভ্য দীক্ষিত করিলেন; অবশেষে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু কার্লোবিনির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, জেনোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জেনোয়া আসিয়া দেখেন, কার্ব্বনারো অধিনায়কগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত; বিবাদের কারণ যে কি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

১৮৩০ সালের জুলাই মাসে ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত হইল। কার্ব্বনারোগণ কার্য্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, "কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ 'লুই ফিলিপের' হস্তে স্বাধীনতা পাইবেন বিশ্বাসে নিশ্চেষ্ট ছিলেন।" ম্যাটসিনির মত নব্য যুবক সভ্যগণ গুলি তৈয়ারী করিতে ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্যারিসের 'তিনদিনের যুদ্ধের' কয়েক দিন পর, ম্যাটসিনিকে আদেশ দেওয়া হইল যে, 'লায়ন রুগ' হোটেলে যাইয়া 'মেজর কটিন্'কে কার্ব্বনারী সমিতির দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যপদে তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে হইবে। ম্যাটসিনি "জীবন স্মৃতির" এই অংশে লিখিয়াছেন:—"এই সমিতির অধিনায়কেরা আমাদিগকে কল-কব্জার মত ব্যবহার করিতেন। যদি আপত্তি করিতাম যে, 'কটিনের' সঙ্গে পরিচিত এরূপ এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যে না

পাঠাইয়া আমাকে কেন পাঠান হইতেছে, তাহাতে কোন ফলই হইত না। তাই আমাকে স্বীকৃত হইতে হইল। কিন্তু মন যেন আমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল যে, ইহাতে আমার বিপদ ঘটিবে! এজন্য সেখানে যাইবার পূর্ব্বে 'রফিনি' বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে গোপনে পত্র লিখিবার একটী কৌশল স্থির করিয়া লইলাম। যদি আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ কারারুদ্ধ হই, তাহা হইলে বাড়ীতে পত্র লিখিবার সময় তাঁহাদিগকে গোপনে সংবাদ দিতে পারিব।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে "লায়ন রুগ" হোটেলে যাইয়া 'মেজর কটিনৃকে' দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার সন্দেহ বাস্তবে পরিণত হইল। 'মেজর কটিনের' বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বন্দী হইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে পাঁচটী অপরাধ উপস্থিত করা হইল :—প্রথম তিনি গুলি তৈয়ারী করিয়াছেন; দ্বিতীয় তাঁহার নিকট একখানি সাঙ্কেতিক পত্র পাওয়া গিয়াছে; তৃতীয় তিনি ত্রিবর্ণ কাগজে জুলাই মাসের তিন দিনের ইতিহাস মুদ্রিত করিয়াছেন; চতুর্থ তিনি কার্ব্বনারো সম্প্রাদায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত করিবার মন্ত্র পাঠ করিয়াছেন; পঞ্চম তাঁহার নিকট অসিযষ্টি পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগ উপস্থিত করা হইল বটে কিন্তু ঐ সকলের বিশ্বাস যোগ্য কোনই প্রমাণ ছিল না। তিনি ইতালীর উদ্ধার সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; কিন্তু অত্যাচার পরায়ণ রাজশক্তি চিন্তা-প্রবণ ব্যক্তিদিগকে দেখিতে পারেন না। এজন্য ম্যাটসিনির পিতা যখন ম্যাটসিনির অপরাধ সম্বন্ধে জেনোয়ার গভর্ণরের নিকট প্রমাণ জানিতে চাহিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"ম্যাটসিনি

ভালবাসে। যে ব্যক্তির চিন্তার বিষয় জানিতে পারা যায় না, সেরূপ ব্যক্তিকে আমরা দেখিতে পারি না।"

প্রথমে তাঁহাকে "পিয়াট্‌সা সার্জ্জেনের" সেনাবাসে আবদ্ধ রাখা হয়, সাত দিন পর তাঁহাকে 'স্যাভোনার' গিরি-দুর্গে কারারুদ্ধ করা হইল। দুর্গের শীর্ষদেশে তাঁহার জন্য একটী নির্জ্জন কারাকক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল ; কক্ষটী এত উচ্চে যে, গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের লহরীলীলা ও অনন্ত আকাশের নীলিমা ভিন্ন অন্য কিছুই তিনি দেখিতে পাইতেন না।

প্রথম যখন তিনি এই দুর্গে আবদ্ধ হন তখন ৭০ বৎসর বয়স্ক "ডি মারি" নামে এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির বৃদ্ধ ইহার গভর্ণর ছিলেন। তিনি ম্যাটসিনিকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতেন। এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোন গ্রন্থাদি পাঠ করিতে দেওয়া হইল না ; কিন্তু ম্যাটসিনির সৌভাগ্য বশতঃ, শীঘ্রই তাঁহার স্থানে "ক্যাভেলিয়ার ফণ্টানা" নামে এক সদাশয় ব্যক্তি গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ইতালীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ; কিন্তু কার্ব্বনারী সমিতিকে ঘৃণা করিতেন।—মনে করিতেন ঐ সমিতি কেবল ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন, লুণ্ঠন ও প্রকাশ্যভাবে নরহত্যা করিতেই সমর্থ, ইতালীকে স্বাধীন করিবার শক্তি তাহার নাই, ম্যাটসিনির মত উন্নত হৃদয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ ঐ সমিতির কুহকে মুগ্ধ হইয়া বিপথগামী হয় দেখিয়া, তিনি আন্তরিক দুঃখানুভব করিতেন। তিনিই ম্যাটসিনিকে বাইবেল, 'ট্যাসিটাস' ও 'বাইরণ' পড়িতে দেন এবং সদয় ব্যবহার দেখাইয়া ও নানা প্রকারে বুঝাইয়া, তাঁহাকে কার্ব্বনারোদের সঙ্গে সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।

প্রতি দশ দিন অন্তর ম্যাটসিনি তাঁহার মাতার হস্ত লিখিত এক একখানি পত্র পাইতেন। ঐ পত্রের মধ্যে তাঁহার 'রফিনি' বন্ধুগণ সঙ্কেতে তাঁহাদের কথা লিখিয়া পাঠাইতেন। ম্যাটসিনিও মাতার পত্রের উত্তর সঙ্কেতে লিখিয়া তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বন্ধুবান্ধবগণকে জানাইতেন। এইরূপে জেলে বসিয়াও তিনি কর্ব্বানারোগণের মধ্যে নবজীবন আনিতে চেষ্টা করেন! কিন্তু কার্ব্বনারোগণ তখন এরূপ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা ম্যাটসিনির উপদেশে কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহাদের এইরূপ ব্যবহারের কথা অবগত হইয়া, ম্যাটসিনি বুঝিলেন যে, কার্ব্বনারী সমিতি মরিয়া গিয়াছে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। এজন্য তিনি "নব্য ইতালী" সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। এই নির্জ্জন কারাকক্ষে বাইবেল, ট্যাসিটাস, বাইরণ ও একটি ক্ষুদ্র পক্ষীকে কারাসঙ্গী রূপে পাইয়া, তিনি তাঁহার মানস "নব্য-ইতালীর" সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাবিয়া লইতে অবসর পাইলেন।

নির্ব্বাসনের পথে।

'টিউরিনের' সিনেটর সভার উপর তাহার বিচারের ভার পড়িয়াছিল। বিচারকগণ উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু বিনাসর্ত্তে তিনি মুক্তিলাভ করিলে, জেনোয়ার গভর্ণর প্রজাসাধারণের নিকট অপদস্থ হন মনে করিয়া, সার্ডেনীয়ার তদানীন্তন নৃপতি "কার্লো ফেলিস্" এই সর্ত্তে তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন যে, তিনি ইতালীর কোন প্রধান সহরে অবস্থান করিতে পরিবেন না। তাঁহাকে—হয় কোন ক্ষুদ্র সহরে বাস করিতে হইবে—না হয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইতালী ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইহার অব্যবহিত পুর্ব্বে, ইতালীর মধ্য-প্রদেশে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। জেনোয়ায় উপনীত হইয়াই ম্যাটসিনি সংবাদ পাইলেন যে তদানীন্তন ফরাসী গভর্ণমেন্টের উৎসাহে ও সাহায্যে, নির্ব্বাসিত ইতালীয়ান্‌গণ সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া একত্রিত হইতেছে। শীঘ্রই তাহারা বিপ্লবের অগ্নিপতাকা উড়াইয়া ইতালীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ম্যাটসিনি মনে করিলেন, যদি তিনি পিড্‌মণ্টের কোন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরে বাস করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে সর্ব্বদা তাঁহাকে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির মধ্যে কাল কাটাইতে হইবে। ঐরূপ অবস্থায়, সামান্য

কারণেই পুনরায় কারারুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়! এ জন্য তিনি ইতালী ছাড়িয়া ফ্রান্সে গমন করিতেই মনস্থ করিলেন। তখন লোক মুখে যে সকল সংবাদ রটিতেছিল, তাহা শুনিয়া তিনি মনে করিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন। তাঁহার মাতুল বহুদিন ফরাসীদেশে বাস করিয়া আসিয়াছেন, এজন্য স্থির হইল যে, তিনিই ম্যাটসিনির বিদেশ যাত্রার সহযাত্রী হইবেন। এবং উভয়ে মার্সেলিসে যাইয়া অবস্থান করিবেন। যথা সময়ে পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার মাতুলের সঙ্গে জেনোয়া হইতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তিনি তাঁহার পিতৃদেবকে আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন, তিনি যেন তাঁহার অদর্শনে কাতর না হন। কিন্তু হায়! তখন তিনি জানিতেন না যে, জীবনে আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।

সুইজারল্যাণ্ড হইয়া ফ্রান্সে গমন করিবেন স্থির করিয়া, ম্যাটসিনি মাতুলের সঙ্গে 'সেভয়ের' পথে 'মাউণ্ট সেনিস্' পার হইয়া, 'জেনিভা' নগরীতে আসিয়া পৌছিলেন। পূর্ব্বেই তিনি 'জেনিভার' "লিটারেরী ক্লাবের" কথা শুনিয়াছিলেন। ইহার কার্য্যকলাপের কথা বহুদুর হইতে শুনিয়া, তিনি মনে মনে এই ক্লাবের সভ্যগণের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন; কিন্তু নিকটে আসিয়া, সভ্যগণের সঙ্গে সকল বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে কার্ব্বনারোদিগের মত ইঁহারাও ফ্রান্সের উপর একান্ত নির্ভরশীল; রাজনীতি অর্থে

সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া সন্ধি স্থাপন করিবার চতুরতা,—তাহার সঙ্গে বিশ্বাস ও নীতিধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই।

ম্যাটসিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া জেনিভা হইতে বিদায় লইতেছেন, এমন সময় "জিয়াকোমো সিয়ানি" নামক জনৈক নির্ব্বাসিত ইতালীয়ান্ তাঁহাকে গোপনে বলিয়া গেল যে, সত্য সত্যই যদি তিনি কার্য্য করিতে চান, তাহা হইলে তিনি যেন 'লিয়ন্সে' গিয়া "কেফ ডেলা ফেনিসে" যে সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়ান গমনাগমন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে সম্মিলিত হন। এই সংবাদের জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট ম্যাটসিনি আজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ছিলেন।

লিয়ন্সে আসিয়া তিনি নির্ব্বাসিত ইতালীয়ানদের মধ্যে সত্য সত্যই জীবন স্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পিডমণ্ট বিদ্রোহীকে জেনোয়ার রাজপথে দেখিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া তাঁহাদের অনেককে দেখিতে পাইলেন। ম্যাটসিনি দেখিলেন সেখানে তখন 'সেভয়' আক্রমণের আয়োজন হইতেছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, রাজন্যবর্গ বা উচ্চশ্রেণীর দ্বারা কখনও স্বদেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না, এবং যাঁহারা বিপ্লবের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদেরই ইহার নেতৃত্ব করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এ যাবৎ ইতালীতে স্বাধীনতা লাভের জন্য যতগুলি বিপ্লব সৃষ্টি করা হইয়াছে, সে সকলেরই অধিনায়কত্ব রাজন্যবর্গ বা উচ্চশ্রেণী—যাঁহাদের সঙ্গে বিপ্লবানুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ ব্যক্তি, করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখানে কয়েকজন সাধারণ ব্যক্তিকে বিপ্লবের নেতারূপে দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু ইঁহারাও ফ্রান্সের উপর [illegible]

রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না ; তথাপি ফ্রান্সে তখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, তাঁহারাও ফ্রান্সের অনুকরণে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

সেভয় অভিযানে যোগ দিতে, দিন দিন নির্ব্বাসিতগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া লিয়ন্সে সম্মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই সহস্র ইতালীয়ান ও কতিপয় ফরাসী শ্রমিক এই উদ্দেশ্যে মাতিয়া উঠিল। অভিযানের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হইল ; কারণ ফরাসী রাজতন্ত্র এই অভিযানে সাহায্য করিবেন এবং ইহার অধিনায়কেরা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী সংবাদ পাইয়া, বহু নির্ব্বাসিত ধনী ব্যক্তি ও সিংহাসনচ্যুত নৃপতি এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভিযানের উদ্যোগপর্ব্ব প্রকাশ্যেই হইতে লাগিল। ইতালীর ত্রিবর্ণ পতাকার সঙ্গে, ফ্রান্সের ঈগললাঞ্ছিত পতাকা "কেফ্ ডেলা কেনিসের" শীরে উড়াইয়া দেওয়া হইল। অভিযান উদ্যোগের প্রথমাবস্থায় স্থানীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিয়ন্সের প্রিফ্যাক্টরের নিকট এইরূপ একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, যদি ইতালীয়ানগণ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বাধীনতা লাভে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন কিনা ; আবেদন পত্রের একপ্রান্তে প্রিফ্যাক্টর লিখিয়া দিয়াছিলেন :—"ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ইতালীর স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করিবেন।"

কিন্তু আয়োজন যখন শেষ হইয়া আসিল, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তখন কোন সাহায্য ত করিলেনই না, বরং বিপ্লবপন্থীদিগকে

রাজকীয় বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতার উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিলেন। প্রথমবার ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কার্ব্বনায়ো বিদ্রোহীদিগের অধিনায়ক 'চার্লস্ অ্যাল্বার্টের' শত্রু শিবিরে পলায়ন ;—দ্বিতীয়বার মডেনার ডিউক "চতুর্থ ফ্রন্সিস্", "সাইরোমিনোটি" নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে উত্তেজিত করিয়া, পরিশেষে, অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্টের কোপানল শান্তি করিবার নিমিত্ত ডিউক কর্ত্তৃক 'সাইরোমিনোটির' প্রাণদণ্ড বিধান ; আর তৃতীয়বার এই সেভয় অভিযানে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাসঘাতকতা।

ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহার প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন যে লিবারেলগণকে এইরূপ বিড়ম্বিত করা, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য নয়, নিশ্চয়ই ইহা একটা কৌশল মাত্র। এই ঘোষণাপত্র দ্বারা তাঁহারা এইরূপ প্রকাশ করিতে চান যে, সেভয় অভিযানে তাঁহাদের কোন হাত নাই। ম্যাটসিনি এই যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। ফরাসীদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য তিনি একদল সেনা সেভয় অভিমুখে পাঠাইতে বলিলেন। তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করা হইল ; ফরাসী সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। অভিযানের উদ্দেশ্যে সংগৃহিত অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল এবং বিদ্রোহীদিগকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় "ক্যালে" বন্দরে আনিয়া, ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সময় 'বসে1' নামে একব্যক্তি ম্যাটসিনিকে বলিলেন যে, তিনি ও তাঁহার আর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব কর্সিকা যাইতেছেন। তথা হইতে উদ্যোগ করিয়া, তাঁহারা ইতালীয় মধ্যপ্রদেশের

প্রধূমিত বিপ্লবাগ্নিকে প্রজ্জলিত করিয়া তুলিবেন। ম্যাটসিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন।

ম্যাটসিনি স্বীকৃত হইলেন। মাতুলকে পত্র লিখিয়া তাঁহার গতিবিধি পিতামাতার নিকটে গোপন রাখিতে বলিয়া, 'লিয়ন্স' হইতে 'সেভয়ে' আসিলেন। 'সেভয়' হইতে মার্সেলিসে, তথা হইতে 'টুলানে', এবং 'টুলান' হইতে 'নিয়োপলিটান' বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া 'ব্যাষ্টিয়া' নগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বহুদিন পর মাতৃভূমি দর্শনে তাঁহার মন পুলকিত হইয়া উঠিল। তখনও ফ্রান্সের অত্যাচারে ও ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতায় কর্সিকার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে নাই। ফরাসীগণ তখন মাত্র এই দ্বীপে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিতেছেন। ইতালীর অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটীকে ম্যাটসিনি স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ও স্বদেশানুরাগে অতুলনীয় দেখিতে পাইলেন। সমগ্র দ্বীপটীর মাত্র দুইটী নগর ফরাসীদের অনুরক্ত, অন্যান্য সকল স্থানই ইতালীর সঙ্গে সংযুক্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত। ম্যাটসিনি ইহার সর্ব্বত্র ফরাসী বিদ্বেষ লক্ষ্য করিলেন। কর্সিকার মধ্যভাগে পর্ব্বতমালা,—এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসিগণকে তিনি সুদৃঢ়কায়, বীরত্বপূর্ণ এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিতে পাইলেন। ইহারা সকলেই 'রোমানা' প্রদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিবে বলিয়া তখন উদ্যোগ করিতেছিল। ম্যাটসিনি প্রভৃতিকে পাইয়া তাহারা অধিনায়ক পাইল মনে করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে যুদ্ধ যাত্রার বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইতি মধ্যে অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে 'রোমানার' বিদ্রোহ দমন করা হইল। ম্যাটসিনি ভগ্ন মনোরথ হইয়া মার্সেলিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মার্সে লিসে—"নব্য-ইতালী" সমিতি গঠন।

মার্সেলিসের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া কতিপয় নির্ব্বাসিত ইতালীয়ানের নিকট তিনি ইতালীতে একতা ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য "নব্য ইতালী" সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইতালীকে স্বাধীন করিয়া, সম্মিলিত সমগ্র দেশে একমাত্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার চিন্তা ম্যাটসিনিই প্রথম প্রচার করেন নাই। তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে "দান্তে" ও "রিজি" এই চিন্তা প্রচার করিয়া যান; অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলীয়ন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে 'রোমান্টিক' লেখকগণও ঐ চিন্তা ইতালীবাসীর মনে সন্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেকের মতে রোমান্টিক লেখকগণ ইতালীর তদানিন্তন রাজনৈতিক সম্প্রদায় সমূহের জন্মদাতা— "নব্য ইতালী" ও "মডারেটগণের" অগ্রদূত।

রোমান্টিক লেখকগণ যে শুধু সাহিত্যক্ষেত্রেই বিপ্লব আনয়ন করিলেন তাহা নহে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁহারা বিপ্লব প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিলেন। এজন্য এই সকল লেখকগণকে অনেক সময় কারাদণ্ড ও নির্ব্বাসন দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইত। তাঁহারা গান, নাটক, নভেল ও পুস্তিকা লিখিয়া স্বাধীনতার চিন্তা প্রচার করিতে লাগিলেন।

বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে "ইতালী যাহাতে আপনাকে জানিতে পারে" তজ্জন্য "অ্যাণ্টালজিয়া" পত্রিকা প্রকাশ করা হইল। সাত বৎসর পরে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, ম্যাটসিনির সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হইল। সূক্ষ্মদর্শী পাঠক এই উপন্যাসের মর্ম্মগত উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ম্যাটসিনি ও রোমাণ্টিক লেখকগণ এক উদ্দেশ্যে লেখনি চালনা করিলেও, তাঁহাদের সঙ্গে ম্যাটসিনির রচনার মর্ম্মান্তিক পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেখানে ঐ শ্রেণীর লেখকগণ সাহিত্য-রসিক—তিনি সেখানে রাজনৈতিক; যেখানে তাঁহারা বিশ্লেষণপটু—তিনি সেখানে গঠণরত, যেখানে তাঁহারা মাত্র নীতি ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা—সেখানে তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত।

স্যাভোনার কারাগার হইতে তিনি যে নূতন কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়া আসিলেন, তাহা যে কিরূপ উন্নত—কিরূপ সাহসিকতা পূর্ণ, তাহা শুধু যাঁহারা তৎকালীন ইতালীর অবস্থা অবগত, তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ইতালী তখন শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন—বিভিন্ন পৃথক্ পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত। এই সকল রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে ভাষাগত ও চরিত্রগত বিষম পার্থক্য বিদ্যমান। সমস্ত দেশ গুপ্ত-সমিতি ও গুপ্ত-পুলিশে সমাকীর্ণ; অভিজাতবর্গ বিদেশীয় বিজেতৃগণের উপর রুষ্ট; প্রজা সাধারণ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত; ধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপেক্ষিত। ইতালীর এইরূপ অধঃপতনের মধ্যে নবীন যুবক, নিঃসম্বল ম্যাটসিনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন:—"আমার দৃষ্টি পথ দিয়া জনসাধারণ গমনাগমন করে—আমি দেখি তাহারা দাসত্ব ও রাজনৈতিক

নাই—ক্ষুধায় অন্ন নাই ; কখনও দেখি ধনী সম্প্রদায় অবহেলা করিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু ফেলিয়া দেন, তাহারা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে তাহাই সংগ্রহে ব্যস্ত—আবার কখনও বা দেখি তাহারা লুণ্ঠনের জঘন্য আনন্দে উন্মত্ত। তথাপি তাহাদের মুখ দেখিয়া আমার ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে পড়ে—তাহারাও আমাদেরই মত বিধি-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট। তখন আমি ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে তন্ময় হইয়া দেখিতে থাকি—যেন এই সকল অত্যাচারিত, অধঃপতিত জনসাধারণ, আবার মহত্বে উপনীত হইয়াছে ;—এক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত—একই সাম্যে ও ভালবাসায় দীক্ষিত হইয়া, তাহারা আবার সৌন্দর্য্যে ও শক্তিতে আদর্শ নাগরিকে পরিণত হইয়াছে। ভোগবিলাস বর্জ্জিত—দারিদ্র্যে অক্লিষ্ট—অধিকার ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ—ভবিষ্যতের বিরাট জনসাধারণ তখন আমার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে।" *

মার্সেলিসের ক্ষুদ্র কক্ষটীতে বসিয়া কতিপয় মাত্র নির্ব্বাসিত বন্ধুবান্ধবের নিকট তিনি ইতালীকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সাধারণতন্ত্রী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, গরিলা যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া ইতালীর রাজশক্তিগুলিকে হীনবল করিয়া ফেলিতে হইবে ; তৎপর প্রকাশ্যভাবে অস্ত্রধারণ করিয়া,সুশিক্ষিত সেনার সাহায্যে জাতীয় স্বাধীনতা ও একতা সম্পাদন করিতে হইবে। পরে বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া ও সৎশিক্ষা দ্বারা সমাজ সংস্কার করিতে হইবে। "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে—হইবে কিন্তু ইহার কার্য্যপদ্ধতি গোপন রাখিতে হইবে।

প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কারাবরণ, কি ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন সুনিশ্চিত।

মার্সেলিসের এই বন্ধুগণের সম্বন্ধে ম্যাটসিনি তাঁহার "জীবন স্মৃতিতে" লিখিয়াছেন :—"যে যুবক সঙ্ঘ তখন আমার সঙ্গে কার্য্য করিত, তাহাদের মত একাগ্র—পরস্পরে সুদৃঢ় প্রীতি বন্ধনে বদ্ধ—পবিত্র উৎসাহে উৎসাহী—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত কার্য্যতৎপর—আমি আর অন্য কোন যুবক সঙ্ঘ দেখি নাই। আমাদের কোন আপিস ছিল না—সাহায্যকারী কর্ম্মচারীও কেহ ছিল না। সমস্ত দিন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা কার্য্যব্যস্ত থাকিতাম;—কখনও প্রবন্ধ লিখিতেছি—কখনও পরিব্রাজকগণের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি—নাবিকগণকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেছি, কখনও বা কাগজ ভাঁজ ও লেফাপা বন্ধ করিতে নিযুক্ত আছি। এইরূপে আমরা আমাদের সময়কে কায়িক ও সাহিত্যিক পরিশ্রমের জন্য বিভাগ করিয়া লইতাম। **** আমরা সকলেই সম-অধিকার সম্পন্ন সহোদর-গণের মত ছিলাম;—একচিন্তা—এক আশা—একই আদর্শে সকলে অনুপ্রাণিত ছিলাম। আমাদের কর্ম্মোৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া, বিদেশীয় সাধারণতন্ত্রিগণ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন। সময় সময় আমাদিগকে যথার্থই অভাবে পড়িতে হইত; কিন্তু আমরা আমোদ প্রিয় ছিলাম ও ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখিতাম বলিয়া সকল দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করিতে পারিতাম।"*

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কার্ব্বনারোগণ এই বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের সভ্য থাকায়, লক্ষ্যের কোন স্থিরতা ছিল না। এজন্য বিপ্লববাদীগণ যখন কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। কার্ব্বনারোগণের মধ্যে চারিটী পৃথক মতবাদ লক্ষ্য করা যাইত। তাঁহাদের কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ইতালীকে স্বাধীন করিয়া সমগ্র দেশে একমাত্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; কেহ কেহ বা একমাত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি ছিলেন; কেহ কেহ ইতালীতে বিভিন্ন স্বাধীন বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিতেন; আবার কেহ কেহ সমগ্র ইতালীকে ফ্রান্স বা স্পেনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার মত পোষণ করিতেন। গুরুতর সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে এইরূপ মর্ম্মান্তিক মত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপ্লবের উন্মাদনা মন্দীভূত হইয়া পড়িল; এক প্রদেশের বিপ্লববাদী অপর প্রদেশের বিপ্লবে সহায়তা করিল না; ফলে অষ্ট্রীয়ার কুটনীতিতে ও বাহুবলে বিদ্রোহী প্রদেশগুলির পতন হইল। কার্ব্বনারোগণের শেষ উদ্যম সম্পুর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে "নব্য ইতালী" সমিতির মুখপত্র "নব্য ইতালী" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ম্যাটসিনি বলিলেন:—"ইতালীর স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে;—ইতালীর যুবকগণকে দাস-সুলভ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে—অন্ধ, দুর্ব্বল

শতাব্দীর কবিগণের উদ্দেশ্য", "জাতি সমূহের ভ্রাতৃত্ব", "জর্ম্মান ও ফরাসী জাতির ভ্রাতৃত্ব", "জর্ম্মান জাতি ও ফরাসী লিবারেল-দিগের প্রতি 'নব্য ইতালীয়' বাণী" ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই যুবক নেতার উৎসাহ যেরূপ অদম্য, চেহারাও সেইরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল। তাঁহার জনৈক জীবনী লেখক লিখিয়াছেন :—"যদি তাঁহার আস্কন্ধলম্বিত তরঙ্গায়িত কেশগুচ্ছ, উজ্জ্বল অঙ্গপ্রভা, ভাস্কর গঠিতবৎ নিখুত সুঠাম দেহ, যৌবনসুলভ কমনীয়তা এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে উন্নত, প্রশস্ত ললাটদেশ, মুখের ভাবে ও চোখের কটাক্ষে রমনীয়তার সঙ্গে দৃঢ় সঙ্কল্পের অপরূপ সংমিশ্রণ এবং অতি সুন্দর ক্ষীণ শশ্রু-গুম্ফরেখা না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে পরমা সুন্দরী রমনী বলিয়াই বোধ হইত। তিনি তাঁহার সমসাময়িক নরনারীর মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন, সে কথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি। তাঁহার মত নিখুত সুন্দর আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না।"

মার্সেলিসের এই যুবকসঙ্ঘের উৎসাহে, ইতালীয় যুবকগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। মার্সেলিসে বসিয়া তাঁহারা রাশি রাশি প্রবন্ধ; ঘোষণা পত্র ও পুস্তিকা লিখিয়া মুদ্রিত করিতেন এবং পিচের পিপার ভিতর অথবা কাপড়ের গাঁটের মধ্যে লুকাইয়া, গোপনে ইতালীতে পাঠাইয়া দিতেন। দেশবাসী ঐ সকল আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। ম্যাটসিনির হৃদয়োন্মাদ-কারী ভাবসম্পদে ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহারা মুগ্ধ হইত।

"পাহাড়ে আরোহণ করিয়া কৃষকের নিকট গিয়া উপবেশন কর; কারখানায় যাইয়া শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হও। যাহাদিগকে এতদিন অবহেলা করিয়া আসিতেছ, তাহাদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর।—তাহাদিগকে বল যে, স্বাধীনতায় তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে; স্বদেশের অতীত ইতিহাস ও গৌরবের কথা এবং পুরাকালের ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রাধান্য আজ তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে, তাহার কথা তাহাদিগকে শুনাও। কেহ বলে নাই বলিয়া, আজিও তাহারা যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের কথা জানে না, সে সকল কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বল।"

ক্রমে ইতালীর উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের প্রধান প্রধান নগরীতে "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ের শাখা সমূহ গড়িয়া উঠিল; সহস্র সহস্র সভ্য আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ফ্রান্স ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি গুপ্ত পুলিসকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করিয়া পূর্ণ এক বৎসর কাল মার্সেলিসেই রহিয়া গেলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে "নব্য ইতালী" সম্প্রদায় বিষম বিপদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ, এজন্য ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি ঐ সম্প্রদায়ের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহাকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

"নব্য ইতালীর" অভিযান।

পিডমণ্ট রাষ্ট্র অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া চারিশত বৎসর ধরিয়া উহা কখনও বা ফ্রান্সের, কখনও বা অষ্ট্রীয়ার নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, ঐ রাজ্যের অধিবাসীগণ সর্ব্বদা কূটনীতিতে ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। এই কারণে ইতালীয় সকল প্রদেশের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী অধিবাসিবৃন্দ, অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে পিডমণ্টের সাহায্য লাভ করিবে বলিয়া আশা করিত।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে, পিডমণ্ট রাজ 'কার্লো ফেলিস'-এর মৃত্যুর পর, ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কার্ব্বনারো ষড়যন্ত্রী চার্লস অ্যালবার্ট সিংহাসনারোহণ করিলেন। চার্লস অদ্ভুত চরিত্রের মানব ছিলেন। তিনি যে বিষয়কে ভয় করিতেন, সকলে তাঁহাকে সেই বিষয়ের অধিনায়ক বলিয়াই মনে করিত। ম্যাটসিনি বলেন—"প্রত্যেকেই আশা করিত যে চার্লস অ্যালবার্ট ইতালীতে নূতন শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিবেন।" যৌবনে তিনি ইতালীয় স্বাধীনতা বিধানের জন্য 'কার্ব্বনারী' সম্প্রদায়ে যোগদান করেন; কিন্তু তখন তাঁহার স্বাধীনতাস্পৃহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতে তিনি ধর্ম্মভাবাপন্ন হইয়া, ধর্ম্মশাসকগণের হস্তে ক্রিড়াপুত্তলীর মত হইয়া

এবং খৃষ্টধর্ম্মের একান্ত ভক্ত-ভৃত্য বলিয়া আপনাকে প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে, তিনি ভয়ে ভয়ে ধর্ম্মানুশাসন হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতেন না। একদিকে কার্ব্বনারোদিগের শাণিত ছুরিকা, অপরদিকে 'জেস্যুইট্' ধর্ম্মশাসকগণের বিষবটিকা, এতদুভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা তাঁহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। পার্থিব বিষয়ে স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ইচ্ছা, একত্র সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার চরিত্রকে অপরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোন বিষয়ে তিনি বীরের মত সাহস দেখাইতে পারিতেন না। ধর্ম্মশাসকগণের একান্ত বাধ্য অথচ হৃদয়ের মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সামর্থ্য কিছুই ছিল না। ম্যাটসিনি কখনও ভাবিতে পারেন নাই যে উচ্চশ্রেণী ও রাজন্যবর্গের দ্বারা পরাধীন জাতি কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। তথাপি তাঁহার স্বদেশবাসী "চার্লস অ্যালবার্টের" উপর সকল আশা ন্যস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের ভ্রম সংশোধন হইবে মনে করিয়া ম্যাটসিনি সংবাদ-পত্র সহযোগে চার্লসকে একখানি পত্র লিখেন। এ সম্বন্ধে ম্যাটসিনি তাঁহার "জীবনস্মৃতিতে" লিখিয়াছেন :—"কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গেল যে চার্লস্ কোনও দিন, কোন প্রকার নীতিতে অনুপ্রাণিত হন নাই ; শুধু দুরাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তাহারা চিন্তা করিয়াও দেখিল না যে, তিনি সমগ্র ইতালীর একছত্র সম্রাটপদের কাল্পনিক আশায় উন্মত্ত হইয়া, তৎকালীন করতললব্ধ সার্ডেনীয়ার সিংহাসন বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবেন না। সকলেই আমার "নব্য ইতালী" সম্প্রদায় গঠন

প্রকাশ করিল।—বলিল যতদিন চার্লস অ্যালবার্ট তাহাদিগকে নিরাশ না করিতেছে, ততদিন তাহারা "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারিবে না। এইরূপ উত্তর পাইয়া আমি সংবাদ পত্র সহযোগে চার্লস অ্যালবার্টকে একখানি পত্র লিখি।"

ম্যাটসিনির পত্রের উত্তরে চার্লস অ্যালবার্ট আদেশ দিলেন যে ইতালীর সীমান্ত ভূমিতে পদার্পণ করিলেই তাঁহাকে বন্দী করা হইবে। ইহাতে ম্যাটসিনির অভিষ্ট সিদ্ধ হইল; ইতালীবাসী যাহারা তখন ম্যাটসিনির "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাঁহারাও ঐ সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনির পরামর্শে ইতালীয় "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ের সভ্যগণ, মনস্থ করিলেন যে, জেনোয়া ও অ্যালেসেন্ড্রিয়া হইতে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইবে। স্থির হইল চার্লস অ্যালবার্ট যদি বিদ্রোহীদিগের অধিনায়কত্ব না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাজসৈন্যদিগকেও উত্তেজিত করা হইল। অনেকে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ষড়যন্ত্রকারীদিগকে একে একে ধরিয়া নৃশংসভাবে শাস্তি দেওয়া হইল। কোন কোন বিষয় আছে যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইতিহাস অতি সামান্য পার্থক্যের সহিত দেশে দেশে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে। হস্তাক্ষর জাল করিয়া, উত্তেজক ঔষধি সেবন করাইয়া, বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিয়া, বন্দীদিগের নিকট হইতে তাহাদের সঙ্গিগণের নামধাম, বাহির করিয়া লওয়া হইল। পাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে হয় ভয়ে, ম্যাটসিনির প্রিয়তম বন্ধু

"জ্যাকপো রফিণী" কারাকক্ষে আত্মহত্যা করিলেন। বহু সংখ্যক ষড়যন্ত্রী ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন—ম্যাটসিনিরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল; কিন্তু তিনি তখন মার্সেলিসে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। এইরূপে "নব্য ইতালীর" প্রথম অভিযানোদ্যম অকালে ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ম্যাটসিনি গোপনে সুইজারল্যাণ্ডের অন্তঃপাতি জেনিভা নগরীতে যাইয়া, আর একটী অভিযানের উদ্যোগ করেন। জেনিভায় আসিয়া তিনি "লা ইউরোপ সেণ্ট্রাল" নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিলেন। এবং "সেভয়" আক্রমণের উদ্যোগে রত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে 'জেনারেল র‍্যামোরিণোকে' সকলে অধিনায়কের পদ অর্পন করিল। তিনি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, অভিযান প্রায় একবৎসর কাল বিলম্বিত করিয়া ফেলিলেন; অভিযানোদ্দেশ্যে তাঁহার হস্তে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাহাও তিনি জুয়া খেলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে ম্যাটসিনির উদ্যোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইলে, তিনি তাহার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং সেভয়ের পথে বিদ্রোহী সেনাকে পথভ্রষ্ট করিয়া শত্রু পক্ষে পলায়ন করেন। "নব্য ইতালীর" দ্বিতীয় অভিযান এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

ম্যাটসিনি সুইজারল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তিনি "নব্য ইউরোপ" ও "নব্য সুইজারল্যাণ্ড" সমিতি গঠন করেন এবং "লা জুন সুইস" পত্রিকা প্রচার করিতে থাকেন।

পরপর দুই দুইটী ষড়যন্ত্র বিফল হওয়ায় এবং সর্ব্বদা গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হওয়ায়, ম্যাটসিনির একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মন এতদূর সংশয়-সমাকুল ও দুঃখাভিভূত হইয়া পড়িল যে, তিনি যেন সর্ব্বদা মৃত সহচরগণের প্রেতাত্মা দেখিতে লাগিলেন। ম্যাটসিনি ভাবিতে লাগিলেনঃ—"তাহাদিগকে আর আমি জীবিত করিতে পারিব না। হায়! কত না জননীকে আমি শোকাশ্রু মোচন করিতে বাধ্য করিয়াছি! এখনও যদি আবার আমি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে থাকি, তাহা হইলে, আরও কত না জননীর শোকের কারণ হইয়া পড়িব! তাহাতেও যদি সফল কাম না হই?—তথাপি যদি আমার মানস ইতালী স্বপ্নই থাকিয়া যায়?—"

বহুদিন হইতে সুইজারল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের নিকট ইতালীর ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন; ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে রাজনৈতিক সংশ্রব পরিত্যাগ করিল দেখিয়া, ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাটসিনিকে চিরদিনের জন্য সুইজারল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। আবার তিনি পুলিসের দৃষ্টি এড়াইয়া গুপ্ত ভাবে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। কখনও বা কৃষকের গৃহে, কখনও বা মাস মাস ধরিয়া পরিত্যক্ত কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। জনশূন্য কুটীরে যখন বাস করিতে হইত, তখন বায়ু প্রবাহে বন্ধুবর "জ্যাকপো রফিনির" কণ্ঠস্বর যেন তাহাকে ডাকিতেছে শুনিতে পাইতেন।

নাই ! ধীরে ধীরে মনের অশান্তি দূর হইল। "একদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, আমার হৃদয় শান্ত হইয়াছে ;—মনে হইল, যেন, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।** প্রথমেই আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল—'তোমার এই যন্ত্রনা ও অশান্তি শুধু স্বার্থপরতার ফল, জীবন সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ কল্পনা প্রসূত'।"* তিনি তাঁহার হৃদয় তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন —"সেখানে কোন অসদুদ্দেশ্য আছে কি না—সেখানে কোন স্বার্থপরতা লুক্কায়িত আছে কি না ?" পার্থিব সুখের আশা বহু-দিনই তিনি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সহচরগণের স্নেহকে তিনি হৃদয়ে আঁকিয়া ধরিয়া আছেন। "তাহাদিগকে ঈশ্বরের আশী-র্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করা আমার উচিৎ ছিল—তাহাদের স্নেহ লাভ করিয়া ভগবানের নিকট আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ ছিল ; ঐ স্নেহে আমার অধিকার আছে বা ঐ স্নেহ আমার ভালবাসার পুরস্কার বলিয়া আশা করা বা আদায় করা আমার ঠিক হয় নাই। তাহাত আমি করি নাই ! তাহাদিগকে যে আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ! আমি এখনও আদর্শ প্রেমে উপনীত হইতে পারি নাই ; কারণ আদর্শ প্রেম প্রেমাস্পদের নিকট জীবনে কিছু আশা রাখে না। আমি প্রেমকে পূজা করি নাই ; প্রেমের আনন্দকেই পূজা করিয়াছি।" তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিলেন ;—প্রেমকে নয়, প্রেমের আনন্দকে হৃদয়ের কোণে সমাধি প্রদান করিলেন, যাহাতে আর কখনও প্রেমের উপর স্বার্থ ছায়া ফেলিতে না পারে।

অভ্যুত্থানগুলির পতনের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিলেন। "এতকাল মানব শুধু সুখের অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, আর মুখে তাহাদের অধিকারের কথা চিৎকার করিয়া বলিয়াছে; তাহাদিগকে উচ্চতর আশায় অণুপ্রাণিত করিতে হইবে। রাজনীতিকে ধর্ম্মের ও অধিকারকে কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক সম্প্রদায় ভুক্ত আমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সভ্য আমরা জয়লাভ করিব।** জীবন বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনের অবসর মাত্র, অতএব কর্ত্তব্যই ইহার প্রধান বিধি।*** প্রত্যেককে প্রত্যেকের আপন আপন হৃদয়কে মন্দিররূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তথা হইতে স্বার্থপরতা-পঙ্ক পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে অবগত হইতে হইবে,—সমসাময়িক মানবগণের কোন্ কোন্ বিষয়ের নিতান্ত অভাব, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। তারপর নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য ও অভাব কতদূর পূরণ হওয়া সম্ভব তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে এবং দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ঐ উদ্দেশ্য সাধনে ও ঐ অভাব মোচনে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে হইবে। যুবক ভ্রাতৃগণ! যখন একবার তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইতে পারিলে, তখন ঐ উদ্দেশ্য সাধনে কিছুই যেন তোমার গতিরোধ করিতে না পারে। তুমি তোমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইবে; তজ্জন্য সকলে তোমাকে স্নেহ করে করুক, ঘৃণা করে করুক, তথাপি তুমি অবিচলিত চিত্তে তোমার উদ্দেশ্য সাধনে কার্য্য করিয়া যাইবে।—কেহ তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া

নিঃসঙ্গ অবস্থায় চলিতে হয়—হউক—তথাপি তুমি ঐ কার্য্য করিয়া যাইবে। তোমার সম্মুখের পথ অতিশয় স্পষ্ট। যদি তুমি শোকে, দুঃখে বা আশা-মরিচিকায় অভিভূত হইয়া, ঐ উদ্দেশ্যের শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর না হও, তাহা হইলে তুমি—ভীরু, কাপুরুষের মত নিজের বিশ্বাসের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।"*

---

* "জীবনস্মৃতি"—ম্যাট্‌সিনি।

লণ্ডনে।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুইস্ গভর্ণমেণ্ট ম্যাটসিনিকে সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দেন, তিনি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত গুপ্তভাবে ঐ দেশেই অবস্থান করেন। সুইজারল্যাণ্ডে তাঁহার সঙ্গে 'অগষ্টিনো রুফিনি' ও 'জিওভ্যানি রুফিনি' ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন। এই দুই সহোদরের, তাঁহাদের মৃত ভ্রাতা 'জ্যাকুপো রুফিনির' মত বীরত্ব-ব্যঞ্জক গুণাবলি ছিল না। তাঁহারা ষড়যন্ত্র-কারীর বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে করিতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। শুধু ইঁহাদের জন্য ম্যাটসিনি লণ্ডনে যাইয়া বাস করিতে মনস্থ করিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহারা লণ্ডনে আগমন করেন। ম্যাটসিনি ক্রমে এই 'সূর্য্যহীন, সঙ্গীতহীন' দ্বীপটীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন।

লণ্ডনে আসিয়া তাঁহাকে অন্ধকারময় "ইষ্টন্ রোডের" উপর ছোট একখানি ঘরে বাস করিতে হইল বলিয়া, মাঝে মাঝে তাঁহার মাতৃসমা আল্পস্ পর্ব্বতমালার জন্য প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তদুপরি সহচরগণের অধৈর্য্যে তিনি প্রথম প্রথম বিশেষ দুঃখানুভব করিতে লাগিলেন। সহচরদ্বয়ের কাহারও তাঁহার মত উন্নত হৃদয় ছিল না। সকলেই যে পরিবারে প্রতিভাবান, সেখানে জীবন যাপন সুখের হইতে পারে সত্য, কিন্তু যে পরিবারের এক

ব্যক্তি মাত্র প্রতিভাবান্ সেখানে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। তাঁহারা সকলেই নিরামিশাষী ছিলেন, তথাপি আলু ও ভাত খাইয়া মনের সুখে বাস করিতে পারিলেন না। ম্যাটসিনির সহচরদ্বয় সর্ব্বদা নানা প্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র পরিবারের এক ম্যাটসিনি ব্যতিত, অপর কেহ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতেন না। যাহারা সুখাদ্য ক্রয়ের উপযুক্ত অর্থ সত্ত্বেও এইরূপ আহার করে, তাহাদের বরং ইহাতে বিরক্তি না আসিতে পারে; কিন্তু নির্ব্বাসিত ব্যক্তিত্রয় একরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। তদুপরি ম্যাটসিনির অভ্যাস ছিল যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও হাতে থাকিত, ততক্ষণ তিনি স্বদেশবাসীর অনুনয়ে স্থির থাকিতে পারিতেন না। আবার এই সকল নির্ব্বাসিত ইতালীয়ান মনে করিত যে, সর্ব্বমানবভ্রাতৃত্বের অধিকারে, তাহারা ম্যাটসিনির বাড়ীতে সুখে-সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে অধিকারী। একে একে মূল্যবান গ্রন্থ ও পোষাক পরিচ্ছদগুলি বন্ধক দেওয়া হইল। ম্যাটসিনি অতিরিক্ত হারে সুদ দিয়া, বহু উত্তমর্ণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিতে থাকিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি "ব্রুমস্‌বারী" পাঠাগারের পুস্তকাবলীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন; এইখানে বসিয়াই তিনি ২।১টী প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলেন। ধীরে ধীরে তিনি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে কার্লাইল পরিবার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই পরিবারের বাড়ীর নিকট হইবে বলিয়া, তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের উপকণ্ঠে 'চেলসিতে' বাসা স্থানান্তরিত

করিলেন। কার্লাইল পরিবার অতিশয় দয়ালু ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিতেন। কার্লাইল গৃহিনী ম্যাটসিনিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; কোন কথা তাঁহার নিকট গোপন রাখিতেন না; এমন কি পারিবারিক অশান্তির কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া, তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এইখানে বাস করিতে করিতে ম্যাটসিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'গেটে' 'বাইরণ' ও 'লামেনিস' সম্বন্ধে তিনটী প্রবন্ধ লিখেন। সম্ভবতঃ লামেনিসের "বিশ্বাসীর জগৎ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মানবের কর্ত্তব্য' লিখিতে মনস্থ করেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইটী প্রবন্ধে কার্লাইলের মতবাদ সমালোচনা করেন। তৎকালে উহাই ঐ বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমালোচনা বলিয়া গৃহীত হয়। পর বৎসর কার্লাইল জানিতে পারিলেন যে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা ম্যাটসিনির পত্রাদি গোপনে খুলিয়া পাঠ করিয়া ম্যাটসিনিকে দিয়া থাকেন। "হাউস অব কমন্স" সভায় উক্ত বিষয় লইয়া কার্লাইল আলোচনা করেন এবং ইংরাজ সাধারণ উহা অবগত হইয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। 'সার জেমস গ্রাহাম' ঐ বিষয় সমর্থন করিতে উঠিয়া কতকগুলি অবান্তর যুক্তিতর্ক দেখান এবং ম্যাটসিনির বিরুদ্ধে নরহত্যায় উৎসাহ প্রদানের অভিযোগ আনয়ন করেন; কিন্তু পরিশেষে তিনি ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

কার্লাইল বাহিরে এইরূপ ভাব দেখাইতেন, যেন তিনি ইতালীয় সাধারণতন্ত্রের, কি ইতালীয় যুবকগণের, কি বোলনার বিকৃত মস্তিষ্ক পোপের— কাহারও বিষয় কিছুই জানেন না বা জানিতে

ইচ্ছা রাখেন না; কিন্তু তিনি যে ম্যাটসিনিকে ভালরূপেই জানিতেন তাহা আমরা তাঁহারই লেখা হইতে বুঝিতে পারি। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখের "টাইমস্" পত্রে তিনি এইরূপ লিখেন:—

"সৌভাগ্যের বিষয় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি মিঃ ম্যাটসিনির সঙ্গে পরিচিত। তাঁহার সাংসারিক বিষয়ে সূক্ষ্মানুভূতি ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত যাহাই হউক না কেন, আমি সকলের নিকট মুক্ত কণ্ঠে বলিতে সমর্থ যে, তিনি একজন প্রতিভাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি যে যথার্থই সত্যসন্ধ, দয়ার্দ্রচিত্ত ও উন্নতমনা, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না; বাস্তবিক তাঁহার মত মানব জগতে বিরল।"

উল্লিখিত ঘটনায় ম্যাটসিনির বিশেষ উপকার হইল। ইহাতে তিনি ইংরাজ সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িলেন এবং বহুতর সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে তাঁহার ও ইতালীর উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক রূপে পাইলেন। ইহাদের মধ্যে "আশাসর্টস্" পরিবার উল্লেখ যোগ্য। এই পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে 'জেমস্ ষ্টান্‌ফিল্ডের' বিবাহ হয়, অপর কন্যা ম্যাটসিনির বন্ধু ভেণ্টুরিকে বিবাহ করিয়া পরবর্ত্তী কালে ম্যাটসিনির জীবনী লিখিয়া যশস্বিনী হন; ইনি ম্যাডাম্ ভেণ্টুরি নামে সুপরিচিত।

তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সমাজ-সংস্কারক ও জনসাধারণে সহানুভূতি সম্পন্ন পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ ঘটে। ইংলণ্ডে তখন একদিকে অজন্মা

বিষয় লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। 'ডাক্তার হল্যাণ্ড রোজা' তাঁহার "সাধারণতন্ত্রের অভ্যুত্থান" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, যাঁহারা চার্টারের ছয়টী বিষয়ের মধ্যে নৈতিক প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ও ইতালীয় সাধারণতন্ত্রী ম্যাটসিনির মধ্যে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য ছিল। ম্যাটসিনি কিন্তু ইংরাজ জাতিকে বস্তুতান্ত্রিক ও দলাদলি প্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ অপেক্ষা, যে দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল ও দুর্নীতি-মূলক, সেই ইংলণ্ডদেশে বাস করিয়া তিনি সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন। ইতালীয় শ্রমজীবিগণের দুরবস্থাও তিনি লণ্ডনে প্রত্যক্ষ করিতেই অধিকতর সুবিধা পান। শ্রমজীবিগণের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য, তিনি লণ্ডন হইতে একখানি রাজনৈতিক সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় "মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থের কতকাংশ প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁহার সঙ্গে এক হতভাগিনী রমণীর পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁহার যৎসামান্য আয়ের অধিকাংশ অর্থে ঐ রমণীর পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলন করিতে থাকিলেন।

ইতিমধ্যে ইতালীয় যন্ত্রবাদক ভিক্ষুক বালকগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, তাঁহারই স্বদেশীয় ৫।৬ জন ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট আহার, বাসস্থান ও মাহিয়ানার প্রলোভন দেখাইয়া, ইতালীয় 'পার্ম্মা', 'লিগুরিয়া' প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বালকগণকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া আসিয়া, ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কোন প্রকারে একবার লণ্ডনে আনিতে পারিলেই,

ভিক্ষা করিতে শিক্ষা দেয়। একবার তিনি এইরূপ কয়েকজন ইতালীয় দাসব্যবসায়ীকে ইংলণ্ডের বিচারালয় হইতে শাস্তি প্রদান করান; তাহাতে অন্যান্য দাসব্যবসায়ীগণও ভীত হইয়া পড়ে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 'হটন গার্ডেনে' তিনি একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন; তথায় তিনি দরিদ্র বালকগণকে স্বয়ং পড়ান। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সম্বন্ধে তিনি বলেন—"পবিত্র ব্রত আমি পবিত্র ভাবেই উদ্‌যাপন করিয়াছি। রাত্রি ৯।১০ ঘটিকার সময় বালকগণ বাদ্য যন্ত্র হাতে করিয়া পড়িতে আসিত; আমরা তাহাদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দিতাম। সরল ভূগোল এবং প্রাথমিক অঙ্কন বিদ্যাও ঐ সঙ্গে শিখাইতাম। রবিবার সন্ধ্যায়, স্কুলের সকল ছাত্রকে একত্রিত করিয়া, এক ঘণ্টা কাল ইতালীয় ইতিহাস, ইতালীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবনচরিত, প্রাকৃত দর্শনের মূলসূত্র ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিতাম। অন্যান্য যে সকল বিষয়, এই সকল অনভিজ্ঞ, দারিদ্র ও দাসত্ব নিপীড়িত বালকগণের চিত্তবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ বিধান করিবে বুঝিতাম, সে সমস্ত বিষয়েও বক্তৃতা দিতাম। প্রায় দুইবৎসর ধরিয়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমি ইতালীয় ইতিহাস ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহাদের নিকট বক্তৃতা দেই। আমার মতে ধর্ম্মগ্রন্থ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে মন পবিত্র হয়; * * * * ইহাকে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষায় প্রধান বিষয় করা কর্ত্তব্য।" * সাত বৎসর ধরিয়া তিনি এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিতে থাকেন, অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি, ইতালীতে গমন করিলে বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়।

---

* "জীবন স্মৃতি"—ম্যাট্‌সিনি।

(৮)

রোমে।

"নব্য ইতালী" সমিতি নবোদিত সূর্য্যের কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিবার আশা লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই সমিতি বারবার স্বাধীনতা লাভের উদ্যম করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় এবং তাহার প্রধান অধিনায়ক নিয়ত নির্ব্বাসিত হইয়া থাকায়, সভ্যবৃন্দ ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। ম্যাটসিনির মনও এক সময় নিরাশার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল! যাঁহারাই উচ্চাদর্শের পুরোহিত, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে কোন না কোন সময় এইরূপ হতাশা আসিয়া থাকে;—ইহাতে উন্নত জীবনকেও অবনত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ম্যাটসিনি স্বদেশবাসীর মনোভাব ভুল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি নিজের হৃদয়ের অনন্ত বিশ্বাসে দেশবাসীকে তাঁহারই মত বিশ্বাসী বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়া, মনে করিয়াছিলেন যে স্বাধীনতার বিজয়-শঙ্খ একবার নির্ঘোষিত হইলে, "আল্পস্" হইতে "এট্না" পর্ব্বতশ্রেণী তাহাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে ও ২০ লক্ষ ইতালীয়ান স্বাধীনতা সমরে যোগদান করিতে অগ্রসর হইবে। যাঁহারা তাঁহাকে অন্যরূপ বুঝাইতে চাহিতেন, তিনি তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হইতেন। কূটরাজনীতিকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিতেন;—মনে করিতেন স্বাধীনতার জন্য উহার কোনই আবশ্যকতা নাই।—স্বাধীনতা লাভের শ্রেষ্ঠ পথ অতি সরল ও অতি সহজ। অধিকার নীতি তাঁহার হৃদয়ের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে,

তিনি বুঝিতেই পারিতেন না, কেন সকলে সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য-গুলিও পালন করিবে না। কর্ত্তব্য সম্পাদনে স্বদেশবাসীকে অমনোযোগী দেখিয়া তিনি নিজেই ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন :—"আমি যেন মিথ্যা কথা বলিতেছি!" ষড়যন্ত্র-কারীর পক্ষে ইহা একটী গুরুতর ত্রুটি সন্দেহ নাই; এজন্য ম্যাটসিনি কোন ষড়যন্ত্রেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি নিজে যাহা সঠিক বলিয়া বুঝিতেন, সকলেরই তাহা বুঝিতে হইবে বলিয়া মনে করিতেন। কোন কার্য্যই তিনি গোপনে করিতে পারিতেন না। তাঁহার চরিত্রে আর একটী বিষম ত্রুটী লক্ষিত হয় যে, তিনি যেরূপ নিজের পক্ষের শক্তিকে অযথা অত্যধিক বলিয়া মনে করিতেন, সেইরূপ শত্রু পক্ষের শক্তিকে অন্যায়রূপে যৎসামান্য বলিয়া ধরিয়া লইতেন।

ইতিমধ্যে ম্যাটসিনির শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া অপর একটী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। তাঁহারা ম্যাটসিনির মত প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন না, গুপ্ত ভাবে চলিতে থাকিলেন। ম্যাটসিনি কখনও তাঁহাদের কার্য্যে প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ইঁহারা ইতালীর মডারেট্ সম্প্রদায়। ইহার অধিনায়কগণ সকলেই অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত ও বিভিন্ন মতবাদের শক্তিশালী লেখক। ইঁহারা ম্যাটসিনির মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার আদর্শ নীতিবাদ ও ধর্ম্ম প্রবণতা এবং অধিকার অপেক্ষা কর্ত্তব্যের উপর অত্যধিক প্রীতি, তদানীন্তন ইউরোপীয় বিপ্লব-বাদীগণের মনঃপূত হয় নাই। ইঁহারা সকলেই ইতালীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ম্যাটসিনি ও

মাডারেট্ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজনৈতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়, সেভিংস ব্যাঙ্ক, আদর্শ কৃষি প্রতিষ্ঠান, ও রেলওয়ে ইত্যাদি সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর সকলে সমগ্র ইতালীকে একমাত্র রাষ্ট্রের অধীনে সম্মিলিত করিবার আশাকে দুরাশা মনে করিয়া, 'চার্লস্ অ্যালবার্ট' ও 'লিবারেল পণ্টিফের' অধীনে, "ফেডারেল" স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ষোড়শ গ্রেগরির মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে 'জিওবার্টি' একখানি পুস্তক লিখিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন যে, শীঘ্রই একজন সদাশয় পোপ আসিতেছেন, তিনি রাজন্যবর্গ ও প্রজাসাধারণের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিয়া, ইতালীর অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন এবং রোমের নৈতিক প্রভাবে সমস্ত জগৎ অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবেন। এই গ্রন্থ পাঠে ইতালীবাসী মুগ্ধ হইল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "নবম পায়াস" পোপপদে অভিষিক্ত হওয়ায় মনে হইল, যেন বা 'জিওবার্টির' ভবিষ্যবাণী সফলই হইল। "পোপ গ্রেগরির" মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনের জন্য যে ধর্ম্মমহাসভা আহ্বান করা হয়, তাহাতে "পায়াস" উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মাত্র তিনি কার্ডিন্যাল পদে উন্নীত হন। তিনি যে সভায় পোপপদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন এরূপ আশার লেশ মাত্রও তাঁহার মনে ছিল না। এজন্য তিনি নবনির্ব্বাচিত পোপকে উপহার দিবার জন্য একখানি 'জিওবার্টির' পুস্তক সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ ঐ ধর্ম্মমহাসভা তাহাকেই পোপপদে অভিষিক্ত করিল। তদবধি তিনি 'নবম পায়াস' নামে

পোপপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি রাজনৈতিক অপরাধী ও নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণকে মুক্তি দিলেন দেখিয়া, জনসাধারণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।—তাহারা মনে করিল এইবার সত্যসত্যই ইতালীর মুক্তিদাতা আসিয়াছেন। সকল বিষয়ই সম্ভব বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। ধর্ম্মান্ধ—মনোভাব সঙ্গোপনে অসমর্থ—কুশিক্ষা প্রাপ্ত সাধারণ ইতালীয়ানের নিকট "নব্য ইতালীয়" সমস্ত দার্শনিকতা ও উচ্চাদর্শ, পোপের সহানুভূতির তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল। * শুনিতে পাওয়া যায়, সেই রাত্রিতে রোম নগরীর প্রতিগৃহ দীপমালিকায় ভূষিত হইয়াছিল; কেবল অষ্ট্রীয়া রাজপ্রতিনিধির গৃহে কোন প্রদীপ জ্বলে নাই।

নূতন পোপ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব শুনা যাইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহাকে দীক্ষিত কার্ব্বনারো বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা প্রচার করিলেন যে তিনি "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ের একজন নেতা। কিন্তু তিনটী শক্তি মিলিত হইয়া জনসাধারণের সকল আশা ব্যর্থ করিয়া দিল:—প্রথম 'জেসুইটগণ' দ্বিতীয় 'মেণ্টারনিক্' ও তৃতীয় স্বয়ং নব-নির্ব্বাচিত পোপ 'নবম পায়স্'।

'জেসুইটগণের' প্রভাব তখন সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইত; রোমের পুলিশ ও রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ ছিল। তাঁহারা পোপকে পদে পদে বাধা দিতে লাগিলেন। বহুদূরস্থিত ভায়েনা নগরীতেও জেসুইটগণের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল। মেটারনিক্ সেখানে আর একজন লিবারেল পোপ নিযুক্ত

করিলেন এবং রোমের পোপ নবম পায়াসকে অপমান করিয়া, তাঁহার অধিকারভুক্ত 'ফেরারা' নগরী অষ্ট্রীয়া সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ করাইলেন। পোপ যদিও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্ত হইয়া, আজ যদি তিনি আইন সংস্কার ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠায় আশা দেন, কাল আবার নগররক্ষী সৈন্য সংগঠনে অস্বীকৃত হন, পরদিন যুবকগণের অধ্যয়নে বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া, প্রকাশ্য সভা সমিতি নিষেধ করেন। প্রজাসাধারণ অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রাজন্যবর্গের পত্র লেখা লেখিতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে 'মেটারনিক্' 'ফেরারা' নগরী হইতে অষ্ট্রীয়া সৈন্য সরাইয়া লইলেন। কিন্তু পোপ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সমসাময়িক "উন্নতির" অপরূপ আস্বাদ পাইয়া বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। রাষ্ট্রীয় মহাসভার উদ্বোধন দিনে, তিনি প্রচার করিলেন :—"যাঁহারা মন্ত্রপরিচালিত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সাহায্যে, পণ্টিফিকদের প্রভুত্ব ধ্বংশকারী কাল্পনিক রাষ্ট্র গড়িবার আশা রাখেন, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত।" ইউরোপে তখন একমাত্র সুলতানই পরাজয় ভয়ে ভীত ছিলেন না!

ম্যাটসিনি লণ্ডনে বসিয়া ইতালীর এই সকল আন্দোলনের উপর লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। তিনি তাঁহার চারিদিকে বিক্ষিপ্ত সহচরগণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, জনসাধারণের উৎসাহকে জাতীয় উন্নতিমুখীন্ করিতে হইবে, তাহাতে যদি আপাততঃ সাধারণতন্ত্রের আশা পরিত্যাগও করিতে হয়, হউক। এই বৎসর তিনি "পিপলস্ জারন্যালে" কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিলেন;

একটী প্রবন্ধে প্রলয়ঙ্করী বিপ্লবঝঞ্ঝা সমাগত প্রায় বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :—"সমগ্র ইউরোপ একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। প্রজাসাধারণ ও তাঁহাদের অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার মত আর কোন বিপ্লব ব্যাপক হইতে পারে না। মানবশক্তি ইহাকে কোন ক্রমেই প্রতিরোধ করিতে পারে না; কিন্তু সৎসাহসী ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া উহাতে যোগদান করিলে, বিপ্লবকাল সংক্ষেপ ও বিপ্লবের বিভৎসতা কথঞ্চিৎ হ্রাস করিতে পারেন মাত্র। আসন্ন বিপ্লবে ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত হইবে।"

অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিপ্লববর্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। এক বৎসর ধরিয়া সমুদ্র যুদ্ধ-পোতের গমনাগমনে ফেনিল হইয়া উঠিল। 'প্যারামের্ম্যা' হইতে 'প্যারিস্' এবং 'ভায়েনা' হইতে 'বার্লিন' পর্য্যন্ত জনসাধারণ তাহাদের শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় উত্থিত হইল। ফরাসীরাজ একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়িতে এবং মেটারনিক্ একখানি গোযানে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। ইতালীর উত্তরাঞ্চলের নগরী-সমূহে অষ্ট্রীয়ার প্রভুত্ব ক্ষিপ্রগতিতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ম্যাটসিনি তাড়াতাড়ি প্যারিসে আগমন করিলেন; প্যারিস হইতে 'মিলানে' আসিয়া উপনীত হইলেন। মিলান্‌বাসী তাঁহাকে মহাসমারোহে অভিনন্দিত করিল। কিন্তু বিজয়োন্মাদ জনগণের মধ্যে শীঘ্রই বিবাদের সূত্রপাত হইল। ম্যাটসিনির আগমনে রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রী জনগণের মধ্যে, অষ্ট্রীয়াকে বিতাড়িত করিয়া কি প্রকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহা লইয়া বিষম মনোমালিন্য দেখা

ছিল। দুর্ব্বল প্রকৃতি 'চার্লস অ্যালবার্টের' অস্থির চিত্ততায়, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটিতে লাগিল। অপরদিকে শত্রুপক্ষ যে সকল স্থান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, 'রডেক্সির' অধিনায়কত্বে একে একে সে সকল পুনরাধিকার করিয়া লইতে লাগিল। এজন্ত বিদেশীয়গণকে ইতালী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে আরও দশ বৎসর বিলম্ব ঘটিয়া গেল; এবং ঐ বিজয়টিকার সৌভাগ্য কাভুর, ভিক্টর ইমানুল, ও গ্যারিবল্ডির জন্ত রহিয়া গেল।

রোমে কিন্তু এই সময় লিবারেলদের আধিপত্য দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। "কুইরিন্যাল" ধর্ম্মোৎসবের দিন, রোমের অধিবাসীবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তৎকালীন প্রথা মত পোপ একখানি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া 'গীটা' নগরীতে পলায়ন করিলেন। দুই মাস কাল সামরিক গভর্ণমেন্ট শাসনকার্য্য চালাইলেন। পরে জনসাধারণের ভোট লইয়া ১৫০ জন সভ্যের শাসনপরিষদ্ গঠন করা হইল। গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনি নির্ব্বাচিত ডেপুটীদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্যারিবল্ডি মার্সেলিসে "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তারপর স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সমরে যোগদান করিয়া যশস্বী হন। এই নির্ব্বাচিত শাসন পরিষদের অধিকাংশ সভ্যের ভোটে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই স্থির হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, রোমে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হইল।
পোপের দ্বারা শাসন কার্য্যের অধিকারকে উচ্ছেদ করা হইল

রাখা হইল। এইরূপে ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় পৃষ্ঠা লোক চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত হইল।

ম্যাটসিনি রোম নগরে প্রবেশ করিলেন—"রোমের প্রতি শ্রদ্ধানতশীরে, মার্চ্চ মাসের এক সন্ধ্যাকালে।" রোমকে সম্মিলিত ইতালীর একমাত্র রাজধানীরূপে দর্শন করা যে কিরূপ মনোমুগ্ধকর তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কঠিন নহে। কিন্তু ম্যাটসিনি সম্বন্ধে উহা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তিনি রোমকে মাত্র রাজনৈতিক কেন্দ্র বলিয়াই মনে করিতেন না;—রোম তাঁহার অন্তরের সাধনার ধন। 'জিওবার্টি' মাত্র একজন পোপের কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাটসিনির কল্পনায় রোম "আত্মার নগরী", এই নগরীর সকল অধিবাসীই পোপের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। 'জিওবার্টির' পোপ ইতালীর উদ্ধার কর্ত্তা ও সমগ্র জগতে রোমের নৈতিক প্রভাবের প্রতিষ্ঠাতা; ম্যাটসিনির রোম বিশ্ব মানবতার মন্দির; তিনি মনে করিতেন এই নগরী সমস্ত জগতে কর্ত্তব্য সম্পাদনের, পরার্থে আত্মবলিদানের ও ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ স্থাপনের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবে।

জাতীয় মহাসভায় ম্যাটসিনি বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল; তিনি বলিলেন :—"আমাকে এইরূপ ধন্যবাদ দেওয়া আপনাদের উচিৎ নহে, বরং আপনারাই আমার ধন্যবাদের পাত্র। কোন দিন যদি আমি কিছুমাত্র মঙ্গলও সাধন করিয়া থাকি বা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার মূল কারণ, আমার আজীবনের উপাস্য দেবী এই রোম নগরী। আমি চিরদিন আমাকে এইরূপ

আসিয়াছে, সে কেন তৃতীয় বার জীবন লাভের জন্ত উত্থিত হইবে না ?' চিরদিন আমি স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি যে, বিজয়ী বীরগণের রোমের পর—ধর্ম্মোপদেশ প্রচারকগণের রোমের পর—মহদ্-গুণাবলি ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে রোম আবার ফিরিয়া আসিবে ; সম্রাটগণের নগরীর পর—পোপগণের নগরীর পর—রোম—আবার প্রজাসাধারণের নগরী হইয়া উঠিবে। এই মহা স্বপ্ন সকল সদ্ব্যক্তিই কোন না কোন আকারে চিরকাল দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।"

রোমরক্ষার্থ।

ম্যাটসিনি এক্ষণে চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত সাধারণতন্ত্রী সৈন্যগণকে একত্রিত করিতে কৃতপ্রযত্ন হইলেন। অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্টের পাশবিক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া, 'চার্লস অ্যালবার্ট' রডেস্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু রাডেস্কির সমরকুশলতায় "নোভারা" রণক্ষেত্রে পিডমণ্টসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। রাজা চার্লস তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় 'ভিক্টর ইমানুয়েল' হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। চারিমাস পরে ভগ্নহৃদয়ে তিনি পর্টুগীজ সন্ন্যাসাশ্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নোভারার পরাজয়ের সংবাদ রোমে পৌছিলে, 'ম্যাটসিনি' 'অরেলিও সফি' ও 'আরমেলিনিকে' ট্রায়াম্ভার পদে নিযুক্ত করা হইল। ইতিমধ্যে গাটা নগরী হইতে পোপ সমগ্র ক্যাথলিক নরপতিগণের নিকট এই মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহারা যেন "নির্ব্বাসিত বিদ্রোহীদের কবল হইতে চার্চ্চের অধিকারভুক্ত প্রদেশ মুক্ত করিতে সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য প্রদান করেন।" এই পত্রের উত্তর আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে।

ফরাসী শাসনতন্ত্রের ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম বিধিতে এইরূপ লিখিত আছে:—"ফরাসী জাতি বিদেশীয় জাতিসমূহকে শ্রদ্ধা করে; কখনও তাহার শক্তি কোনও প্রজা-সাধারণের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না।" এই প্রতিজ্ঞা কিরূপ চতুরতা অবলম্বন

করিয়া,—বর্ত্তমান রাজনৈতিক অপরাধের সর্ব্বাপেক্ষা হেয়তম অপরাধ অনুষ্ঠান করিতে ত্রয় করা হইল, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

২৫শে এপ্রেল তারিখে ফরাসীসেনা ইতালীয় 'সেভিটা ভেসিয়ায়' (Cevitta Vecchia) অবতরণ করিয়া রোমের সাধারণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। ম্যাটসিনি কল্পনাপ্রবণ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনও ভীরু ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মনীতির জন্ম যুদ্ধ করিতেন, কখনও মহত্ব হইতে শান্তিলাভকে শ্রেয় বলিয়া মনে করিতেন না। 'রসেলি' ও গ্যারিবল্ডির অধিনায়কত্বে ফরাসী সৈন্তের গতিরোধ করিবার জন্ম ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একটী যুদ্ধ কমিটী গঠিত হইল। তাঁহারা আসন্ন যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ৭ই মে তারিখে ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা 'কার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপস্‌কে' দূতপদে বরণ করিয়া রোমান রিপাব্লিকের সহিত সন্ধি করিতে পাঠাইলেন। মে মাসের শেষভাগে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, তাহাতে এইরূপ অঙ্গীকার করা হইল যে, রোম আক্রান্ত হইলে, ফরাসী সৈন্ত রোম রক্ষার সাহায্য করিবে। লেসেপস্ অবশ্ত সদুদ্দেশ্ত লইয়াই সরল অন্তঃকরণে কার্য্য করিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে নিয়োগকর্ত্তাদের মনে ক্রোধের উদয় হইল। তাঁহাদের আদেশে ফরাসী সেনাপতি 'ঔডিনট' (Oudinot) রোম অবরোধ করিলেন।

রোম রক্ষার সকল আয়োজনের মূলে ম্যাটসিনি ছিলেন। তাঁহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি যে রোম রক্ষা করিতে পারিবেন সে আশা কখনও করেন নাই; তথাপি সাধারণতন্ত্রের মহিমামণ্ডিত আদর্শ রাখিয়া যাইতে

প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। জোয়েট বলেন :—"তাঁহার রোমরক্ষায় প্রচেষ্টা দেখিয়া সমগ্র ইতালীয়ানের চরিত্র উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন যেরূপ পরার্থপরতা, অপরিসীম অধ্যবসায় ও আত্মসুখে ঔদাসীনতা দেখাইয়াছিলেন—যেরূপ শিশুর মত কোমল হৃদয় অথচ তাহাতে বিধি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, পোপ-শাসিত রোমে, কোন কালেও কোনও ধর্ম্মযাজক সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই।" তিনি কলহরত ডেপুটীগণকে বলিলেন :—"এই রোমে আমরা আমাদের নীতি-জ্ঞানকে অবনমিত করিতে পারি না।"*** "মূল নীতিগুলিকে আমরা সুকঠোর করিয়া গঠন করিব, কিন্তু ব্যক্তির অপরাধ মার্জ্জনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব।" তিনি নিজে এই নীতি হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই।

যে ধর্ম্মসম্প্রদায় ইতালীর একতা ও জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, জনসাধারণ সে সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই তখন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। তখন ট্রায়াম্ভায়েরের সামান্য একটী মাত্র কথায় শত শত ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মমন্দির নির্য্যাতন ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু জনতা যখন পোপধর্ম্মাধিকরণের পাপীদের স্বীকারোক্তি করিবার বাক্সগুলিকে শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য রাজপথের উপর স্তূপীকৃত করিতে লাগিল, ম্যাটসিনি যাইয়া ঐ বাক্সগুলিকে যথা-স্থানে রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন ; পবিত্র নিদর্শনগুলির উপর পর্য্যন্ত কোন অসম্মান করিতে দিলেন না। তিনি বলি-

রোম নগরীতেও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদীর অসদ্ভাব ছিল না। তাহারা নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; ম্যাটসিনি তাহাতে কোন বাধা দিলেন না। মুদ্রাযন্ত্র সাধারণতন্ত্রকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা হইল না। ৩০শে এপ্রিল তারিখের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতিকে বিতাড়িত করিয়া, যে সকল বিপক্ষীয় সেনাকে বন্দী করা হইল, ম্যাটসিনি তাহাদিগকে "সেণ্টপিটার্স" গির্জায় লইয়া গিয়া এইরূপ সম্বোধন করিলেন :—"ফরাসী ও ইতালীয়ানগণ! আজ আমরা পবিত্র তীর্থে সম্মিলিত হইয়াছি; এস, আমরা প্রজাসাধারণের জন্য ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।" তারপর তাহাদিগকে নগরের তোরণ সমীপে লইয়া গিয়া, নগর প্রাকারের বহির্ভাগে অবস্থিত, তাহাদের সহচরগণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য প্রচুর চুরুট উপহার দিয়া বিদায় দিলেন। সকল কার্য্যই এইরূপে নির্ব্বাহ করা হইত; ইহাতে পোপের বা রাজতন্ত্রের ছায়া মাত্র নাই—ইহা সর্ব্বথা সাধারণতান্ত্রিক।

ম্যাটসিনি ধর্ম্ম মন্দিরের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে দীন-দরিদ্রের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন; উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই যে কোন সময়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিত। একটী সাধারণ হোটেলে দৈনিক দুই ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়া, তিনি আহার করিতেন। তিনি যে রোমের উচ্চপদস্থ ট্রায়াম্ভার, তাহা তাঁহার আচার ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইত না।

যে সময় রোমনগরী অবরুদ্ধ, তখন তিনি যৎসামান্য ব্যয়ে রুটী ও কিস্‌মিস্ দিয়া আহার কার্য্য সমাপন করিতেন এবং যাহা

কিছু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারিতেন, তদ্বারা অপরাপরের সাহায্য করিতেন। পাঠ্যাবস্থার সেই সহচরগণের অভাব মোচনের প্রবৃত্তি কোন দিন তাঁহার হ্রাস হয় নাই। এই সময় তাঁহার একমাত্র সৌখীনতার বিষয় ছিল একতোড়া ফুল; প্রতিদিন কোন এক ব্যক্তি অজ্ঞাতে তাঁহার কক্ষে উহা রাখিয়া যাইত।

কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বীর, অগণিত ফরাসী সৈন্যের আক্রামণ অধিকদিন প্রতিরোধ করিতে পারিল না। এই যুদ্ধে ম্যাটসিনির প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণের অনেকে নিহত হইলেন।

ম্যাটসিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কিছুদিন রোমরক্ষা করিতে পারিলে, ফ্রান্সে সাধরণতন্ত্র প্রবল হইয়া উঠিবে; তাহাতে ফরাসী সৈন্য রোম অক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তণ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ফ্রান্সে তাহাতে ক্যাথলিক ধর্ম্মে প্রীতিই বাড়িয়া উঠিল। গ্যারিবল্ডি সাহসী বীর ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ফরাসীদের আক্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা জনক সময়ে তিনি 'রসেলির' সঙ্গে একত্র কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যখন বিজয় লাভের সকল আশা অন্তর্হিত হইল, তখন তিনি আবার অমিত-বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

১লা জুলাই তারিখের রাষ্ট্রসভায় স্থির হইল যে ফরাসীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করা হইবে। ম্যাটসিনি পরাজয় মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়া শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিবাদ করিলেন; তিনি বলিলেন:—"রাজতন্ত্র পুনরায় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে,

দেখাইয়া সাধারণতন্ত্র তাহার স্মৃতি চিরদিনের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিয়া যাইতে পারে।"

গ্যারিবল্ডি তিন সহস্র সৈন্যসহ নগর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ফরাসী সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় তাঁহাকে নিরতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইতে হইল। তাঁহার সুখদুঃখের সমভাগিনী, ছায়ার মত অনুগামিনী, পত্নী 'অ্যানিটা' 'কমাসিওর' জলাভূমিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সুবক্তা, নির্ভিক, শান্ত স্বভাব সন্ন্যাসী "ইউগো বাসী"কে বোলনার রাজপথে অষ্ট্রীয়ানেরা গুলি করিয়া হত্যা করিল। ম্যাটসিনি সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া কয়েকদিন রোমে রহিয়া গেলেন।

যে সকল উন্নত হৃদয় ব্যক্তি এই সময়ে আহতদের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম 'মার্গারেট ফুলার', ম্যাটসিনির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"সামান্য দুইটী মাসের মধ্যেই তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যেন তাঁহার জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। * * * * কিন্তু তথাপি তিনি পশ্চাৎপদ বা নিরাশ হইলেন না; শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত আত্মসমর্পনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন। সে সময় যেন তাঁহার স্বভাব আরও মধুর ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল; তিনি উদ্দেশ্য সাধনের জ্বালাময়ী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে বীর বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; বেশ বুঝিতে পারি, আমার প্রকৃতি তাঁহার মত উন্নত নহে।"

(১০)

লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন।

ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতায় সাধারণতন্ত্রের পতনের পর, ম্যাটসিনি রোমনগরী পরিত্যাগ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন; তথা হইতে পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রধান অংশ এইরূপে শেষ হইয়া গেল। তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ কাল লণ্ডনেই অতিবাহিত হয়।

রোমের সাধারণতন্ত্রের পতনের পর ইতালীকে স্বাধীন ও একতাবদ্ধ করিবার ভার কূটরাজনীতিবিদদিগের উপর পড়িল। তাঁহাদের চাতুরীপূর্ণ কার্য্যের প্রতি ম্যাটসিনির বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না; এমন কি এজন্য তিনি 'কাভুর, 'লুই নেপোলিয়ন' ও 'ভিক্টর ইমানুয়েলের' উপর সময় সময় অন্যায় দোষারোপ করিতেও বিরত হন নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতালীতে আর একটী বিদ্রোহ উপস্থিত করান এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সার্ডেনীয়ার নৃপতির সঙ্গে ফরাসী অধিপতির মিলনে বিপুল বাধা দেন। ইহাতে ইতালীয় বন্ধুগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হন। সেভয় রাজবংশের অধীনে ইতালীকে সম্মিলিত করিতে গ্যারিবল্ডি বিশেষ সাহায্য করেন। ম্যাটসিনির সহায়তায় তিনি সিসিলি দ্বীপে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ক্রমে সমগ্র মধ্যইতালীর কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ম্যাটসিনি তাঁহাকে রোম অধিকার করিতে

কিন্তু তিনি "ভিক্টর" ইমান্যুয়েলের হস্তে অধিকৃত প্রদেশ অর্পণ করিলেন। ফরাসী রাজতন্ত্রের পতনকাল পর্য্যন্ত রোম অধিকার বন্ধ রহিল। উহার পতন হইলে, ১৮৭০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর গ্যারিবল্ডি সসৈন্যে রোমনগরে প্রবেশ করেন।

ম্যাটসিনি বারবার বলিয়া আসিয়াছে যে ইতালীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সত্য, কিন্তু সমগ্র ইতালীকে একতাসূত্রে সম্বদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। একতাকে তিনি সর্ব্বপ্রথমে কামনা করিতেন, তারপর সাধারণতন্ত্রকে। তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন যে, সকল সময় ঐ মতে একনিষ্ঠ থাকাও দুরূহ।

কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বহুদূরে থাকিতে বাধ্য হইয়া, তিনি গুপ্তচরের মুখে ইতালীর সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। এই সকল গুপ্তচরও কদাচিৎ সঠিক এবং সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিত। ইহাদের মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়া, তিনি অনেক সময় নিরর্থক বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া, যাঁহারা ইতালীক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের জন্য সত্য সত্য কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, সম্ভবতঃ ইতালীতে উপস্থিত থাকিলে—যিনি সাধারণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াও, স্বদেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া সেই সাধারণতন্ত্রেরও উপরে সমগ্র দেশের একতাকে স্থান দিতেন—তিনি কখনও ঐরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন না। ইতালীর ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যেও অনেকেই সাধারণতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিয়া ও "বিপ্লব বর্ষের" বিফলতায়,

সাহায্যে, সুশিক্ষিত শত্রুগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা একেবারে অসম্ভব। 'ড্যানিয়েল ম্যানিন' সাধারণতন্ত্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি যেরূপ কর্ম্মদক্ষ ছিলেন, চরিত্রও তাঁহার তদ্রূপ নিষ্কলঙ্ক ছিল। ম্যাটসিনি যেরূপ রোমরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া রোমের অধিবাসীদিগের চরিত্র বীরত্ব মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ 'ভেনিস্' রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া ভেনিসিয়ানদের চরিত্র বীরত্বগর্ব্বে সমুন্নত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও গ্যারিবল্ডি ও "নব্য ইতালী" সম্প্রদায়ের অপরাপর পুরাতন সভ্যের সঙ্গে একমত হইয়া বলিলেন যে, ইতালীর মুক্তির জন্য সসৈন্য ও সপার্ষদ পিড্‌মণ্ট নরপতির সাহায্য আবশ্যক; এজন্য সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা আপাততঃ স্থগিত রাখিতে হইবে। জিওবার্টি, তাঁহার পূর্ব্ব পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, সহৃদয় পোপের আবির্ভাবে ও সাহায্যে ইতালী-স্বাধীনতা লাভ করিবে, এক্ষণে তিনিই আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রচার করিলেন যে, ফ্রান্সের সাহায্যে পিডমণ্টই ইতালীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। ইতালীর সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায়ই ঐরূপ বিশ্বাস করিয়া একযোগে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু চরিত্রহীন একজন নৃপতি ও তাঁহার কূটনৈতিক মন্ত্রী যে কিরূপে একটী জাতির পরিত্রাতা হইতে পারেন, ম্যাটসিনি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; তিনি সার্ডেনীয়া রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিলেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ম্যাটসিনি যেরূপ অপরিচিত ছিলেন, রোমের সাধরণতন্ত্রের পতনের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, ইতিমধ্যে তিনি অনেকের নিকট বিশেষ পরিচিত হইয়া

পড়িয়াছেন। তখন তিনি স্বাধীনতা প্রয়াসী একটা জাতির প্রতিনিধি—রোমের ট্রায়াম্ভার। নূতন পুরাতন অনেক বন্ধু তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ তখন তাঁহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিল, তাহা ইংরাজ কবি নিম্ন লিখিত দুই ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"অনির্ব্বাণ আলোকের স্থির উৎসমুখ,
সমগ্র ধরণী যাতে স্মিত—উদ্ভাসিত।"

"অ্যাশার্ষ্ট স্" ও 'ষ্টানফেল্ড' প্রভৃতি পরিবারে তিনি সমাদৃত হইতে লাগিলেন। লণ্ডনের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণ তখন তাঁহার বন্ধু। কবি সুইনবার্ণ তাঁহার স্তুতিগীতি গাহিলেন; কিন্তু তিনি বন্ধুত্ব ও ধনলাভের লোভে কোন দিন কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পরাজয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হন নাই এরূপ নহে, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনা হইতে বিরত হইলেন না। সমস্ত দিন তিনি ইতালীর উদ্ধারের জন্য নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার হইয়া ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন :—

"হৃদয় চিড়িয়া দেখ, দেখিবে সেথায়
——মুদ্রিত ইতালী।"

ইংলণ্ডের নৈতিক আনুকূল্য লাভের জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার "ইতালীর বন্ধু" সমিতিতে ইংলণ্ডের অনেক শ্রেষ্ঠ উদারনৈতিক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। চারি বৎসর অন্তর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্নেহময়ী মাতাও ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি

তাঁহাদের মৃত্যু সময়ে নিকটে ছিলেন না। বহুবৎসর ধরিয়া পিতা মাতার স্নেহ হইতে দূরে থাকিতে বাধ্য হওয়ায়, তাঁহার চিত্ত বিরহক্লেশে জর্জ্জরিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী জননীর স্মৃতি সর্ব্বদা সকল অবস্থায় তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিত।

'রফিনি' বন্ধুদের মাতার মত, ম্যাটসিনির মাতাও ইতালীর নবজীবন লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন। ম্যাটসিনি তাঁহার "জীবনস্মৃতির" একাংশে লিখিয়াছেন :—"জীবিতাবস্থায় মা আমার যত নিকটে ছিলেন, তাঁহার ইহধাম পরিত্যাগের পর আমি তাঁহাকে আরও নিকটে পাইয়াছি। তিনি যে সকল কর্ত্তব্য পালন করা প্রয়োজন বলিয়া বলিতেন, আজ সে সকল আমার কাছে আরও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন স্বদেশ ভিন্ন আমার আর অন্য মা এ পৃথিবীতে নাই। জীবিতাবস্থায় মা আমাকে যেরূপ প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, এখন হইতে আমি আমার এই স্বদেশ জননীকে তেমনি ভালবাসিতে থাকিব।"

ম্যাটসিনির জননী তাঁহার জন্য সামান্য কিছু অর্থ রাখিয়া যান। কিন্তু পাছে ম্যাটসিনি ঐ অর্থ সাধারণের কার্য্যে ও দরিদ্রের সেবায় দুইদিনে নিঃশেষ করিয়া ফেলেন, এজন্য তিনি কয়েকজন উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের হস্তে, ম্যাটসিনিকে বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া, সঞ্চিত ধন গচ্ছিত রাখিয়া যান। ম্যাটসিনি কোনরূপেই তাঁহাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট অর্থের অধিক আদায় করিতে পারিতেন না। কালে ঐ অর্থের সঙ্গে তাঁহার পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ সংযুক্ত হইয়া বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড আয় হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ইহার তিন ভাগের অধিক অর্থ এক নিতান্ত নিঃস্ব রমণীর পুত্র-

কন্যাগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কক্ষ সর্ব্বদা পুস্তক ও পত্রিকায় এবং সুলভ মূল্যের সিগারেটের ধূমে পূর্ণ থাকিত। পাখী তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তিনি যখন গ্রন্থাদি রচনায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, তখন পাখীগুলি কক্ষময় উড়িয়া বেড়াইত।

ম্যাটসিনির গল্প করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। তাঁহার হৃদয়ে স্বার্থপরতার লেশমাত্র ছিল না; তিনি যাহা বলিতেন স্থির বিশ্বাসে বলিতেন বলিয়া তাঁহার বাক্যালাপ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। সঙ্গীত ও কবিতা তাঁহার গল্পের প্রিয় এবং প্রধান বিষয় ছিল। 'হেনরি সিজউইক' তাঁহার গল্প শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার মাতাকে পত্র লিখিতে লিখেন :—"লণ্ডনে বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে; সকলেই যে এখানে কোন না কোন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন, সে বিষয় সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র অবসর নাই। আজ আমি আপনাকে ম্যাটসিনি কে তাহাই বলিব। সে দিন নৈশ ভোজনের সময় আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে আক্রমণ করেন এবং এরূপ সরল, সাগ্রহ তর্কস্রোত বর্ষণ করিতে থাকেন যে, আমি সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ি।" তাঁহার সঙ্গে যাহাদেরই একবার সাক্ষাৎ হইত, তাঁহারাই তাঁহার সরলতা পূর্ণ নয়ন দুইটির কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না।—তাহা কখন বা ক্রোধে সমুজ্জ্বল, কখন বা কৌতুক হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাতে অদম্য সঙ্কল্প জ্বলজ্বল করিতে থাকিত।

তাঁহার স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তথাপি তিনি

সকল বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। দৈহিক অসুস্থতাকে তিনি উপেক্ষাই করিতেন। একদা তাঁহার এক বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে এইরূপ লিখেন :—"শুনিতে পাইলাম তুমি নাকি অসুস্থ ; সে কি ? কখনও অসুস্থ হইও না। জাতি যখন স্বাধীনতার যুদ্ধে লিপ্ত, তখন অসুস্থ হওয়া নিতান্ত অশোভন।"

ইংলণ্ডের স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তদানীন্তন অপরিণত 'সোসিয়ালিজম্' বা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সর্ব্বদা প্রতিবাদ করিতেন।

ইতালীয় শ্রমজীবিগণের প্রতি তাঁহার সর্ব্বশেষ উপদেশ এই-রূপ :—"আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে ভালবাসিও এবং ইহার মঙ্গলবিধান করিও। ইতালী জগতের একটা মহদুপকার সাধন করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ; কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পথ যাহারা অপরিজ্ঞাত, তাহারা তাহাকে বিপথগামী করিয়াই লইয়া যাইতেছে। তোমরা সেই উদ্দেশ্য সুসম্পাদন করিয়া মাত্র আমাকে শ্রদ্ধা দেখাইতে পার।"

ভগ্নমনোরথ ও মৃত্যু।

লণ্ডনে বসিয়া ম্যাটসিনি ইতালীর সকল ঘটনাই লক্ষ্য রাখিতেছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের পরও তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন নাই। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মিলানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে ষড়যন্ত্র করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সংবাদ পাইলেন যে ইতালীতে পুনরায় বিপ্লব-সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনোয়ায় পুনরাগমন করেন। কাভুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিপ্লব সাধনে তাঁহার সাহায্য চাহিলেন; কিন্তু হতাশ হইয়া লণ্ডনে ফিরিলেন। গ্যারিবল্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গ্যারিবল্ডি বলিলেন যে, যদি সিসিলিবাসী বিদ্রোহে যোগদান করে ও কাভুর তাঁহাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় বিপ্লব সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কাভুর সাহায্য করিবেন আশা হইলেও কার্য্যতঃ তিনি তাহা করিলেন না। ম্যাটসিনি তথাপি নিশ্চেষ্ট হইলেন না। এই সময় অন্য একটী ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হইতেছিল। ম্যাটসিনি পুনরায় ইতালীতে যাইয়া ঐ ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তখন তিনি ষড়যন্ত্রীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তখন আর ফিরিবার কোন পথ ছিল না।

ম্যাটসিনি প্রভৃতি পাঁচজন মাত্র রক্ষা পাইলেন; কিন্তু তাঁহাদের উপরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল।

ম্যাটসিনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী কাভুরের উদ্যোগে পিড্‌মণ্ট ও ফরাসীরাজের মধ্যে এই সর্ত্তে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, ফ্রান্স ইতালীকে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে, আল্পস্ হইতে অ্যাড্রিয়াটিক পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইতালীর অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহার পরিবর্ত্তে ফ্রান্সকে নাইস ও সেভয় ছাড়িয়া দিতে হইবে ও পিডমণ্ট রাজকুমারী ক্লটিডার সঙ্গে ফরাসীরাজপুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। সন্ধি স্থাপিত হইলে অষ্ট্রীয়া পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল; কিন্তু ফ্রান্সের সহায়তায় ও গ্যারিবল্ডির ভলেণ্টিয়ার সৈন্যের বিক্রমে, অষ্ট্রীয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিল। ম্যাটসিনি প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র এই যুদ্ধে যোগ দিলেন না।

ভিনিসিয়া অধিকৃত হইল; পার্ম্মা, রোমানা ও টাসকানি বিদ্রোহ ঘোষনা করিয়া পিডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত হইল। 'সালফারিনোর' যুদ্ধে ফরাসী ও ইতালীয় সৈন্য বিজয় লাভ করিল দেখিয়া ম্যাটসিনি মনে করিলেন, ইতালীতে অষ্ট্রীয়ার প্রভুত্ব একেবারে লুপ্ত হইল।

কিন্তু এই সময় অকস্মাৎ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ফরাসীরাজ অষ্ট্রীয়া নরপতির সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সন্ধিতে স্থির হইল যে, পিডমণ্ট লম্বার্ডী প্রদেশ পাইবে, ভিনিসিয়া অষ্ট্রীয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; ইতালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে লইয়া একটী সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং পোপ তাহার

পত্র সাক্ষরিত হইল। ফরাসীরাজের এইরূপ সন্ধি করিবার কারণ এই যে, তিনি প্রথমে অষ্ট্রীয়াকে পরাজিত করা যত সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বুঝিতে পারিলেন, উহা তত সহজ নহে; তাহাতে বহুলোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু এই যুদ্ধে যদি প্রুশিয়া অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগদান করে, তাহা হইলে অবস্থা আরও সঙ্কট জনক হইয়া পড়িবে। আবার সমগ্র ইতালীতে একমাত্র রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, ফ্রান্সেরও যথেষ্ট ভয়ের কারণ হইবে।

ম্যাটসিনি ফরাসীরাজের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ঐরূপ দুরভিসন্ধি ছিল। সমস্ত ইতালী ফরাসীদের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল! কাভুর যদিও মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পরে আবার উহা গ্রহণ করেন।

ইতালীর এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় ম্যাটসিনি দূরে বসিয়া থাকা অনুচিৎ বিবেচনা করিয়া ফ্লোরেন্সে আসিলেন। তখনও তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় নাই। তিনি মধ্য-ইতালীর রাজ্যগুলি একত্রিত করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। পরে রাজতন্ত্রীগণ সমগ্র ইতালীকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলে, তিনি মধ্য-ইতালীর রাজ্য-গুলিকে পিডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত করিতে রাজী হন এবং প্রতিশ্রুত হন যে, ঐরূপ হইলে তিনি সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে আর আন্দোলন করিবেন না; যদি কখনও ঐ আন্দোলন করা উচিৎ বলিয়া বোধ করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে সংবাদ দিয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন।

তখনও পোপের অধীনে নানা প্রদেশ বর্ত্তমান এবং নেপল্‌সে রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। এজন্ত তিনি ঐ সকল স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিসিলিতে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে লোক পাঠাইলেন। গ্যারিবল্ডিকে বিপ্লবের অধিনায়ক করিয়া সিসিলিতে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ঐ সকল প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন ; কারণ পোপের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মত ফ্রান্সও শত্রু হইয়া উঠিতে পারে বলিয়া সকলেই সন্দেহ করিলেন। ম্যাটসিনি এজন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু ফরাসী ও পিডমণ্টের আচরণে গ্যারিবল্ডি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। গ্যারিবল্ডি ইতালীর দক্ষিণ প্রদেশ জয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিডমণ্টের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই তিনি তাঁহার ভলেন্টিয়ার সৈন্য লইয়া সিসিলি দ্বীপে উপনীত হইলেন। সিসিলিবাসী পিডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত হইবার অপেক্ষায় ছিল ; গ্যারিবল্ডির আগমনে সমগ্র দ্বীপে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে গ্যারিবল্ডি সমস্ত দ্বীপটী অধিকার করিয়া লইলেন। ভিক্টর ইমায়ুলের নামে এই দ্বীপ জয় করিয়া, আপনাকে তাঁহার অধীনে এই দ্বীপের ডিরেক্টর বলিয়া ঘোষনা করিলেন।

তারপর তিনি ইতালীতে উপনীত হইয়া নেপল্‌স রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নেপল্‌সরাজ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া 'গীটা' নগরীতে

প্রবেশ করিলেন। এইরূপে মাত্র ৫ মাসের মধ্যে তিনি ১ কোটী ১০ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ একটী রাজ্য জয় করিয়া ফেলিলেন।

পিডমণ্ট রাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ম্যাটসিনি এই সময় পুনরায় নেপল্‌সে আসিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। কিন্তু নেপল্‌সবাসী পিডমণ্টের সঙ্গে যুক্ত হইতেই ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ম্যাটসিনির এইরূপ ব্যবহারে সকলেই, এমন কি গ্যারিবল্ডি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। গ্যারিবল্ডি অনেক সময় ম্যাটসিনির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলেও ম্যাটসিনি উপযুক্ত মন্ত্রশিষ্যকে কোন দিন তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তিনি গ্যারিবল্ডিকে রোম ও ভেনিস জয়ের পরামর্শ দিয়া লণ্ডনে গমন করিলেন।

নেপল্‌স জয় করিয়া গ্যারিবল্ডি রোমের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু রাজসৈন্য তাঁহাকে বাধা দিল। রোম অধিকার হইল না বটে, কিন্তু তিনি রোমের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পোপের অধিকারভুক্ত স্থানগুলি দখল করিয়া লইলেন।

ম্যাটসিনি ভিনিসিয়া জয়ের জন্য ভলেন্টিয়ার সংগ্রহ করিতেছিলেন। ১৮৬৩ সালে পিডমণ্টরাজ ম্যাটসিনির সাহায্য চাহিয়া পাঠান। দুইজনের মতের নানা পার্থক্য থাকিলেও উভয়েই অষ্ট্রীয়াকে ঘৃণা করিতেন। ম্যাটসিনি ভিনিসিয়া জয়ে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রীয়ার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইতালী এই সুযোগে প্রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফরাসী রাজ ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। গ্যারিবল্ডি ও পিডমণ্টসৈন্য ভিনিসিয়ায় অষ্ট্রীয়াকে

বোধ হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হইল না। গ্যারিবল্ডি আহত হইলেন। এই যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ারই একরূপ জয় লাভ ঘটিল। কিন্তু এই সময় প্রুশিয়া অষ্ট্রীয়াকে প্রবলভাবে আক্রমণ করায়, অষ্ট্রীয়ারাজ ফরাসীরাজের উপর ভিনিসিয়া সম্বন্ধে মধ্যস্থতা করিবার ভার দিয়া, সমস্ত সৈন্যসহ প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু প্রুশিয়া অষ্ট্রীয়াকে "স্যাডোয়া"র (Sadowa) রণক্ষেত্রে পরাজিত না করা পর্য্যন্ত, ফরাসীরাজ ইতালীকে ভিনিসিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। নেপোলিয়নের এইরূপ ব্যবহারে ইতালীর জনসাধারণ মর্ম্মাহত হইল। রাজতন্ত্রের উপর ম্যাটসিনি ইহাতে আরও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। জনসাধারণ তাঁহার মত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইল না বটে, কিন্তু তিনি তাহাদের দৃষ্টিতে দেবতার মত হইয়া উঠিলেন। চল্লিশ সহস্র ইতালীবাসী ম্যাটসিনির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার জন্য পিডমণ্টরাজের নিকট আবেদন করিল, মেসিনা বারম্বার তাঁহাকে ডেপুটী পদে নির্ব্বাচন করিতে লাগিল। তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল বটে, কিন্তু তিনি আর তখন সে অনুগ্রহ গ্রহণ করিলেন না। শপথগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া পার্লামেণ্টের ডেপুটী পদও প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই সময় গ্যারিবল্ডি আবার রোম অধিকার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ম্যাটসিনি রাজতন্ত্রকে আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন :—"যদি আরও তিন বৎসর রোমে পোপের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে থাকুক, তথাপি আমি সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে দিতে পারিব না।" তিনি মনে করিলেন

অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়া রোমের সঙ্গে যোগ দিবে। কিন্তু গ্যারিবল্ডি তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার ভলেন্টিয়ার সৈন্য সহ রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ম্যাটসিনি তখন লণ্ডনে পীড়িত, এজন্য তিনি রোমে গমন করিতে পারিলেন না; তাহা না হইলে তিনি অবশ্য আর একবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেন। পোপের সৈন্য, ২০০০ ফরাসী সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া গ্যারিবল্ডির গতিরোধ করিল। গ্যারিবল্ডি পরাজিত হইলেন—রোম অধিকৃত হইল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনি রোম উদ্ধারের কল্পনা লইয়া জেনোয়ায় আসেন। এই সময় তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে, জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার আয়োজন করে, কিন্তু প্রশংসায় বীতস্পৃহ ম্যাটসিনি গোপনে অন্যত্র চলিয়া যান।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুযোগে গ্যারিবল্ডি রোম অধিকার করিয়া লন। ২০শে সেপ্টেম্বর গ্যারিবল্ডি সসৈন্যে রোম নগরে প্রবেশ করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বদেশের মধুর আবহাওয়ায় ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন আশায় 'পিসা' নগরীতে আগমন করিয়া এক বন্ধু গৃহে "জর্জ্জিও রসেলি ব্রাউন" ছদ্মনামে বাস করিতে থাকেন। ইতালীতে তিনি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে রাজ-

যায় য়ে মানবগণ যে বিষয়ের জন্য যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয়, পরাজয়ের পরও তাহা পাইয়া থাকে; কিন্তু যখন পায়, তখন দেখে যে, যে বিষয়টী তাহারা চাহিয়াছিল, তাহা পায় নাই, পাইয়াছে আর একটী। ঐ বিষয়টীকে আর একটী নাম দিয়া পাইবার জন্য অপরাপর ব্যক্তিকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে হয়। কালে পোপের প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইল, ইতালীও একতাবদ্ধ হইল; কিন্তু তথাপি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না।" জনৈক আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিক ইহার জন্য গ্যারিবল্ডির রণ-প্রতিভার ও কাভুরের রাজনীতি জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ম্যাটসিনির প্রতি বিন্দুমাত্রও সম্মান দেখান নাই। এইরূপ সমালোচনা নিতান্ত একদেশদর্শিতার নিদর্শন। কিন্তু তিনি যদি বলিতে চান যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ইতালী ম্যাটসিনি কোনদিন চাহেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার সমালোচনা সঠিক হইয়াছে সন্দেহ নাই। "এই সকল সুযোগ সুবিধার পক্ষপাতী রাজনৈতিক ভীরু কাপুরুষ মেসিয়াভিলের মত বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ বিদেশীর অনুজ্ঞার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল; আমি ইতালীর স্বরূপ-টীকে উদ্বোধিত করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহার প্রাণহীন দেহকেই পাইলাম।" কাভুরের উদার নীতিই জয়লাভ করিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণ—"ঈশ্বরের পূজা করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানের নেতৃগণ তাহাদের ক্ষমতাকে সংহত করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী নেতৃগণের কবিতা ছিল, উন্নত সাহিত্য ছিল, ইতিহাসের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল; আর ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইলে, সংবাদপত্রের সাহায্যে

স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইলেন। ঐতিহাসিক ভাবুকতা অন্তর্দ্ধ্যান হইল—বস্তুতান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞান আসিয়া তাহার আসন অধিকার করিল। সকলেই কার্য্যকারণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল, ভবিষ্যতের উপর উচ্চাশা স্থাপন না করিয়া, বর্ত্তমানে যাহা যাহা লাভ করা সম্ভব, তদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িল।" তাঁহারা অতি সাবধানতার সহিত নীরবে স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন; সর্ব্বপ্রকার অসম্ভব অভ্যুত্থান বর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা যখন তাঁহাদের অনুকূলে বুঝিতে পারিতেন, তখনই মাত্র তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন। ম্যাটসিনি কোন প্রকার স্বার্থ-ত্যাগ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি সমগ্র সমাজের সমসাময়িক সুখসুবিধা, পারিবারিক জীবনের শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য—যত কিছু সমস্তই স্বাধীনতা লাভের জন্য দুঃসাহসিক যুদ্ধে বিসর্জ্জন দিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ইতালীর এই পরবর্ত্তী আন্দোলনকারিগণ তাঁহার আত্মঘাতী অসম্ভব আহ্বানে কর্ণপাতও করেন নাই। তাঁহারা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমগ্র দেশের একতা বিধানের জন্য, তাঁহারা অভিলষিত বিষয়ের পারম্পর্য্য নষ্ট করিতে, এমন কি শত্রুদিগের সহিত অন্যায় ব্যবহার ও অল্পসংখ্যকের উপর অত্যাচার করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

ম্যাটসিনি ও এই নবঅভ্যুত্থিত মতবাদীদের মধ্যকার পার্থক্য 'মিঃ মায়ার' কয়েকটী দৃষ্টান্তে চমৎকাররূপে পরিস্ফুট করিয়া

"কাভুরের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, তখন তিনি একদা ঘোড়ার ডাকগাড়িতে স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। পথে ঘোড়া বদলাইবার সময় গাড়ীতে দুর্দ্দান্ত ঘোড়া জুতিয়া দেওয়া হইল। তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র বালক জিজ্ঞাসা করিলেন:—'এই ঘোড়ার জন্য দায়ী কে?' উত্তরে জানিতে পারিলেন যে পোষ্ট মাষ্টার। শুনিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন:—'পোষ্টমাষ্টারকে নিযুক্ত করিয়াছে কে?' উত্তর পাইলেন 'সিণ্ডিকেট'। তিনি তখন পোষ্টমাষ্টারকে পদচ্যুত করাইবার জন্য তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সিণ্ডিকেটে লইয়া যাইতে বলিলেন।"

"ম্যাটসিনি শৈশবাবস্থায় অত্যন্ত কোমল প্রকৃতি ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি সর্ব্বপ্রথম রাজপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। বাহিরে আসিয়াই এক সম্মানার্হ বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিতে পান। দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে জননীর সঙ্গ ছাড়িয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন— 'একে কিছু দাও মা। একে কিছু দাও।' বালকের এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া বৃদ্ধটী তাহার মাতাকে বলিল—'ছেলেকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিবেন মা! একদিন এ প্রজাসাধারণকে ভালবাসিবে'।"

বালকদ্বয়ের শৈশবের এই পার্থক্য পূর্ণবয়স্ক অবস্থায়ও লক্ষিত হয়। কে কল্পনা করিতে পারে যে ম্যাটসিনি কাভুরের মত 'প্লম্বায়ার্সে' বসিয়া সেভয় ও নাইস্ প্রদেশদ্বয় ফরাসীকে প্রদান ও ফরাসী রাজকুমারের সহিত পিডমণ্ট রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন? অন্তিম মুহূর্ত্তে পর্য্যন্ত একজন তদানীন্তন প্রচলিত ঈশ্বর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন না,

রাখিয়া, যেন বা কূটনীতিবলেই স্বর্গের পথ প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ম্যাটসিনি পিসা নগরীতে স্বাস্থ্যলাভের জন্য আগমন করেন, কিন্তু দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পরবৎসর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় পাঁচদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তারপর কয়েক দিন যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল, কিন্তু ৬ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় বক্ষস্থলে বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। পরদিন দেখা গেল তাঁহার ফুসফুসের দক্ষিণ দিক চাপ ধরিয়া গিয়াছে। ৯ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহার আর কথা বলিবার শক্তি রহিল না। ১০ই মার্চ্চ তারিখে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলিতে চেষ্টা করিতে গিয়া, তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন। জেনোয়া নগরীর উপকণ্ঠে তাঁহাকে তাঁহার জননীর সমাধির পার্শ্বে সমাধি দেওয়া হয়। আশী হাজার ইতালীয়ান তাঁহার শবদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাধিভূমিতে গমন করেন।

পরিশিষ্ট।

ম্যাটসিনির মৃত্যুর দুই দিন পরে লণ্ডনের টাইমস্ পত্রে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ এইরূপে প্রকাশিত হয় :—"আজ আমরা যে ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ সাধারণের গোচর করিতে বসিয়াছি, তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায় ইউরোপের রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চে অতুলনীয় চরিত্র অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। বহু বৎসর যাবৎ তাঁহার নাম বিপ্লব ও ততোধিক সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রে যদিও বিবিধ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হইত, তথাপি তিনি যেরূপ সর্ব্বত্র ভয়ের কারণ ছিলেন, সেরূপ সকলের ভালবাসা পান নাই। ইউরোপের সিংহাসনাধিষ্ঠিত ও রাজ্যচ্যুত বহু নৃপতি তাহার মৃত্যু সংবাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবেন। তিনি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কল্পে আমরণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন; নৃপতি-গণ সর্ব্বদা তাহার কার্য্যে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। এতদিনে তাঁহার পরিশ্রান্ত আত্মা বিরামলাভ করিল।"

ম্যাটসিনির সমুদয় রচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে,—সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। সাহিত্য বিষয়ক রচনা-গুলির মধ্যে 'দান্তের' সমালোচনাই সর্ব্ব প্রথম। ১৮২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রবন্ধ রচিত হয় এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। জেনোয়া ও লেগহর্ণ হইতে প্রচারিত "ইণ্ডিকেটর" পত্রিকায়ও তাঁহার বহু সাহিত্য সমালোচনা

প্রকাশিত হয়; কিন্তু লণ্ডনে অবস্থান কালেই তিনি সাহিত্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে "ইতালীয় সাহিত্য বিষয়ক আন্দোলন" "দান্তে", "বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের অবস্থা", "লামেনিস", "বাইরণ ও গেটে", কার্লাইলের "ফরাসী বিপ্লব" গ্রন্থের সমালোচনা, "কার্লাইলের প্রতিভা" ইত্যাদি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রবন্ধ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হয়।

তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিই বিশেষভাবে আলোচনা করিবার বিষয়; কারণ সমস্ত জীবন তিনি কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে সরল ও নির্ভীকভাবে আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, "ইণ্ডিকেটর" পত্রিকায় তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ সাহিত্যের অন্তরালে রাজনীতি চর্চ্চা করিতেন। কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মার্সেলিস হইতে সংবাদপত্র সহযোগে তিনি "চার্লস অ্যালবার্টকে" যে পত্র লিখেন, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক রচনা। এতদ্ভিন্ন তাঁহার লিখিত এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে "বৈপ্লবিক দীক্ষা", "বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ", "স্বদেশ হিতৈষী ও ধর্ম্মযাজক", "নির্ব্বাসিতগণের প্রশ্ন", "ইতালীয় বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ", "মানবের কর্ত্তব্য", "ইউরোপীয় গণতন্ত্র বিষয়ক চিন্তা" প্রভৃতি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। অনেকের মতে "মানবের কর্ত্তব্য" তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা, কারণ এই গ্রন্থে তিনি ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, স্বদেশ হিতৈষিতা, সমাজ, বিশ্বমানবতা সম্বন্ধে

দার্শনিকের সর্ব্বদর্শী ও সার্ব্বজনীন দৃষ্টি লইয়া অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার সর্ব্বশেষ রচনা "নৈতিক ও মানসিক সংস্কার", তাহার মৃত্যুর দুই বৎসর পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পাক্ষিক পত্রিকায় (Fortnightly Review) প্রকাশিত হয়। ম্যাটসিনির সকল প্রবন্ধেই এই সকল মূলনীতি লক্ষিত হয়:—সকল সমাজ মূলতঃ এক; সমগ্র মানব সমাজ বিভিন্ন স্বাধীন জাতির সমষ্টি; ঐশ্বরিক বিধি প্রতিপালন করাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ব্যক্তিগত অধিকার, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই লাভ করা সম্ভব, অন্যথা নহে; চিন্তা ও কার্য্যকে সম্মিলিত করিতে হইবে; কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম বিশ্বাস নিরূপণ করিতে হইবে; বিবেক ও ইতিবৃত্ত সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র মাপদণ্ড।

যাঁহারা পৃথিবীতে কোন নূতন মত প্রচার করিতে আসেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহাদের সমসাময়িক লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। ইতালীর যুগাবতার ম্যাটসিনির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি বিজয়ী বীরগণ এবং গ্লাডষ্টোন, বিসমার্ক প্রভৃতি বিচক্ষণ রাজনৈতিকগণ যেরূপ সার্ব্বজনীন প্রশংসা লাভ করিয়া গিয়াছেন, ম্যাটসিনির ভাগ্যে সেরূপ কোনদিন ঘটে নাই। জীবিতাবস্থায় তিনি যেরূপ ইউরোপের নিভৃত পথে সর্ব্বদা গুপ্তভাবে যাতায়াত করিতেন—নিয়ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে কাল কাটাইতেন,—মৃত্যুর পর তাহার চিন্তাধারার প্রভাবও সেইরূপ নীরবে ও সঙ্গোপনে, অনেক সময় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহার

উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনাবলী যদিও সর্ব্বত্র সুপরিচিত নহে, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্য রত্নভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-রত্ন তাহার "মানবের কর্ত্তব্য" যদিও সর্ব্বত্র পঠিত হয় না, তথাপি স্বাধীনতা প্রয়াসী জনগণের নিকট তাঁহার প্রবন্ধাবলী অতুল বৈভব বলিয়া পরিগণিত; তাঁহারা ঐ সকল যত্নের সহিত সংগোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি এক্ষণে আর সেরূপ মুদ্রিত হয় না, তথাপি বর্ত্তমানের প্রায় যাবতীয় নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মূলে তাঁহারই চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়। দান্তের চিন্তারাশি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মানবের কর্ত্তব্য গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার চিন্তাধারা সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—"***এইরূপ চিন্তা একবার চিন্তাজগতে উপ্ত হইলে, কথনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। যাহারা জানেও না যে, কোথা হইতে যে এই চিন্তার উদ্ভব, তাহারাও উহার সুফল ভোগ করিয়া থাকে। মানব ছায়া সুনিবিড় বিপুলকায় বট বৃক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে তাহার উদ্ভব সে সংবাদ কয়জনে রাখে।

ম্যাটসিনি মাত্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধই আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই, তাঁহার মহৎ জীবনও আমাদের অমূল্য সম্পত্তি। সক্রেটিসের মত তিনি নিজের দর্শনের মধ্যে নিজে জীবিত ছিলেন; —যে মতবাদ তিনি প্রচার করেন স্বীয় জীবনে তাহা অণুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ম্যাটসিনির গৌরবের বিষয় এই যে, 'সক্রেটিস' যেরূপ সমসাময়িক অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তদপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থার মধ্যে জীবিত ছিলেন।

"মানবের কর্ত্তব্য" গ্রন্থে আমরা তাঁহার উন্নত দর্শনবাদ সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিব মনে করিয়া এইস্থানে উহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীবাসী ম্যাটসিনির শতবার্ষিকী জন্মোৎসব বিপুল সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসবে সপার্ষদ ইতালীরাজ যোগদান করেন। শিক্ষা সচিবের আদেশে ঐ দিন ইতালীয় রাজকীয় বিদ্যালয় সমূহেও তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইতালীয় ও ইংরাজের জাতীয় পতাকায় তাঁহার সমাধিমন্দির আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়।

ম্যাটসিনির মৃত্যুর পর অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর অতিবাহিত হইল, এই সময়ের মধ্যে জগতের চিন্তাক্ষেত্র আরও প্রসারতা লাভ করিয়াছে। বিপ্লব নীতি এখন আর একমাত্র প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও পাশব বল প্রয়োগের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। মানব বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, শান্তির পথে, সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়াও সমাজে ও রাষ্ট্রে মহাবিপ্লব সংঘটন করা সম্ভব। ইতিমধ্যেই অহিংস বিপ্লবনীতি প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে। কে জানে ভবিষ্যৎ অর্দ্ধশতাব্দীতে এই মহানীতি কি মহাপরিবর্ত্তন সাধন করিবে?

যদিও ম্যাটসিনির বিপ্লবনীতি এক্ষণে আমরা আর সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করিতে পারিব না; তথাপি তাঁহার নিকট এখনও আমাদের অনেক শিক্ষা লাভ করিবার আছে। এখনও আমরা স্বাধীনতাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই—বিশ্ব মানবতার মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে, এমন কি প্রয়োজন হইলে স্বদেশের স্বার্থকে পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই—

সর্ব্বপ্রকার অধিকার লাভের জন্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে পারি নাই। ফরাসী বিপ্লবের ভ্রান্ত দর্শনবাদ এখনও আমাদের মনে অধিকার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে। বিশ্ব-মানবতার মঙ্গল বিধানের উপায়, মাত্র মনে না করিয়া, এখনও আমরা স্বদেশ, সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনকে পার্থিব সুখ-সম্পদ ও শান্তিলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেছি, তাঁহার আদর্শে উপনীত হইতে জগতের বহুশত বৎসর প্রয়োজন। কিন্তু ইমার্সন যেরূপ বলিয়াছেন যে "ঘটনা তরলীকৃত চিন্তারাশি"—যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমরাও বিশ্বাস করিতে পারি যে ম্যাটসিনিও চিন্তা জগতে সার্থক হইয়া উঠিবেই। হে ঋষি! হে সর্ব্বদর্শি! অন্তরীক্ষ হইতে তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমারই মত স্বদেশ জননীকে কায়মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে পারি—যেন তোমার নীতি ধর্ম্মের ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর আমরা আমাদের জীবনবেদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি!

সমাপ্ত।

মানবের কর্ত্তব্য।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১
ইতালীয় শ্রমিকগণের প্রতি	৭
ঈশ্বর	৩১
আইন	৫০
মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য	৬৭
স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য	৮৪
পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য	১০০
তোমাদের নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য	১১৩
স্বাধীনতা	১২৯
শিক্ষা	১৪২
সমিতি—ক্রমোন্নতি	১৫৪
অর্থ নৈতিক প্রশ্ন	১৬৫
পরিশিষ্ট	২০১

মুখবন্ধ

(ইতালীয় শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রতি।)

"হে ইতালীর পুত্রকন্যাগণ! তোমাদেরই উদ্দেশ্যে আমি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ করিলাম। এই পুস্তকে আমি যে কয়েকটি মূল বিষয়ের আলোচনা করিলাম তাহার নামে ও শক্তিতে তোমরা ইচ্ছা করিলেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তোমাদের অভ্যুত্থান সাধন করিয়া ইতালির প্রতি তোমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পার। যাঁহারা অবস্থায় ও বুদ্ধিতে বড় এবং এই সমস্ত বিষয় সহজে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন ইহা অপরকে বুঝাইয়া দেন। আমি তোমাদিগের প্রতি যে ভালবাসা লইয়া এই পুস্তক প্রণয়ণ করিলাম, যে ভালবাসা আমাকে তোমাদের দুঃখদৈন্য, তোমাদের নবজীবন প্রাপ্তির উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে দিয়াছে এবং বুঝাইয়াছে যে, যে দিন তোমাদের শ্বাসরোধকারী এই অন্যায় অসমতা দূর হইবে, সেই দিনই তোমরা ইতালীতে নবজীবনস্রোত আনিতে পারিবে —সেইরূপ একাগ্র ভালবাসা যেন তাহাদের অন্তঃকরণ অভিষিক্ত করিয়া তুলে।

"আমি আমার ছেলেবেলা হইতেই তোমাদিগকে ভালবাসি। গণতন্ত্রমূলক মানসিক প্রবণতা আমি আমার মাতার নিকটে পাই। তিনিই আমাকে আমার সঙ্গিগণের মধ্য হইতে ধনী নির্ধন

আমার পিতার নিকটে তোমাদের চিরউপেক্ষিত আত্মত্যাগের প্রশংসা করিতে শিক্ষা করি। পরে আমাদের দেশের ইতিহাস পাঠে বুঝিতে পারি যে ইতালীর প্রকৃত জীবন জনসাধারণের মধ্যে এবং বিভিন্ন জাতির ঘাতপ্রতিঘাতের ও বিজেতার বিজয় অথবা অন্যায় অধিকার জনিত বাহিরের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তনের অন্তরে অন্তরে, শতাব্দীর গণতন্ত্রমূলক জাতীয় একতা সম্পাদনের কার্য্য নীরবে চলিয়াছে।

"জাতীয় একতা, স্বাধীনতা এবং সমদর্শিতা, উচ্চ শ্রেণীর বা রাজন্যবর্গের সাহায্যে কখন আসিতে পারে না ;-তাহা আইসে শুধু তোমাদের মত সাধারণ লোকের চেষ্টায়। উচ্চশ্রেণী সে বিষয়ের নেতৃত্ব করিতে পারেন না কারণ তাঁহাদের সার্ব্বজনীন সহানুভূতি নাই। রাজন্যবর্গ বিদেশীয়ের অনুকরণে গত ১৬০০ খৃঃ স্বেচ্ছাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতালীর প্রতি তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই এবং জাতীয় একতার ও মুক্তির কোন চিন্তাই করেন না। আমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে সকলে একত্রে সম্মিলিত হইয়া পরাধীনতার নাগপাশ ধীরে ধীরে মোচন করা এবং শ্রমজীবিগণ যাহাতে দেশের জমি ও মূলধনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, তোমাদেরই বিশেষ প্রয়োজন। একথা ফরাসী সোসিয়লিষ্ট সম্প্রদায় আমাদের দেশে আসিয়া বিকৃত ভাবে প্রচার করিবার পূর্ব্বেও বলিয়াছি। আমি দেখিলাম যদি আমাদের নীতিজ্ঞানের নিকট বর্ত্তমানের ধর্ম্ম, পোপ ইত্যাদি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন না হয় এবং আমরা নীতিবলে বলীয়ান হইয়া অত্যাচারীর অত্যাচার, এমন কি পোপকে পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিতে না পারি, তাহা হইলে

আমাদের মানস ইতালীর অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভবই থাকিবে। একথাও আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি। আমার বিরুদ্ধে বিষম অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে এবং আমার উপর নিন্দা ও ঘৃণা সহস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে তথাপি আমি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের স্বার্থকে পরিত্যাগ করি নাই; ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার যে পতাকা আমি তুলিয়া ধরিয়াছি তাহা ফেলিয়াও পলাই নাই। এমন কি অত্যাচারীর প্রেরোচনায় এবং অত্যাচারে, তোমরাও যখন তোমাদের নিজের কথা ভাবিতে ভুলিয়া গেলে এবং আমাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলে, তখনও আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। হে আমার ইতালীর পুত্রকন্যাগণ! যাহাদিগকে আমি আপনার প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে চিরদিন ভালবাসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল—তাহারাও যখন আমার সকল আশা ভরসা চূর্ণ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেল এবং আমারই কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল, তখন আমি কি যে অরুন্তুদ বেদনা পাইয়াছি তাহা আর কি বলিব! সে সময়ে তোমাদেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজনের একনিষ্ঠ ভালবাসা আমাকে আমার সকল যন্ত্রণায় সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। আমি আর বেশীদিন বাঁচিব না, কিন্তু তোমাদের যে কয়েকজনের সহিত আমি দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের বন্ধন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অটুট থাকিবে এবং বোধহয় মৃত্যুর পরও তাহা বর্ত্তমান থাকিবে।

"আমি তোমাদিগকে ভালবাসিয়া যেরূপ তোমাদের কথা ভাবি, তোমরাও তেমনি আমাকে ভাবিও। এস আমরা স্বদেশ-প্রেমে এক মায়ের সন্তানের মত পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি।

"ইতালীর ভবিষ্যৎ ঐক্য, স্বাধীনতা ও সমদর্শিতা তোমরা কোন কালেই দেখিতে পাইবে না যদি না তোমরা দুইটী বিষয়ে সাবধান হও। উচ্চশ্রেণী এই দুইটী দোষেই দুষ্ট, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহারাও আর বেশীদিন এইরূপ থাকিবেন না। ঐ দুইটীর একটি মেসিয়াভিলের ধর্ম্মমত ; অপরটী বস্তুতান্ত্রিকতা। প্রথমটি একজন হতভাগ্য মন্ত্রাপুরুষের মতের নীচ অনুকরণ—ইহা তোমাদিগকে সরলতা, প্রেম, নির্ভীকতা এবং সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা হইতে দূরে লইয়া যাইবে ; দ্বিতীয়টী তোমাদিগকে নিজনিজ স্বার্থের প্রতি ধাবিত করাইয়া অতিমাত্রায় স্বার্থপর করিয়া তুলিবে এবং তোমাদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করাইবে।

"যদি তোমরা তোমাদিগকে যথেচ্ছ শাসন এবং মানুষের অন্যায় অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে চাও, তবে ভগবানকে ভক্তি করিতে শিক্ষা কর এবং জগতে সত্য ও অসত্যের মধ্যে নিয়ত যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে সত্যের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে থাক। সকল গুপ্তপথ পরিত্যাগ কর, সমস্ত ভীরুতা বর্জ্জন কর ; এমন কি যে সেনাপতি সত্য ও অসত্যের মধ্যে সন্ধির প্রয়াসী, তাহাকেও পরিত্যাগ কর! যতদিন আমি জীবিত আছি, তোমরা সত্যের পক্ষে আমাকে পাইবে।

"ধর্ম্মান্ধতা ও ঐশ্বর্য্য তোমাদিগকে নানারূপে বিপথে লইয়া যাইতে পারে, এজন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া সাবধান করিয়া দিলাম। তোমাদিগকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি এবং তোমাদিগের ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি। অপরের জন্য নিজের স্বার্থত্যাগ এবং অপরের প্রতি তোমাদিগের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে আমি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের নিকট তাহা অত্যন্ত কঠোর এবং নীরস বলিয়া

বোধ হইবে। কিন্তু আমি জানি ধর্ম্মান্ধতা ও ঐশ্বর্য্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে নাই, এজন্য তোমরা বুঝিতে পারিবে যে তোমাদিগের প্রত্যেকটি অধিকার তোমরা প্রত্যেকটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই লাভ করিবে, অন্যথা নহে।

"বিদায়, চিরকাল আমাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিও"

যোসেফ ম্যাট্‌সিনি

মানবের কর্ত্তব্য

(১)

(ইতালীয় শ্রমিকগণের প্রতি)

আমি তোমাদিগকে তোমাদিগের কর্ত্তব্যের কথা বলিতে চাই। আমার হৃদয় আমাকে ভগবান, মানবতা, মাতৃভূমি ও পরিবার সম্বন্ধে আমাকে যাহা যাহা বলিতে প্ররোচিত করিতেছে সেই অতি পবিত্র বিষয়সমূহ তোমাদিগকে বলিতে চাই। আমি আমার বহুদিনের দুঃখ দৈন্য, অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নে যাহা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি। যে সমস্ত কর্ত্তব্যের কথা তোমাদিগকে বলিতে বসিয়াছি সে সমস্তই আমি নিজে অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করি এবং যতদিন জীবিত থাকিব ঐরূপ চেষ্টা হইতে কখনও বিরত হইব না। অনুষ্ঠানে আমার ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে কিন্তু হৃদয় আমার পবিত্র। আমাকে আমি ভুল বুঝিতে পারি কিন্তু তোমাদিগকে আমি ভুল বুঝাইব না। ভাই যেরূপ ভায়ের কথা শুনে, তোমরাও তেমনি ভালবাসা লইয়া আমার কথা শুন; শুনিয়া স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া দেখ আমার কথা সত্য কিনা। যদি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, আমাকে পরিত্যাগ কর, আর যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে আমার অনুসরণ

কর এবং আমার উপদেশ মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ভুল করা দুঃখের বিষয় এবং যে ভুল করে তাহাকে দেখিয়া দুঃখ করাই উচিৎ; কিন্তু সত্য অবগত হইয়াও যে সত্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পায় না, সে এরূপ জঘন্য পাপ কার্য্য করে, যাহার ক্ষমা ইহলোকে বা পরলোকে নাই।

কেন আমি তোমাদিগের "অধিকারের" কথা না বলিয়াই তোমাদিগকে "কর্ত্তব্যের" কথা বলিতে বসিয়াছি? যে সমাজে ও যে দেশে সকলেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমাদিগের উপর শুধু অত্যাচারই করিয়া আসিতেছে—মানবের সমস্ত অধিকার হইতে যেখানে তোমরা বঞ্চিত এবং যেখানে তোমাদিগের ভাগ্যেই সকল দুঃখ ভোগ আর সর্ব্বপ্রকার সুখ অপর শ্রেণীর জন্য, সেখানে তোমাদিগকে কেন আমি নূতন "অধিকারের" কথা না বলিয়া "আত্মত্যাগের" কথা বলি? পার্থিব উন্নতির কথা না বলিয়া কেন আমি ধর্ম্মনৈতিক এবং শিক্ষার কথা বলি?—এই প্রশ্নের সদুত্তর আমাকে প্রথমেই দিতে হইবে, কারণ এইখানেই আমাদের এবং ইউরোপীয় অপরাপর আন্দোলনকারীদের মধ্যে মূল পার্থক্য এবং সর্ব্বোপরি এই প্রশ্নই শ্রমজীবিগণের অত্যাচারক্ষুব্ধ মনে স্বতঃই উদিত হয়।

"ওগো! আমরা গরীব—দাসত্বনিগড়বদ্ধ—চিরদুঃখী; আমাদিগকে আমাদের পার্থিব উন্নতির কথা—স্বাধীনতার কথা—সুখের কথা শুনাও। বল, বল, আমাদিগকে কি চিরকালই দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে?—না আমাদেরও সুখ উপভোগের ভাগ্য আছে? কর্ত্তব্যের কথা আমাদিগের প্রভুগণকে শুনাও,—শুনাও উচ্চ শ্রেণীকে—যাঁহারা চিরকাল আমাদিগকে যন্ত্রের মত

ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্বসাধারণের সুখ সম্পদ একাকী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগকে বল "অধিকারের" কথা—বল কিরূপে আমরা আমাদের অধিকার আদায় করিয়া লইতে পারি—বল কি শক্তি আমাদের আছে। যতদিন না আমাদের অস্তিত্ব সপ্রমান করিতে পারি, ততদিন একটু অপেক্ষা কর; তারপর আমাদিগকে আমাদের 'কর্ত্তব্য' ও আত্মত্যাগের কথা বলিও। এই কথাই আমাদের অধিকাংশ শ্রমিকগণ বলিয়া থাকে এবং তাহাদের মনোগত ভাব অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ এই কথাই প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভুলিয়া যান যে গত ৫০ বৎসর ধরিয়া যে কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াও শ্রমিকগণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি বিধান করা সম্ভবপর হয় নাই, সেই কথাই তাঁহারা প্রচার করিতেছেন।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যাহা কিছু উন্নতি এবং মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তি এবং উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে করা হইয়াছে সে সমস্তই মানবের "অধিকারের" নামে। বলা হইয়াছে "জীবনের উদ্দেশ্য পার্থিব সুখ সুবিধা এবং তাহার উপায় স্বাধীনতা।" ফরাসী বিদ্রোহ এবং তাহার অনুকরণে পরবর্ত্তী বিদ্রোহ সমূহ এই 'মানব-অধিকার' সম্বন্ধে প্রচারেরই ফল স্বরূপ। যে সকল দার্শনিকগণ ফরাসী বিদ্রোহ উপস্থিত করান তাঁহাদের প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থই এই 'মানবের জন্মগত অধিকার' স্বাধীনতা ও জনসাধারণকে তাহাদের অধিকারের বিষয় অবগত করাইবার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বিপ্লবপন্থী দলই প্রচার করিয়াছিলেন যে 'মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে সুখ উপভোগের জন্য। সাধ্যমত এই সুখের অন্বেষণ করিবার অধিকার তাহার

আছে ; কাহারও তাহার পথে বাধা দিবার অধিকার নাই এ
বাধা প্রদান করিলে, যে কোন প্রকারে ঐ বাধা উৎপাট
করিবার অধিকার তাহাদের আছে।' এই নীতি প্রচারের ফ
সমস্ত বাধা দূরে নিক্ষিপ্ত ও স্বাধীনতা অর্জ্জন করা হইল। কো
কোন দেশে মাত্র কয়েক বৎসর এই স্বাধীনতা অটুট রহিল
কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত তাহা অটুটই আছে। কিন্তু তাহাতে ি
জনসাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইয়াছে? যে সম
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিে
হয়, তাহাদিগকে যে আশা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র
কি তাহারা পাইয়াছে?

না, পায় নাই। জনসাধারণের অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত হ
নাই বস্তুতঃ সকল দেশেই তাহাদের অবস্থা দিন দিন অধিকত
শোচনীয় হইয়াছে ও হইতেছে ; বিশেষতঃ যে দেশে বসিয়া আ
এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সে দেশে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নিতা
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, শ্রমশিল্পে
বিভিন্ন শাখার পারিশ্রমিক দিন দিন কমিয়া যাইতেছে এব
লোক সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশে
শ্রমিকগণের ভাগ্য ক্রমেই অধিকতর কুহেলিকাচ্ছন্ন—অধিকত
নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক হইয়া পড়িতেছে শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট, যদ্দ্বার
সহস্র সহস্র শ্রমিকের কাজের অভাব ঘটে—তাহা মাঝে মাঝেই
হইতেছে। বৎসর বৎসর একদেশ হইতে অন্য দেশে শ্রমিব
চালান, ইউরোপ হইতে ইউরোপের বাহিরে শ্রমিক প্রেরণ
ক্রমবিবর্দ্ধমান সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহ, দরিদ্র ও অসহায়ের বর্দ্ধিত
বৃত্তি ও ভরণপোষণের ব্যয়, ইত্যাদি শ্রমিকগণের অবস্থা যে

কোথায়ও উন্নত হয় নাই তাহা প্রমাণ করিতে যথেষ্ঠ। এই যে সাহায্য সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি নিম্নশ্রেণীর দুরবস্থার উপর পতিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত উপকারের অক্ষমতা এই বিষয় পরিস্ফুট করিয়া তুলে যে যে শ্রেণীকে তাহারা উপকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার দারিদ্র ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশের ধনৈশ্বর্য্য ও সুখ সুবিধা বাড়িয়াই চলিয়াছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমান দ্বিগুণ হইয়াছে। সুশৃঙ্খলার অভাব জনিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও ব্যবসা বাণিজ্য উন্নত ও দূরবিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্র যাতায়াত ও পত্রাদির আদান প্রদানের সুব্যবস্থা হওয়ায়, বর্ত্তমানে অনেক অল্প সময়ে ঐ সব সম্ভব হইতেছে। মালপত্রের ভাড়া কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যাদির মূল্যও কম হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে; এবং অপরদিকে মানবের জন্মগত অধিকার নীতিও বর্ত্তমানে সকলেই মানিয়া লইয়াছেন; এমন কি শঠতার আশ্রয় লইয়া কার্য্যতঃ এই নীতি যাঁহারা অবহেলা করেন, তাঁহারাও মুখে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করেন। এ সত্ত্বেও জনসাধারণের অবস্থা উন্নত হয় না কেন? উৎপন্ন শস্য তথাপি ইউরোপের সমুদায় সমাজে সমান ভাবে বণ্টিত না হইয়া মাত্র কয়েকজন নবসৃষ্ট অভিজাত শ্রেণী উপভোগ করেন কেন? ব্যবসা বাণিজ্যে নবচিন্তাস্রোত অভিনব প্রেরণা আনিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বসাধারণের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত না হইয়া মাত্র কয়েকজনের সৌখীনতা ও সম্ভোগের বন্দোবস্ত হয় কেন?

ইহার উত্তর যাঁহারা একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন,

তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় স্পষ্ট। মানব শিক্ষার দাস; যেরূপ শিক্ষা তাহারা পায়, তাহাদের কার্য্যও তদ্রূপ হইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা বিপ্লব প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা সকলেই ব্যক্তিগত অধিকার লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। বিপ্লব যে স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিল তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, না সর্ব্ববিষয়ে সকলের স্বাধীনতা? যাহাদের নিজের অধিকার অনুযায়ী কার্য্য করিবার উপায় নাই, তাহাদের নিজের অধিকার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা কি আছে? যাহাদের শিক্ষালাভের উপযুক্ত অবসর ও অর্থ নাই, তাহাদের শিক্ষার স্বাধীনতা জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা কি? অথবা যাহাদের ব্যবসা করিবার মত উপযুক্ত মূলধন বা সুনাম নাই, তাহাদের ব্যবসায়ের স্বাধীনতা শিক্ষায় লাভ কি? সে সমস্ত দেশে এই অধিকার ও স্বাধীনতার কথা প্রচারিত হইয়াছিল, সে সমস্ত দেশেই জনসমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণী ছিলেন সংখ্যায় অতি কম কিন্তু তাঁহারাই দেশের সমস্ত জমি, ব্যবসায়ের সমস্ত সুনাম ও মূলধন দখল করিয়াছিলেন। আর অপরশ্রেণী দেশের অবশিষ্ট অগণিত জনসাধারণ, যাহাদের আপন আপন দুইখানি হাত ভিন্ন আপনার বলিতে আর কিছুমাত্র ছিল না এবং যাহারা শুধু প্রাণ ধারণের নিমিত্ত অপরশ্রেণীর জন্য যে কোন সর্ত্তে সমস্ত জীবন একঘেয়ে শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য ছিল।—যাহাদের নিয়ত ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয় তাহাদের নিকট স্বাধীনতা কি?—স্বাধীনতা কি শুধু একটা স্বপ্ন—একটা নিষ্ঠুর পরিহাস নহে? তাহাদের এই স্বাধীনতাকে ভিন্ন আকার দিতে হইলে উচ্চশ্রেণীর কর্ত্তব্য ছিল তাঁহারা দৈনিক পরিশ্রমের সময় কম করিয়া ধার্য্য করিতে স্বীকৃত

হন,—মাহিয়ানার হার বৃদ্ধি করিয়া দেন,—জনসাধারণের জন্য বিনাব্যয়ে একই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন,—সকলকেই পরিশ্রম করিতে হয় এরূপ বিধিব্যবস্থা করেন, এবং যাহাতে বিচক্ষণ ও সৎশ্রমিক পরিতোষিক পায় এরূপ ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। কিন্তু কেন তাঁহারা তাহা করিবেন? সুখসুবিধাই কি জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় নাই? পার্থিব সৌভাগ্য সম্পদই কি সবচেয়ে শ্রেয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই? তবে কেনই বা তাঁহারা অপরের সুবিধার জন্য নিজের নিজের সুখসম্ভোগ ত্যাগ করিতে যাইবেন? যাহারা অক্ষম, তাহারা নিজকে নিজেই সাহায্য করুক। সমাজ যখন তাহার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জন্মগত অধিকার অর্জ্জন করিয়া দিয়াছে এবং যে কেহ ইচ্ছা মত এই অধিকার যাহাতে লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে, তখন আর সমাজের নিকট সে কি আশা করিতে পারে? তাহার কর্ত্তব্য সে যথেষ্ট করিয়াছে; এখন এমন যদি কেহ থাকে যে নিজের দুরবস্থার জন্য এই 'অধিকার' সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছে না—সে যেন নিজের অবস্থার নিকট আত্মসমর্পন করে, অপরকে যেন দোষ না দেয়।"

অধিকারতত্ত্ব যাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন তাহাদের এই কথা বলাই স্বাভাবিক, বাস্তবিক তাঁহারা বলিয়াছেনও তাহাই। কালে কালে দরিদ্রের উপর সৌভাগ্যশালী শ্রেণীর মনোভাব এইরূপ দাঁড়াইল এবং এই মনোভাব অপরে সংক্রামিত হইল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ অধিকার মত আপনার অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে প্রধাবিত হইল; কেহই অপরের

সুখদুঃখের দিকে দৃকপাতও করিল না। আর যখনই একজনের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখনই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। এ যুদ্ধে রক্তপাত হয় না সত্য, কিন্তু ইহাতে অর্থ ও কুটনীতির যথেষ্ট খেলা হইয়া থাকে। এ যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর হীনতা ও ভীরুতাব্যঞ্জক কিন্তু উভয়েই সমান ধ্বংসকারী। এ যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অতি নিষ্ঠুর, কারণ ইহাতে যে সবল ও সুচতুর—যাহার উপযুক্ত অর্থবল আছে, সে দুর্ব্বল ও নিরীহকে নির্দ্দয় ভাবে পদতলে পেষণ করিয়া থাকে,—বিন্দুমাত্রও দয়া করে না। অহরহ এই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া, মানব দিন দিন অধিকতর স্বার্থপরতায় ও পার্থিব সুখসম্পদের দুর্দ্দম লোভে শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুশাসনের বন্ধন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষার স্বাধীনতা-জ্ঞান নৈতিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে একতাব্যঞ্জক কোন প্রকার সার্ব্বজনীন বন্ধন, ধর্ম্মভাব বা উদ্দেশ্য বর্ত্তমান না থাকায় এবং জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সুখসম্ভোগ হওয়ায়, প্রত্যেক মানব নিজ নিজ পথে ধাবিত হইতেছে। পথে ছুটিতে ছুটিতে সে তাহার ভাইয়ের মস্তক পদদলিত করিল কিনা ফিরিয়াও দেখিতেছে না। সে যাহাদিগকে সম্মুখে ভাই বলিতেছে, অন্তরে তাহাদিগকে পরম শত্রু জ্ঞান করিতেছে। আমরা অধিকারের জ্ঞান লাভ করিয়া এই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি! ধন্যবাদ এই অধিকার জ্ঞানের!

"অধিকার" যে কাহারও নাই তাহা নহে; অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন একজনের 'অধিকারের' সঙ্গে আর একজনের

বহুব্যক্তির অধিকারের সঙ্গে দেশের "অধিকারের" সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই "অধিকার" জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন, কোন বিচারালয়ে ইহাদের সামঞ্জস্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে? যদি প্রত্যেকেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখসম্ভোগে সমান অধিকার থাকে, তাহা হইলে শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যদি বাঁচিয়া থাকাই প্রধান এবং অপরিহার্য্য অধিকার সকলের আছে মানিয়া লওয়া যায়, তবে অপরকে বাঁচাইবার জন্য কে নিজের জীবন বলি দিতে যাইবে? যাহাদের কথা আমার মুখে আমি বলিতেছি তাহাদের মতে যথায় আমাদের সকলকার ব্যক্তিগত 'অধিকার' নিরাপদে রক্ষিত হয় সেই স্থান ভিন্ন স্বদেশের অস্তিত্ব কোথায়? বা তাহার অর্থ কি? তাহাদের নিকট সমাজ কি?—না কতকগুলি মানবের সমষ্টি, যাহারা সমষ্টির শক্তি সামর্থ্য ব্যষ্টির 'অধিকার' রক্ষায় নিয়োগ করিবে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। "ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে তাহার অধিকার পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে তজ্জন্যই সমাজের প্রতিষ্ঠা," এই শিক্ষা যে গত ৫০ বৎসর ধরিয়া লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কি তুমি, যদি প্রয়োজন হয়, সমাজের মঙ্গলের জন্য যথা সর্ব্বস্ব বলি দিতে অনুরোধ করিতে পার, না তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করিতে, এমন কি জেলে বা নির্ব্বাসনে যাইতে বলিতে পার? জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখসম্ভোগ, এই বিষয় সর্ব্বত্র সকল সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিবার পর, তুমি কি বিদেশীর কবল হইতে স্বদেশকে উদ্ধার অথবা বিভিন্নশ্রেণীর সুখ-সুবিধা বিধান করিতে, তাহার ব্যক্তিগত সুখসুবিধা—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে বলিতে পার? পার্থিব উন্নতির বিষয়

বহুবৎসর তাহাকে শিক্ষা দিয়া, কিরূপে তুমি প্রতিপাদন করিতে পার যে, অনায়াসলব্ধ ধনসম্পদ ও প্রভুত্বের দিকে হস্তপ্রসারণ করা তাহার উচিৎ নয়? এমন কি ভাইয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও সে যদি সম্পদ ও প্রভুত্ব লাভে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহাকে তুমি কি করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিবে?

হে ইতালীয় শ্রমিকবৃন্দ! এই সব চিন্তা আমার স্বকপোল-কল্পিত বা ভিত্তিহীন নহে; ইহা ইতিহাসেরই কথা—আমাদেরই সমসাময়িক ইতিহাসের কথা এবং এই ইতিহাসের প্রতি পত্র জনসাধারণেরই রক্তে অভিসিক্ত। গত ১৮৩০খৃঃ যাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া এক সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন লোকের পরিবর্ত্তে অন্য সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহারা তিন দিনের যুদ্ধে হত তোমাদেরই সঙ্গী কতকগুলি নিরীহ ফরাসী শ্রমিকের মৃতদেহকে তাহাদের প্রভুত্ব-মন্দিরে আরোহণের সোপান রূপে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। ১৮৩০খৃঃ পূর্ব্বে তাহাদের এক মাত্র মন্ত্র অধিকারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিতছিল, বস্তুতঃ তাহাদের "কর্ত্তব্যের" উপর নহে। তোমরা তাহা-দিগকে এখন বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত কর কিন্তু তাহারা তাহাদের মত অনুসারেই চলিয়াছিল—তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় নাই। তাহারা সরলান্তঃকরণেই ১০ম চার্লসের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল কারণ এই গভর্ণমেণ্ট তাহাদের শ্রেণীর পরম শত্রু ছিল ও সেই শ্রেণীকে তাহার সর্ব্বপ্রকার অধিকার হইতে নিঃশেষে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। যে সুখসম্পদে

তাহাদের কেহ কেহ স্বাধীন চিন্তার জন্য নিগৃহীত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মানসিক শক্তিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহারা দেখিল তাহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেরা উচ্চ উচ্চ পদ সমূহ দখল করিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদিগকেই উপেক্ষা করিতেছে। জনসাধারণের উপর অত্যাচারও তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহারা সরলান্তঃকরণে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল। তারপর যখন তাহারা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও বুদ্ধিমত্তার অধিকার করায়ত্ত করিয়া, নিজ নিজ সামর্থ্য মত প্রভুত্বে ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল এবং নিজ নিজ অভীপ্সিত সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল, তখন বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট জনসাধারণের কথা এবং তাহারাও যে নিজ নিজ ক্ষমতার অনুরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতার অনুসন্ধানে লিপ্ত, সে কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। তাহাদিগকে তোমরা দেশের শত্রু কেন বল? তাহাদের নীতিকে তোমরা বিশ্বাসঘাতক বল না কেন?

এই সকল বিজয়ী লোকবৃন্দ হইতে অধিকতর মনীষা-সম্পন্ন একব্যক্তি এই সময় জীবিত ছিলেন এবং পুস্তক লিখিতেছিলেন; তাহার কথা তোমাদিগের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। সে সময় তিনি আমাদের দেশের একজন শত্রু ছিলেন; তথাপি তিনি মানবের 'কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এবং সত্যের অনুসরণে ও সত্যকে জয়যুক্ত করিতে প্রত্যেকেরই সর্ব্বস্ব বলিদান করা 'কর্ত্তব্য'। তিনি তাহার সমসাময়িক মানব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে গভীর ভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং প্রশংসা লাভের আশায় বিপথে

হন নাই বা ব্যর্থতায়ও হতাশ হন নাই। জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য দূর করিতে করিতে যখনই তিনি এক উপায়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখনই ঐ উদ্দেশ্য সাধন জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ঘটনার স্রোতে পড়িয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র শক্তি জনসাধারণ—যখন তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সপ্রমাণ করিতে পারিবে যে যাহারা তাহাদের সুখ স্বচ্ছলতার বিধাতা বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করে, তাহাদের চেয়েও তাহারা অধিকতর সাধু এবং বিশ্বাসী। ইনি "বিশ্বাসীর জগৎ" নামক গ্রন্থের প্রণেতা মহাত্মা লামেনিস্। তোমরা সকলেই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছ। তিনি যে দিন এই সত্য প্রচার করিলেন, সেই দিনই তিনি, যে একমাত্র সত্যের উদ্দেশ্যে আজ আমরা একত্র সম্মিলিত ভাই ভাই, সেই সত্যের ঋষি বলিয়া সম্মানিত হইলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিজয়ী লোকবৃন্দ ও এই মহাত্মা লামেনিসের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা তোমরা "অধিকার প্রমত্ত" মানব ও 'কর্ত্তব্যজ্ঞানী' মানবের মধ্যে লক্ষ্য কর। প্রথমোক্ত মানবগণ যখনই নিজ নিজ 'অধিকার' করায়ত্ব করিতে পারে, তখনই সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া থাকে আর এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য এই পৃথিবীতে জীবন সমাপ্তির সঙ্গে পরিসমাপ্ত হয়।

যে জনসম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহাকে নিয়ত অভিনব বিপদ সমূহের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক সুবিধার ক্ষেত্র, প্রত্যেক পদক্ষেপ, তাহাকে আত্মত্যাগী মহাপুরুষদিগের হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত করিয়া চলিতে হয় এবং যদি

গ্রহণ করে তবে তাহার প্রশংসা প্রাপ্তি বা স্বীয় কার্য্যের প্রচারের সান্ত্বনাও থাকে না। সেরূপ ক্ষেত্রে, এইরূপ জাতীয় বিদ্রোহকে যদি আমরা ব্যক্তিগত মাত্র 'অধিকারের' নাম দিয়া ইহার মহান্ আদর্শকে অবনত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে কোন্ বাধ্য বাধকতা এবং কি সঞ্জিবনী শক্তি তাহাদিগকে তাহাদের যুদ্ধ যাত্রার পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে ধরিয়া রাখিতে পারে? এখানে বুঝিতে হইবে যে আমি সার্ব্বজনীন সত্যকেই প্রচার করিতেছি,—তাহার ব্যভিচার কোথাও হয় কিনা বা হইতে পারে কিনা তাহা ধরিতেছি না। উষ্ণরক্ত এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে উত্তেজনা—স্বভাবতঃ যুদ্ধে যাহা 'যৌবনের জোয়ার' আনয়ন করে—যখন ধীরে ধীরে তাহা শান্ত হইয়া আইসে,—যখন কয়েক বৎসরের ক্রমাগত ব্যর্থ প্রচেষ্টায় হতাশা আসিতে থাকে, তখন ক্রমবিবর্দ্ধমান অশান্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে এমন কি থাকে? যে কোনরূপে শান্তি ও বিশ্রাম-প্রাপ্তি উপেক্ষা করিয়া, তাহারা কেন ঝটিকাক্ষুব্ধ জীবন যাপন করিতে যাইবে? কেনই বা নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালাইয়া নিয়ত বিপদের মধ্যে কালযাপন করিবে অথবা যে কোন মুহূর্ত্তে কারাগারে, ফাঁসিকাঠে বা নির্ব্বাসনে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে? ফরাসীদের পুরাতন বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান ইতালীয়ানের অধিকাংশ জীবন-কাহিনীই এইরূপ। ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু যে নীতিকে তাহারা পথপ্রদর্শক-রূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, সেই নীতি পরিবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে? কিরূপে ও কি নিমিত্ত তাহারা বুঝিতে যাইবে যে, বারম্বার বিপদে ও ব্যর্থতায়, তাহাদিগের অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠাই উচিত

এবং মাত্র কয়েক বৎসরেই তাহাদের এই যুদ্ধ শেষ হইবে না পরন্তু আমরণ তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়াই চলিতে হইবে। যখন যুদ্ধ না করা অপেক্ষা, যুদ্ধ করায় তাহাদিগের অধিকতর ত্যাগের প্রয়োজন, তখন কে তাহাদিগকে বলিবে যে তোমরা নিজের স্বার্থ ও অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিতে থাক?"

আমাদের সমাজ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের অধিকার সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তিকেই বা কে বুঝাইতে পারে যে তাহাকে জনসাধারণের এবং সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে। মনে কর, সে যদি নিজকে বলবান মনে করিয়া বলিয়া বসে "আমি সামাজিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিব। আমার মন ও আমার শক্তি আমাকে অন্যত্র আহ্বান করিতেছে; তাহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, তোমাদের তাহাতে বাধা দিবার কোন অধিকারই নাই। সকলের সঙ্গে বুঝিয়া চলিব বলিয়াই আমি স্থির করিয়াছি।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে অধিকার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে উত্তর দিবার কি তোমাদের আছে? তোমরা সংখ্যায় বেশী বলিয়াই তাহাকে তাহার নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার সঙ্গে যাহার সামঞ্জস্য নাই, এইরূপ আইনে বাধ্য করিবার কি অধিকার তোমাদের আছে? যদি সে আইন সে ভঙ্গই করে, তাহা হইলেই বা তাহাকে শাস্তি দিবার তোমাদের কি অধিকার আছে? প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অধিকার কখন এক হইতে পারে না।

শিক্ষার কথা বলিয়াছি; এই শিক্ষার মধ্যেই আমাদের সমুদয় নীতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ত্তমান। শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নই আমাদের বর্ত্তমান শতাব্দীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এ

বিষয়ে যাহা কিছু আমাদের করিবার আছে তাহা জোর করিয়া নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করাই নহে। এইরূপে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর হইলেও চিরকাল অত্যাচারের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। "যে পাশবিক শক্তি সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকর প্রচেষ্টার পরিপন্থী আমরা তাহাকে জোর করিয়া পর্য্যুদস্ত করিব" এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই আমরা প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; তখন ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের থাকে না। পরে সফলকাম হইয়া যে ব্যবস্থাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া স্থির করি, জাতীয় অনুমতি লাভ করিবার জন্য, তাহাই জাতির নিকট উত্থাপন করি এবং জনসাধারণকে সেই ব্যবস্থানুযায়ী শিক্ষা দিয়া থাকি ও তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতি যাহাতে ঐ ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া উঠে সে বিষয়ে চেষ্টা করি। অধিকারনীতি আমাদের অভ্যুত্থানে এবং বাধাবিপত্তি দূরীকরণে সাহায্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু জাতির সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী বন্ধনটী যে কি তাহা বাছিয়া লইতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না। জীবনের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য যদি সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভই ধরিয়া লই, তাহা হইলে আমরা সকলেই আত্মসুখী ও বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়িব এবং নূতন বিধিব্যবস্থার মধ্যে পুরাতন স্বার্থপর মানসিক প্রবণতা আনয়ন করিয়া তাহাকেও কয়েক মাসের মধ্যেই দূষিত করিয়া তুলিব। এজন্য বর্ত্তমানে আমাদিগকে এরূপ একটী শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা মানবসাধারণকে অধিকতর মঙ্গলময় অবস্থার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—তাহাদিগকে বিশ্বাসী ও আত্মত্যাগী করিয়া তুলিবে এবং অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিবে। এই নীতিই কর্ত্তব্য নীতি। এ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে পাপ অবশুম্ভাবী ; তাই আজীবন ইহা অনুষ্ঠান করিয়া চলিতে হয়।

হে আমার ইতালীয় শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাকে তোমরা সম্যকরূপে বুঝ। ভুল বুঝিও না। শুধু অধিকার নীতি দ্বারা তোমরা কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না বলিতেছি বলিয়া, বুঝিও না ভাই, আমি তোমাদিগকে সর্ব্ব-প্রকার অধিকার ত্যাগ করিতে বলিতেছি। আমি শুধু বলিতে চাই যে, কর্ত্তব্য সুসম্পাদন ছাড়া কোন অধিকারই আসিতে পারে না। যদি অধিকার করায়ত্ব করিতে চাও তবে কর্ত্তব্যের পথে চলিতে থাক। ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব উন্নতিকে জীবনের উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে তোমরা স্বার্থপর হইয়া উঠিবে বলিতেছি বলিয়া বুঝিও না যে উহা লাভ করিবার চেষ্টা করাও উচিৎ নহে। আমি শুধু বলিতে চাই যে উহাকে উপায় মনে না করিয়া উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলেই আমরা ভীষণ পরিণতি লাভ করিব। রোম সাম্রাজ্য যখন সম্রাটদিগের অধীন, তখন রোমের অধিবাসীবৃন্দ উৎকৃষ্ট আহার ও আমোদ প্রমোদ ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করিত না ; এ কারণ তাহারা নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং নির্বোধ, পশুস্বভাব সম্রাটদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইবার পর, আততায়ী বর্ব্বরদের অধীনে ঘৃণিত দাসজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফ্রান্সেও উন্নতির শত্রুগণ পরিবর্ত্তনে ব্যভিচার আসিবে ভয় দেখাইয়া ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের লোভ দিয়া, জন-সাধারণের মনকে উন্নতির চিন্তা হইতে দূরে আকৃষ্ট করিয়া

পার্থিব উন্নতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উহা লাভ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিব। কিন্তু সে কিসের জন্য? শুধু ভাল আহার ও ভাল বাসস্থানের জন্যই উহা মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, বস্তুতঃ আত্মসম্মান উপলব্ধি ও নৈতিক উন্নতি লাভের জন্যই উহার নিতান্ত দরকার। বর্ত্তমানে যে ভাবে তোমরা নিয়ত অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছ, এরূপ অবস্থায় তোমাদিগের আত্মসম্মান-বোধ ও নৈতিক উন্নতি বিধান করিবার কোন অবসরই নাই। দৈনিক ১০।১১ ঘণ্টা তোমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়, শিক্ষা লাভ করিবার মত সময় তোমাদের কোথায়? তোমরা অধিকাংশই নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী অর্থোপার্জ্জন করিতে পার না; শিক্ষা লাভের উপযুক্ত অর্থ তোমাদের কোথায়? চাকুরীর অনিশ্চয়তায় এবং তাহাতে মাঝে মাঝে বাধা বিপত্তির সম্ভাব দরুণ তোমরা কখন বা অতি পরিশ্রমে, কখন বা নিতান্ত আলস্যে কাল কাটাও; সুনিয়ম ও অবিচলিত অধ্যবসায়ে তোমরা অভ্যস্ত হইবে কিরূপে? উপার্জ্জন নিতান্ত সামান্য বলিয়া তোমরা তোমাদের পুত্র কন্যার জন্য বা নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু মাত্র সঞ্চয় করিতে পার না; মিতব্যয়ে তোমরা অভ্যস্থ হইবেই বা কিরূপে? তোমাদের অনেকেই নিতান্ত অভাববশতঃ সন্তান সন্ততিকে দূরে রাখিতে বাধ্য হও। তাহাদিগকে যে ভালভাবে প্রতিপালন কর তাহাই বা কিরূপ বলিতে পারি? স্নেহ ও যত্ন ছাড়া দরিদ্র শ্রমিকের স্ত্রীর পক্ষে পুত্রকন্যাদিগকে সুন্দর ভাবে প্রতিপালন করাই বা কিরূপ সম্ভব? তথাপি এই স্নেহ ও যত্ন হইতে বহুদূরে কোন কারখানায় মাত্র কয়েক পয়সা দৈনিক পারিশ্রমিকের জন্য তাহাদিগকে কাজে

পাঠাইতে বাধ্য হও। এ অবস্থায় পারিবারিক প্রীতি বিকশিত ও উন্নত হইবার বা সম্ভাবনা কোথায়? তোমাদের কোন নাগরিক অধিকার নাই অথবা যে আইন তোমাদিগের কার্য্য ও জীবনের নিয়ামক তাহাতে কথা বলিবার বা ভোট দিবার কোন অধিকারই তোমাদের নাই। এ অবস্থায় নাগরিক বলিয়া আত্মসম্মান বোধ করিবারই বা তোমাদের কি আছে? সাম্রাজ্যের বিষয়ে কি তোমাদিগের উৎসাহ থাকা সম্ভব? দেশীয় আইনের প্রতি কি শ্রদ্ধাই বা তোমাদের থাকিতে পারে? অন্য শ্রেণীকে যে ভাবে বিচার করা হয়, তোমাদিগকে সে ভাবে বিচার করা হয় না; এ অবস্থায় কিরূপে তোমরা সেই বিচারকে শ্রদ্ধা করিবে বা ভাল বাসিবে? সমাজ তোমাদের উপর কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখায় না; তোমরা সমাজের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবে কিরূপে? তাহা হইলে তোমরা পার্থিব উন্নতি চাও শুধু-নৈতিক উন্নতি লাভের সহায়ক হইবে বলিয়া; তোমরা কম পরিশ্রম করিতে চাও, দৈনিক কয়েক ঘণ্টা মানসিক উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিবে বলিয়া; পারিশ্রমিক বেশী চাও, শুধু কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে বলিয়া; কারণ সঞ্চয় করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে এবং সর্ব্বোপরি তোমাদের উপর যাহারা অত্যাচার করিয়া তোমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়াছে, সঞ্চয় করিতে পারিলে, বর্ত্তমানে তাহাদের প্রতি তোমাদের প্রতিশোধ লইবার ও প্রতিহিংসা এবং অত্যাচার করিবার যে বাসনা আছে, তাহা চলিয়া যাইবে, তোমরা আত্মশুদ্ধি করিতে পারিবে। এই সব কারণে কি তোমরা

তোমাদিগকে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে উহা পাইবেই। কিন্তু মনে রাখিও, এই পার্থিব উন্নতি, ধনৈশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ লাভ তোমাদের মানসিক উন্নতির উপায় মাত্র—উহাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে তোমাদের যে শুধু অধিকার আছে তাহা নহে, বস্তুতঃ ইহা লাভ করাও তোমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, শুধু পার্থিব সুখ সম্পদ লাভের জন্যই চেষ্টা করিয়া বিরত হইও না। তাহাই যদি কর, তবে তোমাদের ও উৎপীড়কদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় থাকিবে? তাহারা উৎপীড়ক ও অত্যাচারী, কারণ তাহারা আপন আপন ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাও করে না। তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি তোমরা পার্থিব উন্নতি অথবা কোন সঙ্ঘ বিশেষের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমাদেরই মধ্য হইতে শত সহস্র নূতন অত্যাচারীর উদ্ভব হইবে। যদি তোমরা বর্ত্তমানের স্বার্থপূর্ণ মানসিক প্রবণতা লইয়া অগ্রসর হও, তাহা হইলে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন প্রকার পরিবর্ত্তনেই তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। কতকগুলি গাছ আছে যাহা প্রয়োগের প্রকার ভেদে ঔষধি অথবা বিষফল প্রদান করে। সঙ্ঘ সমূহও তদ্রূপ; সৎলোক যে কোন সঙ্ঘকে শুভদায়ক করিয়া তুলিতে পারে, আবার অসৎলোক সেই সঙ্ঘকেই অমঙ্গল জনক করিতে পারে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে যে শ্রেণী বর্ত্তমানে তোমাদিগের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে, সেই সেই শ্রেণীকে তোমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য কি

তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যদি সম্ভবমত উন্নত না হও তাহা হইলে কোন কালেই তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবে না।

এ কারণে সামাজিক উন্নতিকামী কেহ যদি কখন তোমাদিগকে বলেন যে তোমাদের অধিকার বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াই তাঁহারা তোমাদিগকে উন্নত করিতে পারেন, তবে তোমরা সদিচ্ছার জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিও কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে কদাচ বিশ্বাস করিও না। দরিদ্রের দুঃখদৈন্য ধনীসম্প্রদায় কিছু কিছু জানেন সত্য, কিন্তু প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করিতে পারেন না। একই সার্ব্বজনীন বিশ্বাসের অভাববশতঃ এবং এতকালের পার্থিব উন্নতি বিষয়ক নীতির নিয়ত প্রচারের ফলে, যাহারা ভুক্তভোগী নয়, তাহারা এই সব দুঃখদৈন্যকে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ধরিয়া লন এবং তাহার প্রতিকারের কষ্টভার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উপর চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। তোমাদিগের দুঃখদৈন্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নহে; সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার হইতেছে, তাঁহাদের স্বাভাবিক গতির ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া—তোমাদের দুঃখদৈন্য যখন সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন তখন তাঁহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করান—তোমাদের সহিত মিলিত করা—এবং যাহাতে তোমাদের দুঃখদৈন্য সম্ভবমত দূর হয়, আবার তাঁহাদেরও কোন ভয়ের কারণ না থাকে, এইরূপ সামাজিক কোন অবস্থা আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তোমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বসূত্রে সংবদ্ধ করান। এ কার্য্য শুধু বিশ্বাসে করিতে পারে, সে বিশ্বাস পৃথিবীতে মানবের

কর্ম্মে অবহেলাকারীদের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করিবার মত বিশ্বাস সে বিশ্বাস মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিশ্বাস যে কর্ত্তব্য সকলকেই, সত্যের জন্য নিয়ত আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া যাইতে আদেশ করে। অধিকার ও পার্থিব উন্নতি বিষয়ক যাবতীয় নীতি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা কোনক্রমেই সফলতা লাভ করিতে পারে না, বরং বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা হেয় সামাজিক পাপ আনয়ন করিয়া থাকে।

হে আমার ইতালীয় শ্রমিকভ্রাতৃবৃন্দ! যখন মহাপুরুষ খৃষ্ট পৃথিবীতে আগমন করিয়া সমস্ত পৃথিবীর মহাপরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধনীসম্প্রদায়কে অধিকার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, কারণ তাহাদের কোন অধিকারেরই অভাব ছিল না; অথবা দরিদ্রদিগকেও ঐ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, কারণ ধনীগণের অনুকরণে তাহারাও অধিকারের অপব্যবহার করিতে পারিত। তাহাদের ইষ্ট ও স্বার্থ সম্বন্ধেও কোন কথা বলেন নাই, কারণ উহাই তাহাদিগকে ব্যভিচারদুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—বলিয়াছিলেন প্রেম, আত্মত্যাগ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে। তিনি বলিয়াছিলেন—"তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহারা নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা অপর সাধারণের উপকার করিয়া গিয়াছে।" যে সমাজহৃদয়ে অনুমাত্র জীবন-স্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হইত না—এই চিন্তাধারা সেই সমাজের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিল—লক্ষ লক্ষ মানব-হৃদয় জয় করিয়া সমস্ত জগত জয় করিল এবং সমগ্র মানব জাতির শিক্ষাকে

আর একপদ অগ্রসর করিয়া দিল। হে ইতালীয় শ্রমিকগণ! খৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিবার কালে জগতের অবস্থা যেরূপ ছিল আমরাও সেইরূপ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি যে বর্ত্তমান সমাজকে পুনর্জীবিত করা ও নবরূপ প্রদান করা নিতান্ত প্রয়োজন, অনুভব করিতেছি যে একই বিশ্বাসে, একই আইনে ও একই উদ্দেশ্যে এই সমাজের সকলকে একত্রিত করা নিতান্ত প্রয়োজন; অনুভব করিতেছি ভগবান প্রদত্ত সর্ব্বজীবের স্বাধীন ক্রমোন্নিত বিধান শক্তিকে। আমরা চাই স্বর্গ যেমন, ধরাতলও তেমনই ভগবানের রাজ্য হউক, অথবা তাহার চেয়েও চাই যে এই পৃথিবী স্বর্গভূমির আয়োজন ক্ষেত্র হউক এবং এই সমাজ ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে নিয়ত অগ্রগামী চেষ্টা স্বরূপ হউক।

বস্তুতঃ যিশুখৃষ্টের প্রত্যেকটী কার্য্য তৎপ্রচারিত সত্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র; এবং তাঁহার চারিপাশে যে ধর্ম্মগুরুগণ বিরাজ করিতেন তাঁহারা যে সত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। তোমরা সেই ধর্ম্মগুরু-গণের মত হও—অবশ্য বিজয় লাভ করিবে। তোমাদের উর্দ্ধতন শ্রেণীদিগের নিকট কর্ত্তব্যের কথা প্রচার কর এবং যতদূর সম্ভব নিজ নিজ জীবনে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চল। ধর্ম্ম, আত্মোৎসর্গ ও প্রেম প্রচার কর এবং তৎসঙ্গে নিজেরাও ধর্ম্ম-প্রাণ হও ও সর্ব্বদা আত্মোৎসর্গে এবং ভালবাসায় তৎপর থাক। তোমাদের মনে যেন কোন প্রকার ক্রোধ, প্রতি-শোধাকাঙ্খা বা ভয় প্রদর্শনের ইচ্ছা না থাকে। যদি ভয় প্রদর্শনই দরকার হয়, তবে দৃঢ় ভাবে সত্য কথা বল;

বিশেষ ফল হয় না আর নির্ভীক দৃঢ়, সত্য কথার মত ভয় দেখাইবার জিনিষ অন্য কিছু নাই। তোমরা যখন তোমাদের সঙ্গিদিগকে ভবিষ্যতের আশার বাণী শুনাইতে চাও—তাহাদিগকে জাতীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চাও—যে জাতীয়তা তাহাদিগকে দেশের নিকট যশ, শিক্ষা, উচ্চপদ, পর্য্যাপ্ত মাহিয়ানা এবং তৎসঙ্গে আত্মসম্মান জ্ঞান ও উপযুক্ত অবসর আনিয়া দিবে তাহার কথা বলিতে চাও—কিম্বা যখন বর্ত্তমান সয়তানী গভর্ণমেণ্ট ও বিদেশীয়ের প্রবল প্রতিযোগীতা ব্যর্থ করিয়া ঐ সমস্ত জয় করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাও, তখন তোমরা নিজকে নিজে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাক; নিজকে উন্নততর করিয়া লও এবং আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ হইয়া উঠ। ইতালীর কোন বিস্তৃত অংশের জনসাধারণের পক্ষে এ কার্য্য নিতান্তই অসম্ভব। জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ও রাষ্ট্রবিপ্লব সাধন না করিয়াই ঐ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ কোন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পদ্ধতি গড়িয়া তুলা যাইতে পারে না; যাহারা এইরূপ কোন শিক্ষা পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবে বলিয়া আশা করে, তাহারা আত্মপ্রবঞ্চনাই করিয়া থাকে; এবং যাহারা এইরূপ শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ভিন্ন কোন প্রকার উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই প্রচার করিয়া থাকে, তাহারা শুধু বক্তৃতাই দেয়, কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু তোমাদের ভিতর, যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং যাহারা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিয়া উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে, এ কার্য্য তাহারাই সাধন করিতে পারে এবং একারণ তাহাদেরই ইহা সাধন

করা নিতান্ত উচিত। এইরূপ কতিপয় ব্যক্তি মাত্র যদি, যে প্রকৃত শিক্ষার মূলসূত্রের উপর জনসাধারণের সৎশিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারাই জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারে,—তাহাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে এবং পদে পদে যে ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যা উপদেশ উপস্থিত হইবে তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে।

---

(২)

ঈশ্বর

ঈশ্বরই সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের মূল। ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের মধ্যেই কর্ত্তব্যের সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং এই বিধিনিয়মকে ক্রমাগত আবিষ্কৃত করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলাই সমগ্র মানব সমাজের একমাত্র কার্য্য।

ঈশ্বর আছেন একথা তোমাদিগের নিকট প্রমাণিত করিবার আমার কোনই আবশ্যকতা বা ইচ্ছা নাই। আমার মতে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে যেরূপ মূর্খতা প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ তিনি আছেন ইহা প্রমান করিতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে অপমান করা হয়। ঈশ্বর আমাদের বিবেক বুদ্ধিতে—সমগ্র মানব সমাজের বিবেক বুদ্ধিতে এবং এই জগৎ সংসারের সর্ব্বত্র, সর্ব্বঘটে, সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। মানব তাঁহাকে রূপান্তরিত বা বিকৃত করিয়া দেখিতে পারে কিন্তু কখনও তাঁহার নাম গোপন করিতে পারে নাই। নিখিল তাহার সুশৃঙ্খলা, সুসঙ্গতি এবং গতিবিধির অপূর্ব্ব জ্ঞানের মধ্য দিয়া নিয়ত তাহাকেই প্রকাশ করিতেছে। তোমাদের মধ্যে অবশ্য কেহ নাস্তিক নাই; যদি বা কেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার না করিয়া বরং তাহার জন্য তোমাদের অশ্রু বিসর্জ্জন করাই সঙ্গত হইত। যে ব্যক্তি নক্ষত্র খচিত রজনীতে—অথবা প্রাণপ্রিয় প্রিয়জনের শ্মশান-ভূমিতে, কিম্বা পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অস্বীকার

করিতে পারে—সে হয় অতি বড় দুঃখী—না হয় অতি বড় কুক্রিয়াসক্ত। এ কথা সুনিশ্চিত যে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম নাস্তিক সমসাময়িক অপরাপর লোকের নিকট হইতে তাহার স্বকৃত দুষ্কৃতি গোপন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভগবানকে অস্বীকার করিয়া তাহার পাপের একমাত্র সাক্ষীকেও বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিল ও আপনার অন্তরাত্মাকে কণ্ঠরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। হয়ত বা সে অতিশয় অত্যাচারী ছিল—হয়ত বা সে তাহার ভাইদের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের অর্দ্ধেক আত্মা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল—হয়ত বা সে বিশ্বাস ও শাশ্বত অধিকারের পুণ্যপীঠে পাশবিক অত্যাচারের পূজা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে দেশে দেশে এরূপ অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার ব্যভিচার দর্শনে, নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সে বেশী দিনের কথা নহে—যে সময় কোন শ্রেণী বিশেষ বা অত্যাচারী শক্তি বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত মিথ্যা ও নিতান্ত মূর্খতা ব্যঞ্জক ধর্ম্মমত দর্শনে বহুলোক ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিল। তাহাদের এইভাব অতি অল্প সময়ই স্থায়ী হইয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যেই তাহারা ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানের ও প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃ মনঃকল্পিত দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানেও এমন অনেক লোক আছে যাহারা সকল ধর্ম্মই ব্যাভিচার দুষ্ট দেখিয়া এবং ভবিষ্যতে কোন পবিত্র ধর্ম্মের সম্ভাবনা দেখিতে না পারিয়া, সকল ধর্ম্মকেই ঘৃণা করে; অথচ নিজকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেও সাহসী নহে। বর্ত্তমানে এমন অনেক ধর্ম্ম যাজকও আছেন যাঁহারা

লাভক্ষতি করিয়া ঈশ্বরের নাম মুখে আনেন এবং ঈশ্বরকে প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া সাধারণ ব্যক্তিকে ভয় দেখান। এইরূপে তাঁহারা ঈশ্বরের নামের কলঙ্কই প্রচার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে এমন অনেক উৎপীড়ক আছে যাহারা ভগবানের নামে উৎপীড়ন করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় সূর্য্যের আলোক মেঘান্তরাল হইতে মলিন হইয়া আসে বলিয়াই কি আমরা সূর্য্যকে অস্বীকার করিব, তাহাকে জগৎ উজ্জ্বলকারী বলিব না? যেহেতু স্বাধীনতা পাইলে দুষ্টলোক মাঝে মাঝে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি আমরা স্বাধীনতাকে অভিশম্পাত করিব? মানবকৃত সহস্র মিথ্যা ও ব্যাভিচার দ্বারা ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হইলেও, ঐ সমস্তের মধ্য দিয়াও, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস অবিনশ্বর দীপ্তিতে চির দেদীপ্যমান। ঈশ্বর আছেন; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মানবও জগতে বর্ত্তমান আছে। মানব যেমন দাসত্ব ও দুঃখদৈন্যের মধ্য হইতেও ধীরে ধীরে বিবেকবুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য এবং স্বাধীনতা জয় করিয়া লয়, সেইরূপ ব্যাভিচার দুষ্ট ধর্ম্মমতের ধ্বংশাবশেষ হইতেও ঈশ্বরের পবিত্র নাম, পবিত্রতর, অধিকতর একাগ্র ও সুযুক্তি পূর্ণ পূজার মধ্যে দ্বিগুণ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়।

তাই আমি ঈশ্বরের সত্বা প্রমাণ বাসনায় বা তোমাদের কেন তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ তাহা বলিবার ইচ্ছায়, তোমাদের নিকট তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি না; তোমরা ত তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াই থাক। এমন কি যখনই তোমরা নিজের নিজের এবং চতুপার্শ্বস্থ জীবের মধ্যে জীবন স্রোত অনুভব কর, তখনই ত তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়াও তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকে।

তোমাদের নিকট তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছি মাত্র কি ভাবে তোমাদের তাঁহাকে পূজা করা উচিৎ তাহাই বলিবার জন্য এবং নিরীশ্বরবাদের মতই ভয়ঙ্কর একটা ভ্রান্তি, যাহা বর্ত্তমানে তোমাদের শাসনকর্ত্তাদিগের ও তাহাদের দৃষ্টান্তে তোমাদেরও কাহারও কাহারও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য।

এই ভয়ঙ্কর ভ্রান্তি হইতেছে, ঈশ্বরকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে—এই জগৎ, যথায় তোমাদিগকে অনন্তজীবনের একাংশ পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে, সেই জগৎ হইতে—পৃথক করিয়া দেখা। একদিকে যেমন কেহ কেহ বলে—"ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তুমি মাত্র তাঁহার অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে পার। মানব এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। তুমি তোমার বিবেক বুদ্ধিমত সে প্রশ্নের সমাধান করিয়া লও অথবা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে থাক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমার মীমাংসা বা চিন্তার ধারা তুমি তোমার সঙ্গীদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিতে বসিও না, অথবা জগতের কোন বিষয়ে উহাকে আরোপ করিতে যাইও না। রাজনীতি এক, ধর্ম্ম আর; ভুল করিয়া উভয়কে মিশাইতে চেষ্টা করিও না। স্বর্গ যে কি তাহার সমস্ত আলোচনা প্রতিষ্ঠাবান ধর্ম্মগুরুদের হাতে ছাড়িয়া দাও, আর তাহাকে স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া লইবার মত স্বাধীনতা নিজের জন্য রাখ। প্রত্যেককে নিজ নিজ সাধ্য ও ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্ম-চিন্তা এবং বিশ্বাস করিতে দাও? মাত্র পার্থিব বিষয়ের জন্য তোমার সকলের সহিত মিলিত হওয়া দরকার। তুমি বস্তুতান্ত্রিক,

মত ও সকল মানবের সমান অধিকারে বিশ্বাস কর? তুমি কি অধিকাংশের মঙ্গল কামনা কর? তুমি কি সর্ব্বসাধারণের মুক্তি চাও? তবে তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভের জন্য অপরের সঙ্গে একত্র মিলিত হও; এ জন্য যে তোমাদের সকলেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে একই রূপ ধারনা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা নহে।"

আবার অন্যদিকে কেহ কেহ বলে—"ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সমুদায় সৃষ্টি অপেক্ষা অতি মহৎ, অতি উন্নত। এ জগৎ জড়পিণ্ড বিশেষ—এ জীবন ক্ষণ-স্থায়ী। যতদূর সম্ভব জগৎ হইতে দূরে থাক এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য বেশী করিয়া ধরিও না। আত্মার অবিনশ্বরত্বের তুলনায় পার্থিব সম্পদের মূল্য কতটুকু? এই কথা মনে রাখিয়া স্বর্গের দিকে তোমার দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখ। মর্ত্ত-লোকে তুমি কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছ—তাহাতে তোমার কি আসে যায়? মৃত্যু তোমার অদৃষ্টের লিখন। আর মৃত্যুর পর, জীবনে তুমি ঈশ্বরের জন্য কতটুকু ভাবিয়াছ তাহা দেখিয়া ঈশ্বর তোমার বিচার করিবেন। পার্থিব বিষয়ে তুমি কতখানি চিন্তা করিয়াছ তাহা তিনি সে সময় ধরিবেন না। তুমি কি দুঃখে আছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি তোমাকে দুঃখে রাখিয়াছেন। পার্থিব জীবন তোমার পরীক্ষার কাল। পৃথিবী তোমার নির্ব্বাসন ভূমি, ঘৃণায় ইহাকে দূরে রাখ। দুঃখ দৈন্য এবং দাসত্বের মধ্যেও ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পার এবং ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, তাহাকে উপাসনা করিয়া, পার্থিব সম্পদকে অবহেলা করিয়া ও ভবিষৎ জীবনে তুমি যে মহাপুরস্কার লাভ করিবে তদ্বিষয়ে বিশ্বাসবান হইয়া, তুমি তোমাকে পবিত্র করিয়া লইতে পার।"

তোমাদের নিকট যাহারা উক্ত দুই প্রকারের কথা বলিয়া

থাকে তাহাদের প্রথম শ্রেণী ঈশ্বরকে ভাল বাসে না; দ্বিতীয় শ্রেণী ঈশ্বরকে সম্যক বুঝিতেই পারে না।

তোমরা প্রথম শ্রেণীকে বল—"মানব এক, তাহাকে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পার না। সে যখন তাহার উৎপত্তি ও সমাপ্তি এবং পৃথিবীতে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একমত নহে, তখন তুমি তাহাকে তোমার নীতি দ্বারা তাহার সমুদায় প্রতিষ্ঠান নিয়মিত করা উচিৎ বলিয়া স্বীকার করাইয়াও লইতে পার না। ধর্ম্মই জগৎ শাসন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা যখন তাহাদের পরমেশ্বর ব্রহ্মার কেহ মস্তক হইতে, কেহ হস্ত হইতে, কেহ পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইল, তখনই তাহারা তদনুসারে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সমাজ গড়িয়া তুলিল। প্রথম শ্রেণীকে যাবতীয় মনস্তত্ত্বের অধিকার দেওয়া হইল, দ্বিতীয় শ্রেণীকে যুদ্ধ বিগ্রহের কার্য্যভার অর্পণ করা হইল এবং তৃতীয় শ্রেণীকে হেয় দাসত্ব করিবার জন্যই রাখা হইল। এইরূপে তাহারা আপনাদিগকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া ফেলিল—বর্ত্তমানেও তাহাদের এই অবস্থাই চলিতেছে। যতদিন ঐরূপ ধর্ম্মনীতির উপর তাহাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন তাহারা চলচ্ছক্তিহীনই থাকিবে। যিশুখৃষ্ট যখন প্রচার করিলেন—সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলেই ভাই ভাই, তখন আইন প্রণেতাগণের ও দার্শনিকগণের, বহুদিন প্রচলিত মানবকে দুই ভাগে বিভক্তকারী যত কিছু আইন ও অনুশাসনও দাসত্বপ্রথা রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। সমাজ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গড়িয়া উঠিল। উন্নততর ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠতর সামাজিক উন্নতিও যে সাধিত হয়

তাহা আমরা মানব ইতিহাসে দেখাইতে পারি। কিন্তু তুমি তোমার ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন নীতির পরিণাম ফল বিপ্লব ভিন্ন অন্য কিছুই দেখাইতে পার না। চিরকাল তুমি ধ্বংস করিতেই সমর্থ—কোন কিছু গড়িয়া তোলা তোমার সাধ্য নহে। যদি শক্তি থাকে এ কথা অস্বীকার কর। তুমি তোমার প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যাবতীয় চিন্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছ—কোথায়?—ব্যবসায়ে, বিপ্লবের মধ্যে, অর্থাৎ কি না দুর্ব্বলের উপর অযথা উৎপীড়নে; রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতায়, অর্থাৎ কি না যাহাদের নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত অর্থ, সময় ও শিক্ষা নাই, তাহাদের অভিশাপে; নীতি ক্ষেত্রে স্বার্থ পরতায়, অর্থাৎ কিনা যাহারা দুর্ব্বল, নিজেরা নিজেদেরই সাহায্য করিতে পারে না, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের ধ্বংসের মধ্যে। কিন্তু আমরা যে চাই পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইতে, পরস্পর একত্র মিলিত হইতে। সকলের মধ্যে ভাই ভাই বিশ্বাস ছাড়া ইহা কিরূপে সম্ভব? একই পথ প্রদর্শক নীতিতে বিশ্বাসবান, একই ধর্ম্ম বিশ্বাসে একত্র-মিলিত, একই নামে সকলে একত্রিত, এইরূপ ভাই ভাই ভিন্ন সে সঙ্ঘবদ্ধতা, সে একতা আসিবে কিরূপে? আমরা শিক্ষা চাই? কিন্তু আমাদের উৎপত্তি, জীবনের উদ্দেশ্য, এবং এই পৃথিবীতে আমাদের জীবনের অর্থ বিষয়ক একমাত্র বিশ্বাসের অভিব্যক্তি-স্বরূপ একমাত্র নীতিজ্ঞান ভিন্ন এই শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যায়, আর কিরূপেই বা গ্রহণ করা চলে? আমরা আমাদের সকলের জন্য একই শিক্ষা চাই;—একই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান না হইয়া এই শিক্ষা কিরূপে দেওয়া যায় বা গ্রহণ করা যায়? আমরা

সার্ব্বজনীন কর্ত্তব্য জ্ঞান ছাড়া সে জাতীয়তা কিরূপে সম্ভব? সার্ব্বজনীন মত মহৎ বিষয় সন্দেহ নাই কারণ গুরুতর বাধাবিঘ্নহীন উপায়ে দেশ শাসন করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু যে দেশে একই ধর্ম্মবিশ্বাসে সকলে বিশ্বাসবান, মাত্র সেই দেশেই ইহা জনসাধারণের সত্যকার সার্ব্বজনীন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে; যে দেশ একমাত্র বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে দেশে ইহা মাত্র সংখ্যায় অধিক শ্রেণীর অপরাপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝায় না। যে দেশ এক বিশ্বাসে বিশ্বাসবান নহে—সে দেশে রাজনৈতিক উন্নতি ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল বা স্বার্থের সঙ্গে যতক্ষণ সংবদ্ধ, ততক্ষণই স্থায়ী হয়; তাহার অধিক কাল নহে! বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে।"

অপর শ্রেণী যাহারা পৃথিবী হইতে পৃথক করিয়া স্বর্গের কথা বলে, তাহাদিগকে বল—"স্বর্গ ও পৃথিবী, গন্তব্য স্থান ও তথায় পৌঁছিবার পথেরই মত; বস্তুতঃ এক, পৃথক নহে। আমাদের নিকট পৃথিবীকে মাত্র জড়পিণ্ড বলিও না। এ জগৎ ভগবানের। আমরা এই জগতের সাহায্যে স্বর্গে আরোহণ করিব বলিয়া ঈশ্বর ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এ জগৎ মাত্র পাপক্ষালন করিবার ও বিদেশী পথিকের ক্ষণকাল অবস্থানের স্থান নহে। আমরা আমাদের আত্মার উন্নতির জন্য এবং উন্নততর জীবন লাভের জন্য কার্য্য করিব বলিয়া এই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে মাত্র চিন্তা করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, বস্তুতঃ কার্য্য করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি বলিতেছ যে স্বর্গ বিষয়ে একাগ্র ভাবে চিন্তা করিবার জন্য আমাদের পার্থিব

বিষয় সমূহকে, এমন কি মানব জীবনকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করা উচিৎ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মানবজীবন কি? ইহা কি স্বর্গীয় জীবন লাভের সোপান নহে? তুমিও ত স্বীকার কর যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভই স্বর্গ লাভের সর্ব্বশেষ সোপান অথচ জগতকে তুমি অপবিত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছ। তুমি কি বুঝিতে পার না যে এইরূপে তুমি আমাদের সেই আশীর্ব্বাদ লাভের পথ বন্ধ করিয়া দিতেছ? জীবনের সমস্ত অবস্থাতেই আত্মা পবিত্র, এই পার্থিব অবস্থাতেও আত্মা পবিত্র এবং ভবিষ্যতে যত প্রকার অবস্থা আসিবে সে সমস্ত অবস্থাতেই উহা পবিত্রই থাকিবে। একারণ জীবনের প্রত্যেক অবস্থা পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর মাত্র। যে জীবন-স্ফুলিঙ্গ ভগবান আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং আমাদের ব্যষ্টির মধ্যদিয়া সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন সেই অনির্ব্বাণ জীবন শিখার ক্রমউর্দ্ধগতিকে সাহায্য করিয়া যাওয়াই জীবনের প্রত্যেক ক্ষণস্থায়ী অবস্থার একান্ত কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর তোমাদিগকে এ জগতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তোমাদেরই মত লক্ষ লক্ষ মনের দ্বারা তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। এই লক্ষ লক্ষ মানবের মন তোমাদের মন দ্বারাই লালিত হয়— ইহাদের উন্নতি তোমাদের উন্নতির সহিতই অগ্রসর হয় এবং ইহাদের জীবন তোমাদের জীবন দ্বারাই উর্ব্বর হয়। তোমাদিগকে একা একা অবস্থানের বিপদ সমূহ হইতে রক্ষা করি-বার জন্যই তিনি তোমাদিগকে নানা প্রকার অভাব দিয়াছেন— যে অভাব তোমরা নিজে নিজে পূরণ করিয়া লইতে পার না। পশুদিগের মধ্যে যে সামাজিক প্রবণতা সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান সেই প্রবণতা তোমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন,—এই

জন্যই তোমরা পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহাকে বস্তুজগত বলিয়া উপেক্ষা কর—তিনি তোমাদেরই জন্য তাহাকে প্রাকৃতিক সুষমায় ও জীবনে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের ভুলিয়া যাওয়া নিতান্ত অনুচিৎ যে সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে এই জীবন ভগবানেরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এই জীবন বহিঃপ্রকাশের জন্য তোমাদেরই কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে এবং তোমাদের কর্ম্মের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তিনি তোমাদিগকে শোকাভিভূতের প্রতি সহানুভূতি ও অনুকম্পার স্পৃহা দিয়াছেন—অপরের আনন্দে আনন্দিত হইবার ইচ্ছা দিয়াছেন—অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধের প্রবৃত্তি দিয়াছেন—সত্যের প্রতি একান্ত আগ্রহ দিয়াছেন—অপরিজ্ঞাত পূর্ব্ব সত্যের আবিষ্কারকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বাসনা দিয়াছেন—যাহারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে এই সত্য নিয়োগ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার উৎসাহ দিয়াছেন এবং যাঁহারা এইরূপ প্রচেষ্টায় অকৃত কার্য্য হইয়া আপন বুকের রক্তে আত্ম বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, তাঁহাদের প্রতি পবিত্র শ্রদ্ধা দিয়াছেন; তথাপি তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে চাও? তথাপি তোমারা জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঈশ্বর যে সমস্ত ইঙ্গিত তোমাদের চতুষ্পার্শে মুক্ত হস্তে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন সে সমস্তই অস্বীকার করিতে চাও? অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে অন্তর পরিশুদ্ধির উপদেশ দাও? কিন্তু এই পার্থিব জগৎ ছাড়িয়া দিয়া অন্তর পরিশুদ্ধির চেষ্টাও ত কখন সার্থক হইতে পারে না; তাহা যে নিতান্তই অসম্ভব।

যাহারা পার্থিব জগৎকে উপেক্ষা করিয়া অন্তর পরিশুদ্ধির চেষ্টা

করে, ভগবান কি তাহাদের শাস্তি দেন না ? দাস যাহারা তাহারা কি অধঃপতিত নয় ? যাহাকে তোমরা পার্থিব আখ্যা দাও, সেই ইন্দ্রিয় সুখের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে দৈনিক শ্রমিকগণ কি কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়ে নাই ? যতদিন না তাহারা এই ব্যর্থ চেষ্টার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি ঈশ্বর দত্ত মহামূল্য জীবনকে বিবেক-বিচার-বিহীন নিরর্থক কার্য্য পরম্পরায় তাহারা নষ্ট করে না ? তোমরা কি স্বদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রবৃত্ত পোলদিগের হইতে দাস রাশিয়ান দিগের মধ্যে অধিকতর জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিতে পাও ? তোমরা কি দ্বাদশ শতাব্দীর লম্বার্ডের গণ-তান্ত্রিক ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের গণতান্ত্রিক প্রজাগণের অপেক্ষা পোপ বা যে কোন অত্যাচারী রাজার অধঃপতিত প্রজা-গণের মধ্যে অধিকতর একাগ্র ভগবৎ প্রেম দেখিতে পাও ? আমাদের পরিচিত ধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে যেখানেই ভগবানের ঐশী শক্তি বিদ্যমান সেইখানেই স্বাধীনতা বর্ত্তমান। তিনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবারই কথা ছিল ; কারণ যাহাকে মানুষের পদতলে পড়িয়া থাকিতে হয়, সে কি কখন ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারে, না তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারে ? তোমাদের ধর্ম্ম নাই। যে ধর্ম্মের তোমরা উপাসক, তাহা সেই শ্রেণীর লোকের, যাহারা তাহাদের উৎপত্তি স্থান ভুলিয়া গিয়াছে—দূষিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদের পিতৃপিতামহ নিয়ত যে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে—এবং জগতের নবরূপ প্রদানকারী যাহা কিছু তাঁহারা সাধন করিয়াছিলেন, তাহার কথাও ভুলিয়া গিয়াছে। ওগো কল্পনার মানবগণ ! তোমরা আজ সেই জগৎকেই

ঘৃণা করিতেছে! এই বহু পুরাতন জরাজীর্ণ ধর্ম্মসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে কোন নূতন ধর্ম্মই উত্থিত হউক না কেন, যদি সত্য সত্যই তাহাতে আন্তরিকতা থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্মই বর্ত্তমান সমাজের সমুদয় বিধি ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে; কারণ সকল প্রকার আন্তরিক বিশ্বাসই মানবের যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টিত হয়—কারণ সব যুগেই এই মাটির পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে—কারণ মনুষ্য জীবনের সকল ইতিহাসই কালধর্ম্ম বশতঃ ভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন মাত্রায় পুনরভিনীত হইয়া থাকে। খৃষ্টানদিগের প্রার্থনার মধ্যে ইহাই লিখিত আছে—"হে প্রভু স্বর্গের মত ধরাতলও তোমারই রাজত্ব।"

ভ্রাতৃগণ! "স্বর্গের মত ধরাতলও তোমারই রাজত্ব" এই কথাটি অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানে তোমরা অধিকতর গভীররূপে বুঝ এবং বুঝিয়া তাহাকে অধিকতর সুন্দর রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ কর। তোমাদের সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস এই কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই কথা দিয়াই তোমরা ঈশ্বরোপসনা করিতে থাক। বার বার উহাকে উচ্চারণ কর এবং এমন ভাবে কার্য্য করিয়া যাও যাহাতে ঐ কথা সিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে। শুনিও না তাহাদের কথা, যাহারা তোমাদিগকে ভগবানের নিকট নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের কথা বলে—যাহারা তোমাদিগকে পার্থিব বিষয়ের উপর বীতস্পৃহ হইতে উপদেশ দেয়—যাহারা তোমাদিগকে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির নিকট বাধ্য থাকিতে বলে। না বুঝিয়াই তাহারা বলে যে—সিজারের যাহা তাহা সিজারকে দাও আর ভগবানের যাহা তাহা ভগবানকে দাও। তাহারা কি

তোমাদিগকে বলিয়া দিতে পারে কি সে বিষয় যাহা ভগবানের নয়? সিজারের এমন কিছুই নাই, যাহার সঙ্গে ভগবানদত্ত বিধির কোনই সামঞ্জস্য নাই। আর সিজার কি?—না পার্থিব শক্তি—বিচারক রাজতন্ত্র; আপনার সামর্থ্য মত ইহা ত ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই প্রতিনিধি। কিন্তু যখনই ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখনই—তোমাদের অধিকার বলিব না—তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করা। যদি তোমরা আপন আপন অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী ভগবানের উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া তুলিতে চেষ্টা না কর, তবে আর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিসের জন্য? একেশ্বর জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকল জাতির একত্বে বিশ্বাস। মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই যে স্বেচ্ছাচার মূলক বা পরস্পরের প্রতি শত্রুতা জনিত পার্থক্য এবং বিভাগ, যদি এই সমস্ত নির্ম্মূল করিতেই তোমরা প্রাণপণ না কর, তবে আর একেশ্বর বাদে এবং জাতিসমূহের মূলগত একত্বে বিশ্বাস কর কেন? যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং যাহারা মানবের দায়িত্ববুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া তুলে, তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেই যদি চেষ্টা না কর, তবে আর মানবের জন্মগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস কর কেন এবং স্বাধীনতাকেই সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বজ্ঞানের মূল বলিয়া মানিয়া লও কেন? ভাইকেই যদি পদদলিত, অধঃপতিত এবং লাঞ্ছিত হইতে দাও, তবে আর সর্ব্বমানবের ভ্রাতৃত্বের কথা বল কেন? পৃথিবী আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র, ইহাকে আমরা অভিসম্পাত করিতে পারি না; বস্তুতঃ ইহাকে আমাদের পবিত্র করিয়া তুলিতে হইবে।

দিগকে আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না; তাহাদিগকে আমাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন এ কার্য্য তোমরা করিতে পার না। তোমাদিগকে আমি কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছি—বলিয়াছি যে একমাত্র অধিকার জ্ঞান তোমাদিগকে চিরকাল উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং ক্রমিক উন্নতির যে কথা তোমরা বলিয়া থাক, উহা সাধন করিবার পক্ষেও এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত নহে। এক্ষণে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া আমরা কর্ত্তব্য-জ্ঞান পাইব কোথা হইতে? তোমরা যে কোন প্রকার শাসন পদ্ধতি নিজেদের মঙ্গলের জন্য বাছিয়া লও না কেন, ঈশ্বরকে বাদ দিলে উহার মূল হইবে অন্ধ, পাশবিক, অত্যাচারী শক্তি মাত্র। ইহা না হইয়া পারে না। মানবের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয় কোন ঈশ্বরদত্ত নীতির উপর নির্ভর করিবে—এই নীতি আবিষ্কার করিয়া লইতে আমরা সকলেই সমান অধিকারী; না হয় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করিবে। হয় আমাদিগকে ঈশ্বরের আদেশ মানিয়া লইতে হইবে—না হয় মানবের অধীনে দাসত্ব করিতে হইবে—সে মানব এক বা বহু যাহাই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। যে কেহ যখনই আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মানসিক বলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে, তখনই সে আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিবে। এক্ষণে যদি সমগ্র মানব মনের উপর প্রভুত্ব করিবার মত কোন শ্রেষ্ঠতর মন না থাকে, তাহা হইলে আমাদের সহচর মানবের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবে কে?

আইন আমাদের না থাকে, তাহা হইলে আর কোন আইন সম্ভব যদ্বারা কর্ম্ম বিশেষকে সৎ বা অসৎ বলিয়া বিচার করিতে পারি ? কাহার নামে এবং কিসের নামে অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিব ? ঈশ্বরকে বাদ দিলে কার্য্য পরিণাম ভিন্ন আর কোন্ শাসন কর্ত্তা আছে ? এই কার্য্যপরিণাম বিপ্লবই হউক বা বোনাপার্টী ই হউক, ইহারাই পদে বস্তুতান্ত্রিকেরা নিয়ত আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইতালীয় ও অন্যান্য দেশের বস্তুতান্ত্রিকেরা আমাদের মূল নীতি মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও এই কার্য্যপরিণামের দোহাই দিয়াই উদ্যমহীনতাকে সমর্থন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া কিরূপে তাহাদিগকে আত্মত্যাগ ও পরার্থে মৃত্যু বরণ করিতে বলিব ? মাত্র আমাদিগের সুবিধার জন্যই কি আমরা আমাদের নীতিকে কার্য্য ও কার্য্যকে নীতিতে পরিণত করিব ? প্রতারিত হইও না। যতদিন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত নীতিতে, ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলিব, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে যাহা পাইতেছি সেই কথার সহযোগিতা—কার্য্যের নয়—তাহাই পাইতে থাকিব। যে কথা সকল মহাবিপ্লবেই উচ্চারিত হয়—যে কথা ক্রুজেড যুদ্ধের সময় উচ্চারিত হইয়াছিল সেই "ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত! ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত!" কথা মাত্র অলসকে কর্ম্মপ্রবণ, ভীরুকে সাহসী, দ্বিধাযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মত্যাগে উৎসাহী এবং যাহারা মানবের সর্ব্বপ্রকার চিন্তাকে অবিশ্বাস করে, তাহাদিগকে বিশ্বাসবান করিয়া তুলিতে পারে। মুক্তি ও ক্রমোন্নতির নামে তোমরা মানবকে ডাকিতেছ,—তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে উহা ভগবানের অভিপ্রায়ের অংশ বিশেষ, তাহা হইলে আর কেহ সে আহ্বান

উপেক্ষা করিবে না। তাহাদিগের নিকট প্রমাণ কর যে, যে কার্য্য এ জগতে পরিসমাপ্ত করিবার আছে, তাহা তাহাদের অনন্ত জীবনেরই একটা প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ ; তাহা হইলেই ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সম্মুখে, বর্ত্তমানের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইবে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া তোমরা আদেশ মাত্র করিতে পার, কিন্তু সেই আদেশ পালনে প্রবৃত্ত করিতে পার না ; তোমরা তোমাদের মত অত্যাচারী মাত্র হইতে পার কিন্তু কখনও শিক্ষক বা ধর্ম্মগুরু হইতে পার না।

"ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত !" এ বাক্য জনসাধারণের ; হে ভ্রাতৃগণ ! এ বাক্য তোমাদেরই জনসাধারণের—ইতালীর জাতীয়তার। হয়ত কেহ কেহ বলিবে যে ইতালীয় প্রতিভা রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণের উপযুক্ত নহে এবং ধর্ম্মোৎসাহ চিরদিনের মত ইতালী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তোমরা, যাহারা জাতীয়তার প্রতি অকপট প্রেম লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ঐ সব লোকের কথায় তাহারা আপনাদিগকে প্রতারিত হইতে দিও না। নানা প্রকারে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, যতদিন ইতালী মহত্ত্ব ও পরিশ্রম-শীলতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন সে তাহার ধর্ম্মানুরাগ হারায় নাই। কিন্তু ষোড়শ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের যখন অধঃপতন হইল, ইতালীবাসীর সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা যখন বিদেশী পঞ্চম চার্লসের অস্ত্রে ও পোপদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় পর্য্যুদস্ত হইল এবং আমরা যখন আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া স্পেনিয়ার্ড, জার্ম্মাণ ও ফরাসীদের জীবন যাপন আরম্ভ করিলাম, তখনই ইতালীর ধর্ম্মানুরাগ অন্তর্হিত হইল। তাহার পর হইতে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইতালীর দুরবস্থায় উদাসীন, আত্মনুরাগে ক্ষ' চিত্ত-

বিনোদনের জন্য, তাহাদের নিকট ইতালীর সর্ব্বসাধারণকে ও সর্ব্ব-বিষয়কে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার পর হইতেই ইতালীয় ধর্ম্মযাজকগণ কোন প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্যকে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব দেখিয়া, আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় ও আপন আপন নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হইলেন; জনসাধারণের কথা আর ভাবিলেন না। অথচ এই জনসাধারণকে শিক্ষিত করা ও তাহাদিগকে নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করা, তাঁহাদেরই নিতান্ত উচিৎ ছিল। এইরূপে জনসাধারণ শিক্ষিত-জনগণ কর্ত্তৃক উপহসিত, ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সাধারণের কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, শিক্ষিতসম্প্রদায়কে ঘৃণা, ধর্ম্মযাজকগণকে অবিশ্বাস, পূর্ব্বপ্রচলিত সমুদায় ধর্ম্মমতকে দূষিত বলিয়া বুঝিয়া, সকল ধর্ম্মমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। তদবধি আমরা অভ্যাস ও অজ্ঞানতা বশতঃ অথবা শাসনকর্ত্তৃপক্ষ প্রবর্ত্তিত অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে ডুবিয়া, আপনাদিগকে অধঃপতিত ও নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিতেছি। কিন্তু আবার আমরা মহত্ত্বে ও সম্মানে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিতে চাই। আমরা আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত মনে রাখিব। ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমরা সে ইতিবৃত্তের কথা মনে রাখিব ও দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে লাম্বার্ড ভ্রাতৃগণ যে পররাজ্য লোলুপ আততায়ী জার্ম্মাণগণকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্য ও স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সেই যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমস্ত প্রাণদিয়া বিশ্বাস করিব।—মনে রাখিব টাসকান্ নগরী সমূহের গণতান্ত্রিকেরা ধর্ম্মমন্দিরে পার্লামেণ্ট সংস্থাপিত করিয়াছিল।—মনে রাখিব ফ্লোরেন্সের শ্রমিকগণ মেডিসি বংশের অধীনে তাহাদের গণতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন

দিতে স্বীকৃত হয় নাই এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া যিশুখৃষ্টকেই তাহাদের গণতন্ত্রের নেতৃত্বে নির্ব্বাচন করিয়াছিল।—মনে রাখিব সন্ন্যাসী সাভনরোলা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও জনসাধারণের অধিকার সমভাবে প্রচার করিয়া এবং ১৭৪৬ খৃঃ জেনোয়ার অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবী কুমারী মেরীর নামে অনুপ্রাণিত হইয়া, মাত্র প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে, দুর্ম্মদ জার্ম্মাণ সৈন্যের কবল হইতে তাহাদের নগরের স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়াছিল।—আর মনে রাখিব এইরূপ অন্যান্য মহৎ ঘটনাবলি, যাহা ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া ইতালীর জনসাধারণের চিত্তভূমিকে সুরক্ষিত ও উর্ব্বর করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মপ্রবণতা চিরদিনের মত ইতালী হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, বস্তুতঃ উহা পুনরায় জাগ্রত হইবার অপেক্ষায় আমাদের জনসাধারনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। যিনি উহাকে জাগ্রত করিবার উপায় জানেন, তিনি ২০ জন রাজনৈতিকের সর্ব্বপ্রকার নীতি হইতে অনেক বেশী জাতীয় উপকার সাধন করিতে সক্ষম। বিদেশী রাজতন্ত্রের অনুকরণে এতাবৎ যাহারা ইতালীকে স্বাধীন করিবার জন্য যত প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, হয়ত বা তাঁহারা এই ধর্ম্ম প্রবণতার অভাব বশতঃ অথবা উদ্দেশ্য অপ্রকাশ রাখার জন্যই তাঁহাদের প্রচেষ্টায় সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত সহানুভূতি পান নাই এবং এই কারণেই বর্ত্তমানেও জনসাধারণ এইরূপ প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতেছে। ভ্রাতৃগণ! এজন্য তোমরা ঈশ্বরের নামে প্রচার করিতে থাক। যাহাদের প্রকৃত ইতালীয়ের অন্তঃকরণ আছে, তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবেই।

ভগবানের নামে প্রচার করিতে থাক। শিক্ষিত যে সে হয় ত

বা হাসিবে; কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও সে তাহার দেশের জন্য কি করিয়াছে? ধর্ম্মযাজকগণ হয় ত বা তোমাদিগকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে; কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও তোমাদের অপেক্ষা তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কি-ই-বা বেশী জানেন? তাঁহাদিগকে বলিও যে ঈশ্বর ও ঈশ্বর দত্ত বিধি নিয়মের মধ্যে মধ্যস্থ করিবার জন্য তোমাদিগের কাহারও আবশ্যক নাই। জনসাধারণ তোমাদিগকে বুঝিবে এবং তোমাদের সহিত সমস্বরে বলিয়া উঠিবে—"আমরা পরমপিতা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করি, তিনিই বুদ্ধি, প্রেম ও মানবতার জন্মদাতা ও শিক্ষক।" এবং এই মহাবাক্যের বলেই তোমরা জয় লাভ করিবে।

---

(৩)

আইন

তোমরা জীবন ধারণ কর, এ কারণ তোমাদের জীবনের একটা নিয়ম বা আইন আছে। নিয়ম বা আইন ব্যতিরেকে কোথাও জীবন নাই। যাহা কিছু বর্ত্তমান সে সমস্তই কোন এক আকারে বর্ত্তমান, কোন কারণ বশতঃ বর্ত্তমান এবং কোন নিয়মের বা আইনের অধীনে বর্ত্তমান। খনিজ পদার্থের নিয়ম একত্রে সমষ্টি হওয়া—উদ্ভিজ্জ পদার্থের নিয়ম বাড়িয়া উঠা—নক্ষত্রগণের নিয়ম গতিশীলতা ; এইরূপ তোমরা এবং তোমাদের জীবন ও একটা নিয়ম বা আইনের অধীন। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ হইতে তোমরা যতখানি উন্নত, তোমাদের এই আইনও ঠিক ততখানি উন্নত। নিজকে উন্নত করা—কর্ম্ম করা এবং নিজেদের আইনের অধীনে জীবন ধারণ করা—কেবল যে তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য তাহা নহে, বস্তুতঃ একমাত্র কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর তোমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, এ কারণ তিনিই তোমাদিগকে তোমাদের নিয়ম বা আইন ও দিয়াছেন। ঈশ্বরই মানব জাতির একমাত্র আইন কর্ত্তা। সুতরাং তৎপ্রদত্ত আইন প্রতি-পালন করিতে তোমরা একান্ত বাধ্য। মানবকৃত আইন যতক্ষণ ভগবানদত্ত আইনকে বিশদ ও কার্য্যকরী করিয়া তুলে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে, মাত্র ততক্ষণই সত্য এবং শুভ।

বা উপেক্ষা করে, তখনই তাহা অসৎ হইয়া পড়ে; ঐরূপ আইন অমান্য করিতে বা তাহাকে উৎসাদিত করিতে যে তোমাদের শুধু 'অধিকার' আছে তাহা নহে, বস্তুতঃ ঐরূপ করা তোমাদের একমাত্র 'কর্ত্তব্য'। যে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত আইনের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাহাকে মনুষ্য সমাজের সমস্ত বিষয়ে প্রয়োগ করেন, তিনিই তোমাদের প্রকৃত নেতা। ঐরূপ নেতাকে ভালবাসিবে এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে ঈশ্বরের নিকট অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী না হইলে, তিনি ছাড়া আর কেহ তোমাদের প্রভু থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বরদত্ত জীবনের আইন জ্ঞানের মধ্যেই তোমাদের নীতিজ্ঞানের—তোমাদের কার্য্যের, কর্ত্তব্যের এবং দায়ীত্বের পরিমাণ বোধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত; আর এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা স্বেচ্ছাচারী যে কোন এক বা বহুব্যক্তি, তোমাদের উপর অন্যায় আইন চালাইতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হও। ভগবানের আইন কি তাহা না জানিয়া, তোমরা তোমাদিগকে মানব বলিয়া পরিচয় দিতে পার না বা ঐরূপ পরিচয় দিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই। সমস্ত অধিকারই কোন না কোন একটী আইন হইতে উদ্ভূত; এবং যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা এই আইনকে জাগ্রত বা মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে না পারিতেছ, ততদিন তোমরা অত্যাচারী কিম্বা দাস হইলেও হইতে পার, কিন্তু তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারিবে না।—যদি বলবান হও—অত্যাচারী হইবে, যদি দুর্ব্বল হও—দাস হইবে। মানুষ হইতে হইলে, পশু, উদ্ভিদ ও ধাতু পদার্থের আইন এবং মানুষ্য স্বভাবের আইন, এই দুই শ্রেণীর আইনের মধ্যে পার্থক্য

কি, তাহা তোমাদিগকে অবগত হইতে হইবে এবং তোমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ আইন সঙ্গত করিয়া তুলিতে হইবে।

এক্ষণে এই নিয়ম বা আইন তোমরা অবগত হইবে কিরূপে? যুগে যুগে কর্ত্তব্যবাদীগণকে মনুষ্য সমাজ এই প্রশ্নই করিয়া আসিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসার মধ্যে নানা পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে।

কেহ বা কোন একখানি আইনগ্রন্থ বা অন্য কোন গ্রন্থ দেখাইয়া বলেন—"এই পুস্তকের মধ্যে সমুদায় নৈতিক নিয়ম বা আইন লিপিবদ্ধ আছে।" কেহ বা বলেন—"প্রত্যেক মানুষ তাহার নিজের অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করুক; সেইখানেই সে সৎ ও অসতের সদুত্তর পাইবে।" আবার কেহ বা ব্যক্তি বিশেষের অভিমত উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বসাধারণের অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—"যে বিশ্বাসে সমগ্র মনুষ্য সমাজ একমত, সেই বিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস।"

ইঁহারা যে সকলেই ভ্রান্ত এবং ইঁহাদের সমস্ত উত্তরই যে নিতান্ত ব্যর্থ তাহা ঘটনা পরম্পরায় মানবেতিহাস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

যাহারা বলে যে সমগ্র নৈতিক আইন কোন এক পুস্তক বিশেষের বা কোন এক ব্যক্তি বিশেষের উক্তির মধ্যে নিহিত, তাহারা ভুলিয়া যায় যে, এমন কোন নীতিশাস্ত্র নাই, যাহাকে মনুষ্য-সমাজ বহুশতাব্দী ধরিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াও, অপর কোন নীতি প্রচার করিবার, বা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনুষ্য-সমাজ আর

যে কখনও, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে, তাহার ঐরূপ স্বভাব-সিদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করিবে না, তাহা বিশ্বাস করিবার মত কোন কারণই দেখা যায় না।

যাহারা বলে যে ব্যক্তিগত বিবেক বুদ্ধিই সত্য-মিথ্যা বা সদসৎ পরীক্ষা করিয়া লইবার একমাত্র মাপদণ্ড, তাহাদের এই কথাটি স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ধর্ম্মমত যতই কেন পবিত্র হউক না, আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্মমত হয় নাই, যাহাতে কোন ভণ্ডবিশ্বাসী নাই বা জ্ঞান বিশ্বাস মতে সেই ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে পারে এমন এক ব্যক্তিও নাই। বর্ত্তমানে একমাত্র "প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্ম" শত বিভাগে এবং সহস্র উপবিভাগে বিভক্ত আর ঐ সকল বিভাগই ব্যক্তিগত বিবেক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রত্যেক বিভাগ বা উপবিভাগই অপরাপর বিভাগ-উপবিভাগের সঙ্গে যুঝিয়া চলিতে প্রস্তুত। এইরূপে তাহারা উক্ত ধর্ম্মমতের মধ্যে বিরোধকেই চিরস্থায়ী করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপবাসীকে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধ অনুক্ষণ সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে, তাহার একমাত্র সুনিশ্চিত কারণ এই বিশ্বাস-বিরোধ।

অপর দিকে যাহারা ব্যক্তিগত বিবেক বুদ্ধিকে অস্বীকার করিয়া, সমগ্র মনুষ্য সমাজের একমাত্র বিশ্বাসের দোহাই দেয়, তাহাদেরও মনে রাখা উচিৎ যে, যে সকল চিন্তারাশি মানবজাতির ক্রমোন্নতির সাহায্যকারী, তাহারা সকলেই প্রথমতঃ মনুষ্য-সমাজের সাধারণ বিশ্বাসের প্রতিকূলতাচরণ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং সকলেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা প্রচারিত। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণকে মনুষ্য সমাজ

ঘৃণা করিয়াছে, যন্ত্রণা দিয়াছে, ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের আইন, বা সত্যকে অবগত হইবার জন্য ঐ সমস্ত উপায়ই পর্য্যাপ্ত নহে। তথাপি ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধি পবিত্র এবং মনুষ্য সমাজের সাধারণ অভিমত ও পবিত্র। যে কেহ এতদুভয়ের একের অথবা অপরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, সেই সত্য নির্দ্ধারণের একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় উপায় হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখে। আজ পর্য্যন্ত সাধারণ ভ্রান্তি হইতেছে, ইহাদের একের মাত্র সাহায্যে সত্য নির্দ্ধারণে প্রয়াস পাওয়া। কিন্তু এই ভ্রান্তির পরিণাম অতি ভীষণ ও অতি সুনিশ্চিত; কারণ ব্যক্তিগত বিবেক-বুদ্ধিকে সত্যাবধারণের একমাত্র মাপকাটি বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিপ্লবের হাত হইতে কোনরূপই নিস্তার নাই; আবার মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে গলাটিপিয়া না মারিয়া ও অতি বড় অত্যাচারী না হইয়া, সর্ব্বমানবের সাধারণ অভিমতকে একমাত্র অনুলঙ্ঘ্য আইন বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না।

আমার এই সমস্ত উদাহরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ কোন না কোন মূল নীতির উপরেই, সমাজ, যতখানি মনে করা যায়, তাহা হইতে অনেক খানি বেশী প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়াই, কেহ বা সমাজের শিক্ষা দিবার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, একমাত্র ব্যক্তিগত অধিকারের উপরেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। কেহ বা আবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ও কর্ম্মের অবসরকে বলি দিয়া, মাত্র সামাজিক অধিকারের

উপরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। (১) ফরাসী-বিপ্লবের পর, ফ্রান্স, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, আমাদিগকে দেখাইয়াছে যে, কিরূপে প্রথমোক্ত প্রণালীমতে বৈষম্য ও অধিকসংখ্যকের উৎপীড়ন প্রবর্ত্তিত হয়; আবার যদি কখনও "কমিউনিজম্" বা সমাজ-তান্ত্রিকতা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে, অন্যান্য বিপ্লবের মধ্যে, সমাজকে সর্ব্বপ্রকারে গতিহীন করিয়া, উহাকে কিরূপে দূষিত করিয়া উঠান যায়, তাহাই সে আমাদিগকে দেখাইবে।

এইরূপে কেহ বা ব্যক্তিগত অধিকারের কথা মনে রাখিয়া—মাত্র অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগীতার স্বাধীনতা-সূত্রের উপর অর্থনীতিকে ব্যবস্থিত বরং অব্যবস্থিত করিয়া তুলিয়াছেন। আবার অপরে একমাত্র সামাজিক একতার কথা চিন্তা করিয়া, সম্রাজ্যের সমুদায় অর্থকরি শক্তিকে শাসনতন্ত্রের অধীন করিয়া আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই দুইটী নীতির প্রথমটি আমাদিগকে বিপ্লবের যাবতীয় অনাসৃষ্টিই আনিয়া দিয়াছে; আর দ্বিতীয়টী আমাদিগকে কর্ম্মবিমুখতা, অত্যাচার ও অমঙ্গলের মধ্যে লইয়া চলিয়াছে।

ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার প্রতি উড্ডীন হইবার জন্য দুইখানি করিয়া পাখা দিয়াছেন;—একটী তোমাদের সহচরগণের সাধারণ

---

(১) যে সমস্ত দেশে সুনিয়ন্ত্রিত রাজশক্তির অধীনে সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, আমি মাত্র সেই সমস্ত দেশের কথাই বলিতেছি। স্বেচ্ছাচার দ্বারা যে দেশ শাসিত, সেখানে কোনরূপ সমাজই নাই; সেখানে কি সামাজিক অধিকার, কি ব্যক্তিগত অধিকার, উভয়কেই সমান ভাবে বলি দেওয়া হইয়া থাকে।

মত, আর অপরটী তোমাদের নিজের নিজের বিবেকবুদ্ধি। তোমরা কেন ঐ দুইটীর একটীকে কাটিয়া ফেলিতে চাও? তোমরা কেন জগৎ হইতে একেবারে পৃথক থাকিতে চাও অথবা জগৎকেই তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপ গ্রাস করিতে দাও? তোমরা কেন ব্যক্তি অথবা সর্ব্ব-মানব; এই দুইএর একের কণ্ঠরোধ করিতে প্রয়াস পাও? উভয়েই পবিত্র এবং উভয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের বাণী ধ্বনিত হয়! যখনই ইহারা উভয়ে এক মত হয়—যখনই তোমাদের নিজের নিজের বিবেকবাণী সর্ব্বমানবের সাধারণ অভি-মত দ্বারা সংশোধিত হয়, তখনই তোমরা নিশ্চিতরূপে সত্য লাভ করিতে পার। এই দুইটীর একটী অপরটীকে নির্দ্দেশ করে মাত্র।

যদি তোমাদের কর্ত্তব্য "নাস্তিতেই" পর্য্যবসিত থাকিত—যদি তোমাদের কর্ত্তব্য হইত মাত্র অসৎ কর্ম্ম না করা—সহচরগণের অনিষ্ট না করা,—তাহা হইলে হয়ত বা যতটুকু উন্নতি সব চেয়ে অল্প শিক্ষিতদের পক্ষে সম্ভব—ততটুকুর জন্য তোমাদের নিজের নিজের বিবেকবুদ্ধিই, তোমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে যথেষ্ট হইত। কিন্তু তোমরা যে মঙ্গল বিধান করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যখনই তোমরা আইন বিরুদ্ধ কিছু আচরণ কর, যখনই মানব সাধারণ নির্দ্দিষ্ট কোন দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তখনই ত তোমাদিগের অন্তর তোমাদিগকে তিরস্কার করে; যে অনুতাপ তখন তোমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহা অপরের নিকট গোপন করিতে পারিলেও, নিজেদের অন্তরে দমন রাখিতে পার না। কিছু না করাই সব নহে; তোমাদের যে যাহা হয় কিছু করিতেই হইবে। আইনের বিরুদ্ধে কিছু না করিয়াই তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে

পার না ; তোমাদিগকে আইন সঙ্গত কিছু করিতে হইবে। কাহারও অনিষ্ট না করিলেই তোমাদের কার্য্য শেষ হইল না ; তোমাদিগকে তোমাদের ভ্রাতৃগণের মঙ্গলজনক কিছু করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত মানব সাধারণ সচ্চরিত্র হইবার জন্য "নাস্তি" ভাবে যতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছে, "অস্তি" ভাবে ততটা হয় নাই। আইন প্রণেতাগণ বলিয়াছেন—"হত্যা করিও না, চুরি করিও না ইত্যাদি।" তাঁহাদের মধ্যে কেহই জন সাধারণকে মানবসুলভ দায়িত্ব সম্বন্ধে, অথবা কি উপায়ে তাহাদের সহচরগণের কল্যাণ সাধন করা যায় সে বিষয়ে, কিম্বা সৃষ্টজগতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্বন্ধে, কোন শিক্ষা দেন নাই ; দিলেও দুই একজন দিয়া থাকিবেন, তাঁহাদের কথা না ধরিলেও চলে।

এক্ষণে এ সমস্তই সচ্চরিত্রতার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাত্র নিজের বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে কেহই এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না।

ব্যক্তি বিশেষের বিবেক, তাহার নিজের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাভাবিক প্রবণতা, অভ্যাস ও হৃদয়াবেগ যেরূপ, সেইরূপ কথাই বলিয়া থাকে। অসভ্য ইরাকীর বিবেক, উনবিংশতি শতাব্দীর ইউরোপীয়ানের বিবেকের কথা হইতে ভিন্ন কথাই বলে। স্বাধীন ব্যক্তির বিবেক তাহাকে যে সমস্ত কর্ত্তব্যের কথা বলে, দাস যাহারা, তাহারা তাহা মনেও করিতে পারে না। নেপল্‌সের দরিদ্র অধিবাসী ও লাম্বার্ডীর দৈনিক শ্রমিকদিগের নৈতিক শিক্ষক, অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত দুষ্ট ধর্ম্ম যাজকগণ ও অষ্ট্রীয়া গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ। তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের কর্ত্তব্য কি ? তবে তাহারা তাহার উত্তরে বলিবে,

পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে কোন পারিশ্রমিকে অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করা, অন্ধের মত যে কোন আইন মানিয়া চলা, এবং কাহারও অনিষ্ট না করাই তাহাদের কর্ত্তব্য। যে কর্ত্তব্য স্বদেশ ও মানবতার সঙ্গে তাহাদিগকে সম্বন্ধ রাখিয়াছে, তাহার কথা যদি তাহাদিগকে বল, অথবা যদি বল—"তোমরা তোমাদের কার্য্যের উপযুক্ত মূল্য অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করিতে স্বীকার করিয়া, তোমাদের সহচরগণের অনিষ্ট সাধন করিতেছ, এবং অন্যায় আইন মানিয়া চলিয়া তোমরা ভগবানের নিকট ও তোমাদিগের আত্মার নিকট প্রত্যবায়ভাগী হইতেছ—তাহা হইলে তাহারা নির্ব্বোধের মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িবে ; কোন কথাই বলিতে পারিবে না। কিন্তু উন্নততর অবস্থাবশতঃ ও উন্নততর শিক্ষিতসমাজের সংস্পর্শে বসবাস করার জন্য, ইতালীর শ্রমিকগণ এই সত্যের আংশিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে ; তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবে—তাহাদের মাতৃভূমি দাসত্ব-নিগড় বদ্ধ,—বলিবে, তাহাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে অন্যায়পূর্ব্বক আর্থিক ও নৈতিক দুরবস্থায় মধ্যে রাখা হইয়াছে—বলিবে, এই সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথাশক্তি প্রতিবাদ করিয়া চলাকে, সে তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে।

একই দেশে, একই সময়ে দুই ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধির মধ্যে এত খানি পার্থক্য কেন ? মানব সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি বিষয়ে মূলতঃ একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী দশজন লোকের এই বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ের মধ্যে, অর্থাৎ তাহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে,—আমরা দশ প্রকার বিভিন্ন ধারণা দেখি কেন ? এ কারণ সকল অবস্থায়, অন্য কোন উপদেষ্টার সাহায্য ব্যতিরেকে,

মাত্র ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধি, ভগবানদত্ত আইন উপলব্ধি বিষয়ে পর্য্যাপ্ত নহে। আইন আছে এই কথাই মাত্র বিবেক শিখাইতে পারে, কিন্তু এই আইন আমাদিগের জন্য কিরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বলিতে পারে না। এই জন্য কোন যুগেই মনুষ্য-সমাজে মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের অভাব লক্ষিত হয় না— এমন কি প্রবল স্বার্থপরতার প্রাধান্যের যুগেও না। কিন্তু হায়! কাল্পনিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, অথবা বর্ত্তমানের অতি সাধারণ ভ্রম বশতঃ, কত না মহৎ জীবনই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে!

তাহা হইলে তোমাদের বিবেকের একজন পথপ্রদর্শক চাই। যে অন্ধকার তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত, তাহাকে আলোকিত করিবার জন্য তোমাদের একটী বর্ত্তিকার প্রয়োজন। এমন একটী আইন তোমাদের চাই, যাহা তোমাদের ব্যক্তিগত বিবেকের প্রবণতাকে সুদৃঢ় এবং সংযত করিবে। এই আইনই বুদ্ধি ও মানবতা।

যাহাতে তোমরা বুদ্ধির সাহায্যে, বিবেক দ্বারা, ঈশ্বরদত্ত আইন অবগত হইতে পার, তজ্জন্য জগদীশ্বর তোমাদের প্রত্যেককেই বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। দারিদ্র, বহু শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার-সমূহ ও তোমাদের প্রভুদিগের ইচ্ছা, এই সকলে মিলিয়া, বর্ত্তমানে তোমাদের বিবেককে উক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার সামান্য সম্ভাবনা পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত বাধাবিপত্তি কোনরূপে অপসারিতও হয়, তথাপি মানবসাধারণের বুদ্ধিদ্বারা সমর্থিত না হইলে, কেবল তোমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি কখনও ঈশ্বর দত্ত আইন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের

জীবন সংক্ষিপ্ত, তোমাদিগের ব্যক্তিগত বুদ্ধি দুর্ব্বল—সংশয়সঙ্কুল ; একারণ তাহার অপরের সাহায্যের প্রয়োজন। ঈশ্বর তোমাদের পার্শ্বেই এক ব্যক্তিকে রাখিয়াছেন—যাহার জীবন চিরস্থায়ী—যাহার শক্তি হয়ত বা চারিশতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত ব্যক্তিগত শক্তি কার্য্য করিয়া গিয়াছে তাহাদেরই সমষ্টি। সে ব্যক্তি এমন যে, চতুর্দ্দিকের ব্যক্তির ভ্রান্তি ও ত্রুটীর মধ্যেও, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানে ও চরিত্রবলে অগ্রসর হইয়াই চলিয়াছে—যাহার অগ্রগতির মধ্যে ঈশ্বর যুগে যুগে তাঁহার আইনের এক এক ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন ও লিখিতেছেন।

এই ব্যক্তিই মানবতা।

বিগত শতাব্দীর একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির কথায়—মানবতা একজন ব্যক্তি বিশেষ, সে সর্ব্বদাই শিক্ষালাভ করিয়া চলিয়াছে। ব্যক্তি মরিয়া যায়, কিন্তু সে যে সত্যটুকু আবিষ্কার করিয়া যায়, যেটুকু মঙ্গল সে সাধন করিয়া যায়, তাহা তাহার জীবনের সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায় না। মানবতা তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং পরবর্ত্তী মনুষ্যগণ তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আমরা সকলেই বিগত মানবতার চিন্তা ও বিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা প্রত্যেকেই আপনার অজ্ঞাতসারে, ভবিষ্যৎ মানবতার জীবনের এক একটী অতি প্রয়োজনীয় উপাদান সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। প্রাচ্যের পিরামিডগুলি যেরূপ প্রত্যেক পথিক পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় এক একখানি প্রস্তর সংযোগ করায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, মানবতার শিক্ষাও তদ্রূপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

একটী দিনের পথিক আমরা, আমাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা সমাপ্ত করিতে আমরা অন্যত্র চলিয়া যাই; মানবতার শিক্ষা চকিত বিদ্যুৎ দীপ্তির মত আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ক্ষণমাত্র দেখা দিয়া যায়; কিন্তু উহা অতি ধীরে, ক্রম অগ্রসর গতিতে ও অবিচ্ছিন্নভাবে মানবতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। মানবতাই ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য। ঈশ্বরের শক্তি ইহাকে সুফলপ্রদ করিয়া তুলে এবং এই ঐশীশক্তি নিয়ত অধিকতর পবিত্র—অধিকতর কর্ম্মপ্রবণ হইয়া, কখন বা ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া, কখন বা জাতিকে আশ্রয় করিয়া, মানবতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরের মধ্যে, বিশ্বাস হইতে ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে, মানবতা প্রতিনিয়ত তাহার জীবন, জীবনের উদ্দেশ্য এবং ঈশ্বর ও তাঁহার আইনের স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর অনুভূতি সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হয়।

ঈশ্বর বারে বারে মানবতার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। ঈশ্বর এক, আর ঈশ্বরের আইন এক। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জনগণের শিক্ষা দিবার অভিজ্ঞতা যে পরিমাণে ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিতর সঞ্চিত হইয়া উঠে—জাতির, মনুষ্যের এবং ব্যক্তির সম্মিলন যে পরিমাণে ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রসারতা ও সান্নিকট্য লাভ করে, তদনুপাতেই আমরা ঐ আইনের প্রতিধারা, প্রতি পংক্তি, আবিষ্কার করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি, জাতি বা শতাব্দী, ঐ আইন সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। নৈতিক আইন—মানবতার জীবনের আইন, মানবতার সমষ্টি তখনই মাত্র আবিষ্কার করিতে পারিবে—যখন মানবতার সকল অংশ মিলিত হইতে পারিবে—

যখন মানব-স্বভাব গঠন-কারী সমুদয় শক্তি এবং প্রেরণা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকিবে।

কিন্তু যতদিন তাহা না হইতে পারিতেছে, ততদিন মানবতার যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সেই অংশ তাহার নিজের ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া, যে আইন আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার এক এক ধারা মাত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতে থাকিবে। মানবতার ইতিহাসের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পাঠ করিয়া থাকি; আর মানবতার অভাবের মধ্যেই, আমরা আমাদের কর্ত্তব্যের আভাস পাই। এই অভাব জ্ঞানের আবির্ভাব বা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের কর্ত্তব্যের আবির্ভাব বা পরিবর্ত্তন ঘটে; কারণ আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, মানবতাকে তাহার ততটুকু শিক্ষা ও উন্নতির পথে সাহায্য করিয়া চলা, যতটুকুর জন্য ঈশ্বর সে সময়ে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

একারণ ঈশ্বরের আইন অবগত হইবার জন্য তোমাদের যে শুধু আপন আপন বিবেককেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা নহে, বস্তুতঃ মানবতার বিবেক—সার্ব্বজনীন বিশ্বাসকেও প্রশ্ন করিয়া দেখিতে হইবে। ব্যক্তির ও জাতির শিক্ষা যেরূপ ক্রমোন্নতিশীল, সেইরূপ নীতিজ্ঞানও চির উন্নতিশীল। প্যাগানদের সম্বন্ধে ক্রিশ্চিয়ানদের নীতিজ্ঞান ছিল না; আমাদের শতাব্দীর নীতিজ্ঞান, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের শতাব্দীতে ছিল না। বর্ত্তমানে তোমাদের প্রভুগণ, তোমাদিগকে অপরাপর শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, সকল প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া, ও মুদ্রাযন্ত্রের উপর আইন বসাইয়া, তোমাদিগের নিকটে, তোমাদের আপন

রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যতই কেন সাবধান হউন্‌, না, একদিন না একদিন তোমরা বিনাব্যয়ে মানতার গতযুগের ইতিহাস ও তাহার অভাব অবগত হইতে পারিবেই পারিবে। কিন্তু সে সময় আসিবার পূর্ব্বেই ইচ্ছা করিলে তোমরা প্রথমটি অর্থাৎ মানবতার গতযুগের ইতিহাস, অংশতঃ অবগত হইতে পার এবং তাহা হইতে তাহার বর্ত্তমানের অভাবও বুঝিয়া লইতে পার। যে দেশে উদ্যমহীনতা ও কর্ম্মবিমুখতা একমাত্র নিয়ম হইয়া পড়ে নাই—সে দেশে মানবতার প্রকৃত অভাব, কম বেশী প্রবলরূপে ও কমবেশী অসম্পূর্ণভাবে, দৈনন্দীন ঘটনার মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠে। দাসত্বনিগড়বদ্ধ দেশ সমূহের ভ্রাতৃগণ আমার! তোমাদিগকে কে উহা অবগত হইতে বারণ করে? ইতালীর লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর অনেকেই বিদেশ ভ্রমণ করিয়া থাকে। এমন কোন্‌ অতিসন্দিগ্ধ অত্যাচারী রাজশক্তি আছে, যে ইতালীবাসীকে সমগ্র ইউরোপের ঘটনাবলি জানিতে না দিয়া রাখিতে পারে। যদি ইতালীর সর্ব্বত্র সাধারণ সঙ্ঘ সংগঠনের পথ নিরুদ্ধই হইয়া থাকে, তথাপি গোপনে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলা কে বন্ধ রাখিতে পারে? শুধু যদি বাহিরের চিহ্ন সমুহ ও সঙ্ঘবদ্ধতার জটিল প্রণালী গুলি পরিহার করিয়া চলা যায়, ও মাত্র ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে একত্রিত হওয়া যায় এবং এই স্নেহবন্ধন নগর হইতে নগরান্তরে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে, সীমান্ত প্রদেশের অসংখ্য কেন্দ্র সমুহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সঙ্ঘ গঠন কে বন্ধ করিতে পারে? তোমরা কি জলস্থলের প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে তোমাদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় বন্ধুগণকে দেখিতে পাও না?—তাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক

ইতালী হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ;—তাহারা সত্যের প্রচারক ;—তাহারা অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও নির্ব্বাসন হইতে যতদূর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে, তাহাতে তোমাদিগকে ভালবাসিয়া, তোমাদের উপকারের জন্য, মানবতার ইতিহাস ও তাহার বর্ত্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে, তোমাদিগকে সকল বিষয় বিশদ করিয়া বলিতে পারে। তোমাদের ভ্রাতৃগণ নির্ব্বাসনে বসিয়া তোমাদের জন্য যাহা কিছু মুদ্রিত করে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই তাহা পাইতে পার। ইহাতে কে তোমাদিগের প্রতিবন্ধক হইতে পারে? সেই সমস্ত মুদ্রিত বিষয় তোমরা পাঠ করিও এবং পাঠ করিয়াই পোড়াইয়া ফেলিও, যেন পরদিনই তোমাদের প্রভুগণের গুপ্তচর আসিয়া সে সমস্ত হস্তগত করিয়া, তোমাদিগকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে বিপদে ফেলিতে না পারে। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র যাহাতে দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিও ; আর সাহায্য করিও তোমাদিগের পাঠের জন্য, সংক্ষিপ্ত, সার্ব্বজনীন ইতিহাস এবং তোমাদের স্বদেশের ইতিহাস সঙ্কলন ও মুদ্রিত করিতে। পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের পথগুলি দিন দিন বর্দ্ধিত করিয়া এবং ঐ সমস্ত সংবাদ অধিকতর বিস্তৃত ভাবে প্রচার করিয়া, আমাদিগকে সাহায্য করিও। স্থির জানিও, অপরের উপদেশ ব্যতীত, তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে না—জানিও সমাজ যখন তোমাদিগকে শিক্ষা লাভ করিবার কোন সুযোগই দেয় নাই, তখন সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মের সকল দায়ীত্বই তাহার, তোমাদের কিছুই নাই। শিক্ষা লাভের উপযুক্ত অবসর সত্ত্বেও, যদি তোমরা উহাকে উপেক্ষা কর, তবেই

ডুবিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে, যখন সেই সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবার উপায় তোমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয়—তখন হইতেই তোমাদের সকল দায়ীত্বের আরম্ভ হয়। তোমরা অজ্ঞ বলিয়া তোমাদের কোন অপরাধ নাই সত্য, কিন্তু নিজকে নিতান্ত অজ্ঞ বুঝিয়াও, সেই অজ্ঞতাকে দূর করিতে চেষ্টা না করিয়া বসিয়া আছ বলিয়াই তোমাদের অপরাধ। কারণ তোমাদিগের বিবেক, তোমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া সাবধান করিয়া দিতেছে যে, দিন দিন উন্নত করিয়া তুলিবার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ না করিয়া, ভগবান তোমাদিগকে কোন প্রকার শক্তি দেন নাই; অথচ তোমরা তোমাদের চিন্তা শক্তিকে অন্তরে সুপ্ত রাখিয়াছ। তোমরা জান যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে সত্যের অনুসরণ করিবার শক্তি না দিয়া, সত্যের প্রতি অনুরাগ দেন নাই; তথাপি তোমরা হতাশ ভাবে তাহার অনুসন্ধান পরিহার করিয়া, প্রভুত্বের অনুশাসন এবং তাহার নিকট আত্মবিক্রিত ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশ, এতদুভয়কে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ। এই সকল কারণে মাত্র তোমরা অপরাধী।

ঈশ্বর মানবতার পিতা ও শিক্ষক; তিনি তাহার আইন মানবতার নিকট স্থান ও কাল বিশেষে অংশে অংশে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই আইন সম্বন্ধে তোমরা মানবতার অভিজ্ঞতাকে জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে এই আইন তোমাদিগের সমসাময়িক মানবসাধারণের অভিমতের মধ্যে নিহিত। মানবতার অভিজ্ঞতা কোন শতাব্দী বিশেষের মধ্যে বা কোন চিন্তাশীল শ্রেণী বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে; বস্তুতঃ ইহা সকল শতাব্দীর অধিকাংশ মৃত বা জীবিত ব্যক্তির সমবেত অভিমতের মধ্যে পরিব্যক্ত। যখনই

তোমার বিবেকের বাণী, মানবতার সার্ব্বজনীন বাণীর সঙ্গে মিলিয়া যায়, তখনই তুমি সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পার—তখনই ঈশ্বরের আইনের একছত্র সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পার।

আমরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের আইনের একমাত্র ব্যাখ্যাতা মানবতাকে বিশ্বাস করি, এবং আমাদের নিজ নিজ বিবেকবাণী ও মানবতার সার্ব্বজনীন বাণীর সমন্বয় হইতে, আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তোমাদিগকে তোমাদের এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতে যাইতেছি।

মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য।

মানবতার প্রতি কর্ত্তব্যই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য; কারণ এই কর্ত্তব্য সম্যকরূপে অবগত হইতে না পারিলে, অপরাপর কর্ত্তব্যসমূহ মাত্র অসম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব। নাগরিক হিসাবে, পুত্র, পতি ও পিতা হিসাবে, তোমাদের আর আর যে সমস্ত পবিত্র ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আছে, তাহাদের কথা আমি পরে বলিতেছি। এই সমস্ত কর্ত্তব্য যে কারণে পবিত্র ও অপরিহার্য্য, তাহা হইতেছে তোমাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সেই কর্ত্তব্য, যাহা সম্পাদনের ভার, প্রকৃতি মানুষ হিসাবে তোমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। মানবকে ভগবানের পূজায় ও তাঁহার আইন আবিষ্কারে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে বলিয়াই তোমরা পিতা। তোমরা নাগরিক; তোমাদের এক একটী দেশ আছে; সেই সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে, যাহারা তোমাদের সহিত ভাষায়, স্বভাবে ও অভ্যাসে এক, তাহাদের সাহায্যে তোমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে পারিবে বলিয়াই নাগরিক। অগণিত মনুষ্যের মধ্যে, কোন ব্যক্তি তাহার ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল শক্তি লইয়া একাকী এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। যাঁহারা স্বদেশের ও আপন আপন পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়ীত্ব জ্ঞানের মধ্যেই সমস্ত নৈতিকজ্ঞান পর্য্যবসিত বলিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাদিগকে, কম বেশী স্বার্থপর

হইতেই বলেন; এইরূপে তাঁহারা তোমাদিগকে অপরের ও তোমাদিগের নিজের নিজের অমঙ্গলের মধ্যে লইয়া যান। স্বদেশ ও পরিবার একটি বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যস্থিত দুইটী ক্ষুদ্র বৃত্তের মত—একখানি 'মই'এর দুইটী ধাপের মত, যে দুইটী ধাপকে বাদ দিয়া তোমরা আর উপরে উঠিতে পার না, অথচ যে দুইটীর উপর পদক্ষেপ করিতেও বারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তোমরা মানুষ—অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সামাজিক জীব; মাত্র পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, তোমরা এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পার,—যাহার কেহ কোন দিন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত মানব জীবন সম্বন্ধে আমরা এইটুকু জানিতে পারিয়াছি। এই বিশেষত্বেই মনুষ্য স্বভাব গঠিত; অন্যান্য জীব হইতে তোমাদের যে পার্থক্য, তাহাও ইহার মধ্যে নিহিত; ইহাকে স্বার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তোমাদিগের হস্তে বীজরূপে ন্যস্ত করা হইয়াছে। মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ এই সকল মূল বৃত্তিগুলিকে, আজীবন অনুশীলন করা ও তাহাদিগকে যথাযথ ভাবে উন্নত করিয়া তুলা তোমাদের উচিৎ। এই সমস্ত বৃত্তির যে কোন একটীকে যখন তোমরা দমন কর বা করিতে দাও, তখনই তোমরা উচ্চতর মনুষ্য শ্রেণী হইতে নিম্নতন পশু শ্রেণীতে অধঃপতিত হও এবং এইভাবে তোমরা তোমাদের জীবনের আইন ও ভগবানের আইন দুইই ভঙ্গ করিয়া থাক। ঈশ্বরের ইচ্ছা ইহা নহে যে, মাত্র ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের মধ্যে তাঁহার আইন প্রতিপালিত হয়; যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, তিনি পৃথিবীতে যাহাদিগকে নিজের রূপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,

তাহাদের সকলের মধ্যেই তাঁহার আইন প্রতিপালিত হয়। তিনি এই ইচ্ছা করেন যে, জগতকে তিনি যে পূর্ণতার ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, তাহা যেন উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিক-তর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আবিভূর্ত হইতে থাকে ও সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা, তাহার ক্ষণস্থায়ী সংক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া ইহাকে শুধু অসম্পুর্ণ-ভাবে ও চকিত বিদ্যুৎ দীপ্তির মতই প্রকাশ করিতে সমর্থ। বংশ পরম্পরায় ব্যক্তিগণের মনঃশক্তিতে পরিপুষ্ট, একমাত্র মানবতাই সার্ব্বজনীন বুদ্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, ভগবানের ইচ্ছাকে পরিস্ফুট, কার্য্যকরী ও গৌরব মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারে।

তাহা হইলে ভগবান তোমাদের জীবন দিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমরা ইহার দ্বারা মানবতার উপকার করিয়া যাইতে পার—যাহাতে তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে, তোমাদের সমষ্টির শক্তির উন্নতির জন্য নিয়োগ করিতে পার—যাহাতে তোমরা তোমাদের কর্ম্মের দ্বারা, সকলের সমবেত উন্নতির প্রচে-ষ্টাকে সাহায্য করিয়া যাইতে পার এবং বংশ পরম্পরা ধরিয়া যে সত্যের অনুসন্ধান চলিয়া আসিতেছে, সেই সত্যাবধারণে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পার।

তোমাদিগকে শিক্ষিত হইতেই হইবে এবং অপরকেও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে; নিজে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে, অপরেও যাহাতে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা করিতে হইবে। ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর এইরূপ পৃথিবীর সকল মনুষ্যের মধ্যেই বর্ত্তমান। বংশ পর-

পরায় আমরা যে জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছি,—করিতেছি ও করিব, তাহাতে তিনি সকল সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন ; বংশ পরম্পরায় ভগবান, ভগবানের আইন ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, মানবতার কল্পনা ক্রমাগত উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিবে।

তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, তোমাদিগের তাঁহাকে ভক্তি ও স্তুতি করা উচিৎ। এ জগৎ তাঁহার মন্দির। যে পাপ আজও আচরিত হইতেছে বা যাহার ফলভোগ আজও শেষ হয় নাই, তাহার প্রত্যেকটীর ফলভোগ এই মন্দিরের ভক্তগণকেই করিতে হইবে। তোমরা কোনরূপেই আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র বলিয়া মনে করিতে পার না। যদি তোমরা পার্থিব বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া নিজ নিজ পবিত্রতা রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবে। যদি ব্যভিচারকে মাত্র দুই পদ ব্যবধানে রাখিয়া দাও,আর তাহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তোমারা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবে। যদি মাতৃসমা এই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তোমার ভাতৃগণ, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকে, এবং তুমি স্বেচ্ছায় তাহা দূর করিতে প্রয়াস না পাও, তাহা হইলেও তোমাকে কর্ত্তব্যের নিকট প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে।

তোমাদের সহচরগণের অবিনশ্বর আত্মা হইতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি মুছিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে আমরা সকলে তাঁহার আইন মানিয়া চলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করি। কিন্তু এই আইন তোমার চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ভুল করিয়া বুঝিতেছে—লঙ্ঘন করিতেছে—তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছে।

তোমাদের মত তাহাদের হস্তেও ঈশ্বর তাঁহার কল্পনাকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তোমরা অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া কি আপনাদিগকে ঈশ্বর বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পার?

একটা জাতি—যথা গ্রীক, পোল, সারকাশিয়ান—স্বাধীনতা ও দেশ মাতৃকার বিজয় পতাকা তুলিয়া ধরিয়া যুদ্ধ করে, জয় লাভ করে ও তাহার জন্য আত্মবলি দেয়। যে যুদ্ধের বিজয়ে তাহারা উৎফুল্ল আর পরাজয়ে দুঃখাভিভূত হয়, সেই যুদ্ধের কথা শুনিয়া তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে কেন? এক ব্যক্তি—সে তোমাদের স্বদেশীয়ই হউক আর বিদেশীয়ই হউক—পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে, জগতব্যাপি নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, যে মতকে সে সত্য বলিয়া স্থির বুঝিয়াছে, সেই সত্য প্রচার করে, এমন কি নির্য্যাচিত, ও শৃঙ্খলিত হইয়াও যখন সেই সত্য পরিত্যাগ করে না বরং সেই সত্যে একনিষ্ঠ থাকিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ হারায়, তখন কেন তোমরা তাহাকে ঈশ্বরের দূত, পরার্থে আত্মোৎসর্গ-কারী ইত্যাদি আখ্যায় সম্মানিত কর? তাহার স্মৃতিকেই বা তোমরা সম্মান কর কেন আর তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকেই বা তাহাকে সম্মান করিতে শিক্ষা দাও কেন?

গ্রীকদিগের ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য্য দেশহিতৈষণার কথা তোমরা এরূপ আগ্রহ সহকারে পাঠ কর কেন? আর সে সব কথা তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকে বারবার বলিতেই বা গর্ব্বানুভব কর কেন—যেন বা সে সব তোমাদেরই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের কথা? গ্রীকদিগের ইতিহাসের সেই সব কথা, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; সে সব কথা মনুষ্য সভ্যতার

যে যুগের, সে যুগ তোমাদের নয়, কখন হইবেও না। যাহাকে তোমরা আত্মত্যাগী বল, হয়ত বা সে এরূপ মতের জন্য প্রাণ দিয়াছে, যাহা তুমি গ্রহণ কর নাই। গ্রহণ কর বা না কর, স্বেচ্ছাকৃত মরণালিঙ্গনে সে ত' এ পৃথিবীতে তাহার ব্যক্তিগত উন্নতির পথ নিজেই সংক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছে। যে জন-সমাজকে জয়ে পরাজয়ে তোমরা প্রশংসা করিয়া থাক, হয়ত বা তাহারা বিদেশী, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং নিতান্ত অপরিচিত ; হয়ত বা তোমাদের জীবনের উপর তাহাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর কোন প্রভাবই নাই। সেই জন সমাজকে যদি সুলতান, ব্যাভে-রিয়ার রাজা অথবা তাহাদেরই জাতীয় সার্ব্বজনীন ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত কোন গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতে হয়, তাহাতে তোমাদের কি আসে যায় ? কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটী সুর কাঁদিয়া বলে—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঐ যে সব মানুষ, বহু দূর দেশের ঐ যে জনসমাজ আজ যুদ্ধ করিতেছে, ঐ যে স্বীয় মতে একনিষ্ঠ আত্মত্যাগী মহাপুরুষ—যাহার মত অনুসরণ করিয়া তুমি মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে পার না—তাহারা সকলেই তোমাদের ভাই। শুধু যে উৎপত্তিস্থান ও স্বভাবের একত্ব বশতঃ তাহারা ভাই তাহা নহে, বস্তুতঃ কার্য্য ও উদ্দেশ্যের একত্বেও তাহারা ভাই। ইতিহাসের ঐ সব পুরাকালীন গ্রীকগণ মরিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কার্য্য চলিয়া যায় নাই। তাহাই যদি যাইত, তবে আর তোমরা বর্ত্তমানে মানসিক ও নৈতিক উন্নতির যে স্তরে উপনীত হইয়াছ, তাহা হইতে পারিতে না। আর ঐ যে জনগণ, উহারা জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তাকে আপনাদের বক্ষরক্তে পবিত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছে—যাহার জন্য আজ তোমরা যুদ্ধ

করিতেছ। ঐ যে আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তিনি ইহাই বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, মানুষ যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহার জন্য সে তাহার সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রয়োজন হইলে, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত অবশ্য বলি দিবে। যাহারা স্বীয় বিশ্বাসকে আপন আপন বক্ষরক্তে চিরস্থায়ী করিয়া যায়, তাহারা এই পৃথিবীতে ব্যক্তিগত উন্নতির পথ সংক্ষেপ করিয়া ফেলে সত্য, কিন্তু তাহাতে কতটুকুই বা আসে যায়; ঈশ্বর তাহাদিগকে অন্যত্র সে অবসর দেন। কিন্তু মানবতার উন্নতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তোমাদের প্রচেষ্টা, তোমাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া, পরবর্ত্তী বংশধরগণ যাহাতে তোমাদের অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে পারে এবং অধিকতর শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়া, তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর রূপে ঈশ্বরের আইন উপলব্ধি করিতে-ও সত্যের সাধনায় সক্ষম হয়, তাহাও নিতান্ত প্রয়োজন; আর প্রয়োজন যাহাতে মানব স্বভাব দৃষ্টান্ত দেখিয়া দিন দিন উন্নত হইয়া উঠে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে অবগত হইতে পারা যায়। যেখানেই মানব স্বভাব উন্নততর হইয়া উঠে, যেখানেই নূতন সত্য লাভ ঘটে অথবা যেখানেই শিক্ষা, ক্রমোন্নতি ও নৈতিক জ্ঞানের দিকে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া যায়, সেইখানেই এমন কিছু ঘটে, এমন কিছু লাভ করা যায়, যাহা শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, সমগ্র মানবতার জন্য সুফল প্রদান করে।

এক সেনাদলের সৈনিকবৃন্দ তোমরা; এই সেনাদল পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া, বিভিন্ন পথে একই প্রচেষ্টার জয় লাভ

পতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছ। বেশভূষার পার্থক্য, দলপতিগণের আদেশবাণীর পার্থক্য, যুদ্ধরত বিভিন্ন দলের মধ্যে কার দূরত্ব এবং পরস্পরের অন্তরালকারী পর্ব্বত শ্রেণী —মাঝে মাঝে তোমাদিগকে এই সত্য ভুলাইয়া দেয় ও তোমাদের সমীপবর্ত্তী উদ্দেশ্যের প্রতি তোমাদিগের একাগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু তোমাদের সকলের উপরে এমন একজন আছেন, যিনি সমস্তই দেখিতেছেন ও সর্ব্বপ্রকার গতিবিধি ইচ্ছামত পরিচালন করিতেছেন। একমাত্র ঈশ্বরই এই যুদ্ধের গোপন তথ্য অবগত এবং তিনিই মাত্র তোমাদের বিভিন্ন-দলকে একস্থানে ও এক পতাকাতলে সমবেত করিতে সক্ষম।

আসন্ন যুগের নীতি জ্ঞানের মূল ভিত্তি স্বরূপ যে ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম-বিশ্বাস বর্ত্তমানে আমাদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থল আলোড়িত করিতেছে, আর যে ধর্ম্মবিশ্বাস বিগত যুগের নীতিজ্ঞানের ভিত্তি-রূপে অবস্থিত ছিল, এই উভয় ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে কি বিরাট পার্থক্য! আবার অপর দিকে, আমাদের বিধি নির্দ্দিষ্ট শাসন-তন্ত্রের ধারণার ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের কল্পনার মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান! আদি যুগের মানবগণ, ঈশ্বর আছেন মাত্র অনুমান করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে নাই বা তাঁহার আইনের মধ্যে তাঁহাকে অবগত হইতে চেষ্টাও করে নাই। শক্তির মধ্যে তাহারা তাঁহাকে অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে তাহার প্রেমের মধ্যে পায় নাই। ঈশ্বর ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সম্বন্ধের অসম্বদ্ধ ধারণা ভিন্ন অন্য কিছু তাহারা করিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে আপনাদিগকে

একটীর না একটীর মধ্যে মূর্ত্তিমান বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল। যে গাছকে তাহারা বজ্রাহত হইতে দেখিত, সেই গাছে,—যে পর্ব্বতের পার্শ্বে তাহারা কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত সেই পর্ব্বতে,—যে পশু সর্ব্ব প্রথম তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছিল সেই পশুতে, তাহারা তাঁহাকে মূর্ত্তিমান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। এই সব ছিল তাহাদের পূজার বিষয়; ইতিহাস এই পূজাকে "ফেটিসিজম" বা প্রকৃতিপূজা নামে অভিহিত করে। সে সময় পারিবারিক বন্ধন ছাড়া মানুষ আর কোন বন্ধন জানিত না। এই পরিবার অর্থে তাহাদেরই কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টিকে অস্ত-ভাবে প্রকাশ করা হয় মাত্র। এই পরিবারের বাহিরে যাহারা ছিল—তাহারা ছিল সকলেই অপরিচিত অথবা প্রায়ই শত্রু। তাহাদের আত্মরক্ষা ও পরিবার রক্ষা করাই ছিল সকল নীতিধর্ম্মের মূল নীতি। পরবর্ত্তী কালে ঈশ্বরের ধারণা আরও উন্নত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে অতি সন্তর্পনে, তাহারা মুক্ত হইবার কল্পনা করিতে লাগিল। এই ঈশ্বর জ্ঞানকে তাহারা আরও কিছু সার্ব্বজনীন করিয়া লইল। ঈশ্বর আর তখন মাত্র পরিবারের রক্ষক রহিলেন না, পরন্তু বহু পরিবারের একত্র সমা-বেশের, নগরের বা জাতির ঈশ্বর হইয়া উঠিলেন। "ফেটিসিজম" বা প্রকৃতিপূজা হইতে "পলিথাইজাম" বা বহু ভগবানের পূজার প্রচলন হইল। তারপর নীতিজ্ঞান আরও প্রসারিত হইল। মানব পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে বৃহত্তর কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান, তাহা মানিয়া লইল এবং শ্রেণী ও জাতির উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি মানবতাকে উপেক্ষাই করা হইতে লাগিল। প্রত্যেক জাতি বিদেশীয়গণকে বর্ব্বর নামে অভিহিত

করিয়া তদনুযায়ী তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে লাগিল এবং বলে কি কৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত এবং পীড়ন করিতে যত্নপর হইয়া উঠিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় ছিল কিন্তু তাহাদিগকে নাগরিকগণের কোন উৎসবে যোগ দিতে দেওয়া হইত না। তাহাদের প্রকৃতি যেন ভিন্ন প্রকারের ও তাহারা যেন দাস, এই ভাবে তাহাদিগকে দেখা হইত। একমাত্র ঈশ্বরের একত্ব জ্ঞান হইতেই বিভিন্ন মানব জাতির মূলতঃ একত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে পুরাকালে কতিপয় ব্যক্তি মাত্র অনুমান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; 'মোজেস' এই একত্ব উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেও (কিন্তু তাহার কথার মধ্যে একটী মারাত্মক ভ্রম ছিল এই যে একটী মাত্র জাতি ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র), রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে, ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইহা সার্ব্বজনীন ভাবে গৃহীত হয় নাই। যিশু-খৃষ্ট তাঁহার সকল উপদেশের আদিতে এই দুইটী অবিচ্ছেদ্য সত্য সন্নিবেশ করিয়াছেন—"এক মাত্র ঈশ্বর", "সকল মানবই তাঁহার সন্তান।" এই দুইটী সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় জগতের মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইল এবং নীতিজ্ঞানের পরিধি পৃথিবীতে মানবাধিবাসভূমির উপর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পরিবার ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের সঙ্গে মানবতার প্রতি কর্ত্তব্য বুদ্ধি যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। সেই দিন হইতে মানব বুঝিল যে, যেখানেই সে আর একজন মানবকে দেখে, সেইখানেই সে তাহার একজন ভাইকে পায়, এমন ভাই যে তাহারই মত অমর আত্মার

হইবে—যাহার নিকট সে স্নেহ, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, সদুপদেশ ও আবশ্যক মত সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ঋণী। তারপর হইতে ধর্ম্মগুরুগণের মুখে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের মধ্যে বীজরূপে বর্ত্তমান উচ্চস্তরের উপদেশ সমূহ শুনা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত উপদেশ পুরাকালে কেহ বুঝিতেই পারিত না এবং এই সকল ধর্ম্মগুরুগণের পরবর্ত্তী বংশধরগণ উহাকে ভুল বুঝিল বা উপেক্ষা করিল। "যেরূপ আমাদের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান, আর তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্যও একরূপ নহে, সেইরূপ সংখ্যায় যদিও বহু, তথাপি ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলেই এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত!" "একমাত্র পশুশালা ও একমাত্র পশুপালক হওয়াই উচিৎ।" এই অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা লাভ ও পরিশ্রম করিবার পর, এই সমস্ত উপদেশের মধ্যে বীজরূপে বর্ত্তমান সত্য সমূহকে উন্নত করিয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে, সময় আসিয়াছে এই সব সত্যকে মাত্র ব্যক্তির উপর নয়, বস্তুতঃ অতীত ও বর্ত্তমানের মানবের সমুদয় বৃত্তির ও শক্তির সমষ্টি, যাহাকে মানবতা বলা হয়—তাহার উপর আরোপ করিবার। মানবতা এক ও সে একটী আইনের দ্বারা শাসিত, মাত্র এই সত্যই যে প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসিয়াছে তাহা নহে, বস্তুতঃ এক্ষনে ইহাও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, ঐ আইনের প্রথম ধারাটী হইতেছে উন্নতি—এই বাস্তব জগতে উন্নতি—যেখানে আমাদিগকে আপন আপন শক্তি মত, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে এবং আপনাদিগকে উচ্চতর কোন ভবিষ্যৎ জীবনলাভের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। মানবকে এই শিক্ষা দিবার

দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র ; আমরা প্রত্যেকেই সেই শরীরের উন্নতি বিধান ও তাহার জীবনকে অধিকতর সুসংবদ্ধ, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে বাধ্য। এ কথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে আমরা কেবল আমাদের সহচরগণের আত্মার মধ্য দিয়াই ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত হইতে পারি ; তাহারা না চাহিলেও, তাহাদিগকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া লওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের অভিপ্রায় মত তাঁহার ইচ্ছাকে এ জগতে পূর্ণ করিয়া তুলিতে এক-মাত্র মানবতাই সক্ষম ; এ কারণ ব্যক্তিগতভাবে দান করার পরিবর্ত্তে, সার্ব্বজনীন মঙ্গলোদ্দেশ্যে কর্ম্মসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমাদিগকে পরিবার ও দেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভবিষ্যতে যখন আমরা ক্রমে ক্রমে জীবনের সমস্ত আইনগুলি পরিষ্কার রূপে ও কিছু কম অসম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিব, তখন আরও বড় বড় কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখীন হইবে। এইরূপে পরম-পিতা পরমেশ্বর ধীরে ধীরে অথচ বিরামবিহীন ধর্ম্মশিক্ষার মধ্য দিয়া মানবতাকে মঙ্গলের দিকে লইয়া যান। আর এই উন্নতিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই উন্নতি লাভ করিয়া থাকে।

মানবতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও উন্নত হই। সকলের উন্নতি ব্যতিরেকে, তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত—কি পার্থিব—কি নৈতিক—উন্নতি লাভ করিবার আশাও করিতে পার না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, তুমি যদি তোমার জীবনকে মানব-তার জীবন হইতে পৃথক করিয়াও লও, তথাপি তুমি ঐ উন্নতি লাভ করিতে পার না, কারণ তুমি এই মানবতার মধ্যে, ইহার সহায়তায় ও ইহার জন্যই জীবিত আছ। দেহ যেমন দূষিত

বায়ুর মধ্যে বাস করিলে অসুস্থ না হইয়া পারে না, সেইরূপ মনও চারিদিকের সমসাময়িক প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হইয়া পারে না। অবশ্য অতি সামান্য কয়েকজন অসাধরণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির কথা পৃথক হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণতঃ ঐরূপই হইয়া থাকে। যে দেশে অত্যাচারী রাজশক্তি ও তাহার গুপ্তচরগণ, জনসাধারণের তিন ভাগ প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিতে বাধ্য করে, সেখানে তোমাদের মধ্যে কয়জনের এরূপ মানসিক বল থাকিতে পারে যে, জানিয়া শুনিয়া নিজের ছেলেকে অত্যাচারিত হইবার জন্যই, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সত্য কথা বলিতে শিক্ষা দিতে পার ? যেখানে অর্থ ই হইতেছে সম্মান, প্রভুত্ব ও শ্রদ্ধা লাভের একমাত্র উপায়, এবং বলবানের ও তাহার অনুচরগণের পীড়ন বা অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র অস্ত্র, সেখানে তোমাদের মধ্যে কয়-জন পুত্রকন্যাগণকে ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিতে পার ? তোমাদের মধ্যে কে এমন আছ যে পবিত্র ভালবাসা ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করিয়াও স্নেহপাত্রদিগকে গোপনে বল নাই—"মানুষকে বিশ্বাস করিও না ; সৎব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বসাধারণের কার্য্যে যোগ না দিয়া, মাত্র নিজের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকাই উচিৎ ; দয়াদাক্ষিণ্য বাড়ীতেই শিখিতে হয়" ইত্যাদি আরও কত কি উপদেশ। এ সমস্ত উপ-দেশ একেবারে অসৎ হইলেও, সমাজের সাধারণ অবস্থার অবশ্য-ভাবী ফল স্বরূপ। যিশুখৃষ্ট মানব সাধারণের উপকারের জন্য ক্রুশে জীবন দিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী, পরোপ-কারে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃত সংকল্প হইয়াও, তোমাদের মধ্যে কে

বিপদ সঙ্কুল প্রচেষ্টা হইতে প্রতি নিবৃত্তি করিবার জন্য, তাহার কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া নিষেধ করে নাই ? আর ইহা সত্বেও যদিই বা তোমাদের অন্যরূপ শিক্ষা দিবার মত শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও কি সমাজ তাহার সহস্র কণ্ঠে, সহস্র প্রকার অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তোমাদের শিক্ষাদানের ফল নষ্ট করিয়া দিত না ? তোমরা কি নীচতা ও অধঃপতনের আবহাওয়ার মধ্যে তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করিয়া লইতে পার ?

এই গেল তোমাদের মানসিক উন্নতির কথা ; এক্ষনে তোমাদের পার্থিব উন্নতি বিষয় আলোচনা করিব। তোমরা কি মনে কর যে সকলের পার্থিব দুরবস্থা দূর না করিয়া তোমরা, তোমাদের ব্যক্তিগত দুরবস্থা স্থায়ীরূপে মোচন করিতে পার ? এই ইংলণ্ডে, যেখানে বসিয়া আমি এই পুস্তক লিখিতেছি—এখানে বৎসর বৎসর লক্ষলক্ষ পাউণ্ড দরিদ্রের সাহায্যের জন্ম ব্যয় করা হয় ; কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিয়া সাধারণের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম মাত্র, তাহা এইস্থানে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সার্ব্বজনীন কোন প্রতিষ্ঠানের অভাব সকলেই বোধ করিতেছে। অন্যায় আইন দ্বারা শাসিত বলিয়া যে দেশ উৎপীড়িত ও উৎপীড়কের মধ্যে ভীষণ বিগ্রহের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই শশঙ্কিত, সে দেশে বহু-অর্থ-ব্যয়-সাপেক্ষ কোন প্রকার বৃহৎ অনুষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার মত উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে বলিয়া কি তুমি মনে কর ? যেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তৃপক্ষের খেয়ালে, যখন তখন নূতন কর বা নূতন বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, যেখানে পরাজিত হইবার ভয়ে

রাজশক্তি দিন দিন, সৈন্য, গুপ্তচর ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীগণের বেতন ও পেনসন বাবদ অধিক হইতে অধিকতর অর্থব্যয় করিতে থাকেন, তোমরা কি মনে কর সেখানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি সম্ভব ? তোমরা কি মনে কর যে, শুধু তোমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট ও সমাজকে ভালরূপে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল ?—না, তাহাও নহে। বর্ত্তমানে কোনও একটা জাতি তাহার নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া নাই। তোমারা সকলেই দ্রব্যের বিনিময়, আমদানী ও রপ্তানির উপর বাঁচিয়া আছ। যে বিদেশীয় জাতি দরিদ্র হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া যায়, সে দেশের বাজারে তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ও কমিয়া যায়। যে কোন বিদেশীয় বাণিজ্য যদি পরিচালনার দোষে ধ্বংস মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তোমাদের দেশের বাণিজ্যও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুনাম কোন জাতি বিশেষের একচেটিয়া নহে, বস্তুতঃ উহা সমগ্র ইউরোপের সম্পত্তি। যদি তোমরা জাতীয় সংস্কারের চেষ্টা কর, তাহা হইলে সকল দেশের সকল গভর্ণমেণ্টই তোমাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে ; কারণ রাজন্যবর্গ পূর্ব্ব হইতেই সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ। জগৎব্যাপী পরিবর্ত্তন-সাধন, সমগ্র ইউরোপবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠা ও ইউরোপের মধ্য-দিয়া সমগ্র মানব জাতির সহিত ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ সংস্থাপন ভিন্ন তোমাদের আর কোন আশা নাই। ভ্রাতৃগণ! অপরাপর কর্ত্তব্য সম্পাদন ও স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া ভুলিয়া যাইও না যে মানবতার প্রতি কর্ত্তব্যই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ; কারণ এই

পরিবারের বা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবার আশা করিতে পার না।

ঈশ্বর যখন সকলেরই, তাঁহার প্রেম এবং বিধিনিয়মও যখন সকলের, তখন তোমাদের কথা এবং কাজ যেন সকলের জন্যই হয়। তুমি যে দেশেই অবস্থান কর না কেন, যেখানেই কেহ মঙ্গলের জন্য—সুবিচারের জন্য—সত্যের জন্য—যুদ্ধ করিতেছে দেখিবে, সেইখানেই তোমার ভাই আছে জানিও; যেখানেই কেহ অজ্ঞতার দ্বারা, অবিচারের দ্বারা, অত্যাচারীর পীড়নের দ্বারা, নির্য্যাতীত হইতেছে দেখিবে, সেইখানেই তোমার ভাই বর্ত্তমান মনে করিও। স্বাধীন বা পরাধীন সকল মানুষই তোমার ভাই। উৎপত্তি-স্থান, জীবনের বিধিনিয়ম ও উদ্দেশ্য সকলেরই এক। এইরূপ তোমাদের সকলের কর্ম্ম, ভগবানে বিশ্বাস, ও যে পতাকার তলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ কর—সে সবই এক হউক। "যে ভাষায় আমরা কথা বলি তাহা যে পৃথক"—এরূপ বলিও না; তোমাদের অশ্রু, কর্ম্ম, ও পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন যে একই ভাষার মত তোমাদের সকলের মনোভাব সকলকে বুঝাইয়া দেয়। বলিও না "মানবতা অতি বিশাল, আর আমরা অতি দুর্ব্বল।" ঈশ্বর কখনও শক্তি মাপিয়া দেখেন না, বস্তুতঃ সঙ্কল্পই দেখিয়া থাকেন। মানবতাকে ভালবাস। যখনই তোমরা পরিবার বা দেশের গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া কোন কিছু করিতে যাও, তখনই নিজেকে জিজ্ঞাসা করিও—"আমি যাহা করিতেছি তাহা কি সকলেই সকলের জন্য করিয়াছে? ইহা কি মানবতার উপকার করিবে—না অনিষ্ট করিবে?" যদি তোমার বিবেক উত্তর দেয় "মানবতার ইহা অনিষ্ট করিবে" তবে সেই কার্য্য হইতে বিরত

তোমাদের দেশের ও পরিবারের কোন না কোন সুবিধা সংসাধিত হইবে, তথাপি বিরত হইও। তোমরা ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রচারক হও, মানব ভ্রাতৃত্বের প্রচারক হও, মানবজাতির একত্বের প্রচারক হও। যেখানে যেরূপে পার, ঐ সব প্রচার কর। কি ঈশ্বর, কি মানব, ইহা হইতে তোমাদের নিকট আর কেহ কিছু অধিক চাহিতে পারে না। যদি তোমরা এই সমস্ত সত্য মাত্র নিজেদের মধ্যেই প্রচার কর, আর কাহারও নিকট প্রচার করিতে সমর্থ না হও, তথাপি, আমি বলিতেছি, তোমরা মানবতার মঙ্গল সাধন করিবে। যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মানব ভগবানের দিকে উঠিবে, সেই শিক্ষা পরিমাপের জন্য তিনি ধার্ম্মিকগণের পবিত্রতা ও সংখ্যা মাত্র দেখিয়া থাকেন। যখন তোমরা অগণিত-সংখ্যায় পবিত্র হইয়া উঠিবে, তখন ঈশ্বর তোমাদিগের জন্য নূতন নূতন কর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দিবেন।

---

(৫)

স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানবতার প্রতি কর্ত্তব্যই তোমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তোমরা নাগরিক ও সন্তানের পিতা, সত্য, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে তোমরা মানব। যদি তোমরা সমগ্র মানব-পরিবারকে ভাল না বাস—যদি একেশ্বর বিশ্বাসের ফলে সকল মানবপরিবারের একত্বে বিশ্বাসী না হও—যদি মিথ্যাচার ও পীড়ন যেখানে মানবের আত্মসম্মানকে নিয়ত ক্ষুণ্ণ করিতেছে, সামর্থ্য সত্ত্বে সেখানকার একজন মাত্র হতভাগ্যেরও ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহার দুঃখ দূর করিতে যত্নপর না হও, অথবা যদি ঐ সকল প্রবঞ্চিত ও উৎপীড়িতের দুঃখ দূর করা প্রয়োজন বলিয়া বোধ না কর, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের জীবনের বিধি লঙ্ঘন করিলে ও ভবিষ্যতে যে নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলে না।

কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন শক্তি লইয়া, নৈতিক উন্নতি সাধনের বা মানবতার উন্নতি বিধানের জন্য কতটুকু কি করিতে পার? যে বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে পার না তাহার কথা মাঝে মাঝে বলিলেও বলিতে পার, কদাচিৎ বা বিদেশীয় কোন ব্যক্তির প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য দেখাইলেও দেখাইতে পার, কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু নহে। দয়াদাক্ষিণ্য ভবিষ্যৎ

হইবে সঙ্ঘ ;—একমাত্র উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃগণের একত্র-সম্মিলন। এই সঙ্ঘ বা ভ্রাতৃসম্মিলন দয়াদাক্ষিণ্য হইতে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। দয়াদাক্ষিণ্য যেন প্রত্যেকের বাসোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে পরস্পরের ইঁট, চুন, শুরকীর আদান-প্রদান, আর সঙ্ঘ বা ভ্রাতৃসম্মিলন যেন সকলের বাসোপযোগী একমাত্র সৌধ নির্ম্মাণে সকলের সমবেত সাহায্য। কিন্তু তোমরা যেরূপ ভাষায়, প্রেরণায়, সংস্কারে ও শক্তিতে বহুধা বিভক্ত, তাহাতে এই কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পার না। ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল, আর মানবতা অতি সুবিপুল! ব্রিটেনের জনৈক নাবিক সমুদ্রে নৌকা ভাসাইবার পূর্ব্বে এই বলিয়া প্রার্থনা করিত—"হে ঈশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। আমার নৌকাখানি কত ক্ষুদ্র, আর তোমার সমুদ্র কি বিশাল!" এই প্রার্থনা তোমাদের ব্যক্তিগত অবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত করে মাত্র। তোমাদের ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া লইতে না পারিলে, বাস্তবিক তোমাদের ব্যক্তির অবস্থা ঐরূপ। ঈশ্বর যখন তোমাদিগের একটা দেশ দিয়াছেন, তখন তিনি তোমাদিগকে ব্যক্তির শক্তি ঐরূপ বর্দ্ধিত করিয়া লইবার উপায়ও দিয়াছেন; বিচক্ষণ কর্ম্ম–পরিদর্শক যেমন শ্রমিকের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে কার্য্যভার শ্রমিকগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন, ঈশ্বরও তেমনি মানবতাকে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া জাতীয়তার বীজ বপন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি ঐ উপায়ও তোমাদিগকে দিয়াছেন। দুষ্ট শাসনতন্ত্র ঈশ্বরের এই নির্দ্দেশকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তোমরা সর্ব্বত্র,

সুদূর-প্রসৃত নদনদী দ্বারা, সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বা অন্য কোন প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা, বিভিন্ন জাতির আবাসভূমি তিনি পৃথক পৃথক স্থানে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ; আর দুষ্ট-শাসক-সম্প্রদায় পররাজ্য জয় করিয়া, অত্যধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বা অপরের ন্যায় সঙ্গত অধিকারে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, এই নির্দ্দেশ মুছিয়া ফেলিতেছে। সমগ্র ইউরোপের মধ্যে, ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে এই নির্দ্দেশ অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে ; অন্যত্র এরূপভাবে উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলা হইয়াছে, যেন বা সেই স্থানের নিজস্ব কোন প্রকার জাতীয়তাই নাই। পররাজ্যাপহারকেরা নিজ নিজ বংশ ও রাজ্যাধিকার ভিন্ন অন্য কোন দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কোনদিন স্বীকার করে নাই বা বর্ত্তমানেও করে না। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অবশ্য পূর্ণ হইবে। প্রাকৃতিক বিভাগ ও জনসাধারণের ভিতরকার স্বাভাবিক প্রবণতা, একদিন না একদিন দুষ্ট শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচার-নির্দ্দিষ্ট বিভাগকে বিচূর্ণ করিবেই করিবে। সেদিন ইউরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত হইবে। রাজন্যবর্গের ও বিশিষ্ট-শ্রেণীর অধিকৃত দেশ সমূহের ধ্বংসাবশেষের উপর, স্বাধীন জনসাধারণ-নির্দ্দিষ্ট দেশসমূহের প্রতিষ্ঠা একদিন না একদিন হইবেই। এই সকল দেশের মধ্যে সহযোগীতা ও ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে। সেই দিন হইতে মানবতার সাধারণের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার কার্য্য এবং জীবনের প্রকৃত বিধিনিয়ম আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগ কার্য্য চলিতে থাকিবে। এই কার্য্য স্থানীয় শক্তিসামর্থ্যের অনুপাতে বিভক্ত করিয়া লইয়া, সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিবে ও শান্তির পথে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে, সুসম্পন্ন

হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন মাত্র তোমরা লক্ষ-মানবের ভাল-বাসায় শক্তিমান্ হইয়া এবং এক ভাষায়, এক সংস্কারে ও এক ঐতিহাসিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া, নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা, সমগ্র মানবতার মঙ্গল সাধন করিবার আশা করিতে পার—তাহার পূর্ব্বে নহে।

তোমরা, যাহারা ইতালীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভগবান যেন বা বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াই তোমাদিগকে ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধিনির্দ্দিষ্ট দেশ দিয়াছেন। অন্যান্য দেশের সীমান্ত রেখা অতিশয় অস্পষ্ট; তাহাদের সীমান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। এই প্রশ্ন যতদিন না সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে, শান্তির পথে সুমীমাংসিত হইতেছে, ততদিন ইহার মীমাংসার জন্য অনেক অশ্রু ও অনেক রক্ত মোক্ষণ করিতেই হইবে। কিন্তু তোমাদের তাহা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভগবান তোমাদের দেশের চতুর্দ্দিকে সু-উচ্চ অবিসংবাদী সীমারেখা টানিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ "আল্পস্" পর্ব্বত মালা, অপরদিকে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র। ইতালীর একখানি মানচিত্র ও একটী কম্পাস লও। উত্তরে "পারমার" উপর কম্পাসের এক প্রান্ত রাখিয়া আর এক প্রান্ত দ্বারা "ভার" নদীর মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া "আল্পস্" পর্ব্বতমালার দিকে একটী অর্দ্ধ-বৃত্ত অঙ্কিত কর। অর্দ্ধ-বৃত্তটী অঙ্কিত হইলে "আইনজো" নদীর মোহানার উপর পড়িবে। এই অঙ্কিত অর্দ্ধবৃত্তই তোমাদের দেশের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট সীমান্ত-রেখা। এই সীমান্ত-ভূমি যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্য্যন্ত সকলেই তোমাদের ভাষায় কথা বলে বা তোমাদের ভাষা বুঝে। ইহার বাহিরে তোমাদের অধিকার নাই। সিসিলি

সার্ডেনীয়া, করসিকা এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমূহ-সহ ইতালীর মূলভূমি তোমাদেরই; ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। পাশববল ক্ষণিকের জন্য এই সীমান্ত রেখা লইয়া তোমাদের সঙ্গে বিগ্রহ উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু আদিকাল হইতে জনসাধারণের মনোগত অভিমতে ইহা অবিসংবাদী। যে দিন তোমারা শেষ পরীক্ষার জন্য সকলে একত্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তোমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা উল্লিখিত সীমান্ত সীমায় প্রোথিত করিতে পারিবে, দেখিবে সমগ্র ইউরোপ সেদিন ইতালীর নব অভ্যুত্থানকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে ও ইতালীকে জাতিসঙ্ঘের ভিতরে আসন প্রদান করিবে।

দেশ নাই বলিয়াই তোমাদের সুনাম, পরিচয়, কথা বলিবার বা অন্য কোন প্রকার অধিকার, কিছুই নাই এবং জাতি সমূহের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধেও মিলিত হইতে পার না। তোমরা পতাকা-বিহীন সৈন্যদল—জাতি সমূহের মধ্যে ইসরাইলের সন্তানগণ। তোমাদের কোন ধর্ম্মমত নাই—কোথাও আশ্রয় নাই। তোমা-দের স্বপক্ষে দাঁড়াইবার কেহ নাই। যদি স্বদেশকেই আপনার করিয়া লইতে না পার, তবে আর দুর্নীতি-পূর্ণ সামাজিক-অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের বৃথা আশা করিয়া আপনাদিগকে প্রবঞ্চিত করিও না। যে দেশ দেশের অধিবাসীদিগের নহে, সে দেশে সকলের একমত হইবার মত কিছু নাই; সেখানে স্বার্থপরতা রাজত্ব করে, আর শক্তিমান্ কেবল আপনার স্বার্থই বজায় রাখে। সর্ব্ব-সাধারণের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখিবার মত সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না।

জাতীয় প্রশ্নের সমাধান না করিয়া তোমরা তোমাদের পার্থিব

উন্নতির আশায় মাতিয়া থাকিও না; থাকিলে ঐ উন্নতি তোমরা কখনই লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্যের সমিতি এবং পরস্পরের সাহায্যার্থে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সভাসমিতিগুলি, তোমাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার উপায় বলিয়াই প্রয়োজনীয়। যে পর্য্যন্ত ইতালী তোমাদিগের আপনার না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অর্থ-নৈতিক বিষয়ে উহারা কোন প্রয়োজনই সাধন করিতে পারে না। অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানে সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন মুলধন ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্য; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত থাকিবে—যতদিন পর্য্যন্ত আমদানী-রপ্তানীর উপর শুল্ক ও অন্যান্য নানাবিধ প্রতিবন্ধক চাপাইয়া তোমাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইবে—যতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের খরিদ-বিক্রয়ের জন্য কতিপয় মাত্র বাজার খোলা থাকিবে—ততদিন তোমরা মূলধন বা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন আশা করিতে পার না। নিজেকে নিজে প্রবঞ্চিত করিও না; ভাবিয়া দেখ, বাস্তবিক আজ তোমরা ইতালীর শ্রমিক-সম্প্রদায়ও নহ;—বস্তুতঃ তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। তোমরা শক্তি-হীন। যে গুরু কার্য্যভার সম্পাদন করিবে বলিয়া বলিতেছ, তাহা সুসম্পন্ন করিতে তোমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। যতদিন পর্য্যন্ত না তোমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া উঠিয়া রোমে বসিয়া, ইতালীর উন্নতিজনক সময়ানুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ণ করিতেছ, আর সেই বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে এই কথা-গুলি সংযোগ করিয়া দিতেছ যে—"পরিশ্রম পবিত্র; ইহাই ইতালীর ধনৈশ্বর্য্যের মূল", ততদিন তোমাদের প্রকৃত পার্থিব উন্নতি আরম্ভ হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় পার্থিব উন্নতির আশা, অলীকস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নহে ; তোমরা এই আশা-মরিচিকায় ভুলিয়া বিপথে ধাবিত হইও না। আল্পস্ পর্ব্বতমালা হইতে আরম্ভ করিয়া, সুদূর সিসিলির শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ধনৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ইতালী তোমাদের স্বদেশ। এই ইতালী মাত্র তোমাদের সে উন্নতির আশা পূর্ণ করিতে পারে। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্যের আদেশ অবহেলা করিয়া কোন অধিকার লাভ করিতে পার না। সর্ব্বপ্রকার অধিকারের উপযুক্ত হইয়া উঠ, তাহা হইলেই তোমরা উহা পাইবে। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা তোমাদিগের মাতৃভূমিকে ভালবাসিও। আমাদের স্বদেশ, আমাদের আবাসস্থল। এই আবাসস্থলে ভগবান এমন অনেক পরিবারের স্থান দিয়াছেন, যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি ও যাহারা আমাদিগকে ভালবাসে ; অন্য সকলের অপেক্ষা যাহাদিগের সহিত আমাদের অনুভূতির ও চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এ কারণ আমরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত ; এই পরিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রে বসতি-নিবন্ধন এবং সমধর্ম্মী গুণসম্পন্ন হওয়ায়, কোন এক বিশেষ-কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। আমাদের স্বদেশ আমাদের কর্ম্মভূমি। আমাদের সমষ্টির কর্ম্মফল দ্বারা, আমা-দিগকে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া, সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলবিধান করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপ-করণ সমূহ এই দেশেই বর্ত্তমান। ভগবানের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হইয়া বা আমাদের নিজেদের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, আমরা এই সকল উপকরণ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমাদের স্বদেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য্য করিয়া, আমরা মানব-

তার মঙ্গলের জন্যই কার্য্য করিতেছি। যদি আমরা এই কার্য্য না করি, তাহা হইলে স্বদেশ ও মানবতার নিকট আমাদের জীবন নিরর্থক হইবে। বিভিন্ন জাতীয়তাই মানবতার উপাদান। অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বে তোমরা তোমাদের জাতীয়তা লাভ কর। সমানে সমান্ না হইলে পূর্ণ মিলন হয় না। তোমরা অন্যান্য জাতির মত জাতীয়তা লাভ করিতে পার নাই বলিয়া, আজও তোমাদের কোন সম্মিলিত সত্ত্বাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই।

মানবতা যেন একটা বিরাট সৈন্যদল; এই সৈন্যদল শক্তিশালী সমরকুশল শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া, একটা অজ্ঞাত দেশ জয় করিবার জন্য যেন অগ্রসর হইতেছে। বিভিন্ন জাতিসমূহ সেই সৈন্যদলের অধিনস্থ ছোট বড় নানাবিধ দল। ইহাদের প্রত্যেক দলের উপরই পৃথক পৃথক্ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক দলকেই কোন না কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের পৃথক পৃথক কার্য্যভার সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার উপরেই সমগ্র সৈন্যদলের বিজয়লাভ নির্ভর করে। এই যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিও না। যে পতাকা ভগবান তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা যে যেখানেই থাক, যে অবস্থায় পড়িয়া যেখানেই বাস করিতে বাধ্য হও, যদি তোমাদের অবস্থানকালে সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করা প্রয়োজন হয়, তবে তাহাই করিও। প্রকৃত ইতালীয়ানের মত যুদ্ধ করিও, যাহাতে তোমরা তোমাদের রক্তের বিনিময়ে—মাত্র নিজের জন্য নয়—তোমাদের স্বদেশ ইতালীর জন্যও, সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে

পার। তোমরা সর্ব্বদা ইতালীর জন্য চিন্তা করিও; জীবনে যত কার্য্য করিবে, সে সকলই যেন ইতালীর মুখরক্ষা করে, এবং যে পতাকার নিম্নে তোমরা সকলে সমবেত হইবে, তাহা যেন ইতালীর হয়। বলিও না—"আমি", বল "আমরা"। তোমরা সকলেই স্বদেশের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ হও। তোমাদের স্বদেশ-বাসীর কার্য্যের জন্য আপনাদিগকেই দায়ী মনে করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাক। তোমরা প্রত্যেকে এরূপভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা কর, যাহাতে তোমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে, বিশ্বের সকল মানব তোমাদের স্বদেশকেই সম্মান করিতে ও ভালবাসিতে পারে।

তোমাদের স্বদেশ এক এবং অবিভাজ্য। যেমন কোন একটি পরিবারের একজন স্নেহপাত্রকে তাহার ভ্রাতৃগণের স্নেহচ্ছায়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে লইয়া গেলে সেই পরিবারের অন্যান্য সকলে একত্রে বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে পারে না, তদ্রূপ যতদিন তোমাদের ভাষাভাষী যে কোন প্রদেশকে তোমাদের জাতীয়তা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা হইবে, ততদিন তোমাদের কোন প্রকার আনন্দের অবসর নাই—কোনরূপ বিশ্রামের সময় নাই।

ভগবান মানবতার মঙ্গলজনক যে কার্য্যভার তোমাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তোমাদের স্বদেশ তাহারই স্মরণচিহ্ন মাত্র। এই কার্য্যভার সুসম্পন্ন করিবার জন্য, দেশের সকল সন্তানের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি সম্মিলিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য জন-সমাজের "কে তুমি" প্রশ্নের উত্তরে যাহারা যাহারা "আমরা ইতালীয়ান" উত্তর প্রদান করে, তাহাদের সকলের মধ্যেই কতক-গুলি সাধারণ 'কর্ত্তব্য' ও 'অধিকার' বর্ত্তমান। এই সকল 'কর্ত্তব্য'

ও 'আধিকারের' পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য, তোমাদের সকলের অভিমতে নির্দ্দিষ্ট কোন একমাত্র প্রতিষ্ঠান ভিন্ন, অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না। দেশে এ জন্য এক মাত্র শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিৎ। যে সকল রাজনৈতিক সর্ব্বমানব-ভ্রাতৃত্বের প্রচারক বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন, এবং যাহারা ইতালীকে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ-বদ্ধ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যের সমষ্টি-রূপে গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহারা একত্বের প্রকৃত ধারণা করিতে না পারিয়া, দেশকে শুধু খণ্ড খণ্ড করিতে অগ্রসর হন। ইতালী আজ যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত, উহারা আমাদের জন-সাধারণের স্বাধীন ইচ্ছায় গড়িয়া উঠে নাই; বস্তুতঃ তাহারা রাজন্য-বর্গের ও বিদেশীয় বিজেতাগণের পররাজ্যলোলুপতার বা লাভক্ষতি নির্দ্ধারণের উপরেই গঠিত। দেশীয় অভিজাতবর্গের আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করিবার জন্য যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ স্থানই যথেষ্ট; দেশকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর খণ্ড সমূহে বিভক্ত করিয়া, তাহাদিগকে ঐ কুপ্রবৃত্তি মিটাইবার প্রচুর সুযোগ দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই সাধিত হয় নাই।

তোমরা জনসাধারণ; তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা, সুখদুঃখ ও রক্তবিন্দু দিয়া তোমরা যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছ—সুষমা মণ্ডিত করিয়াছ—পবিত্র করিয়া লইয়াছ, তাহা এই নগর ও সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘ; কিন্তু প্রদেশ বা রাষ্ট্র নহে। এই নগর ও সঙ্ঘের মধ্যে তোমাদের পিতৃপিতামহগণ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত; এইখানে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বাস করিবে এবং এইখানেই বর্ত্তমানে তোমরা তোমাদিগের কর্ম্মশক্তিকে প্রয়োগ করিতেছ ও

ব্যক্তিগত জীবন যাপন করিয়া থাক। ভেনিসিয়ানগণ যেরূপ ভেনিস্ সম্বন্ধে বলিয়াছিল—"ভেনিস্ আমাদের নিজস্ব—তাহাকে আমরাই গঠিত করিয়াছি"; তোমরাও তদ্রূপ তোমাদের নগর সম্বন্ধে বলিতে পার। তোমরা তোমাদের এই নগরের স্বাধীনতা চাও, আর স্বদেশের একতা চাও।

তাহা হইলে সঙ্ঘের স্বাধীনতা ও স্বদেশের একতা যেন তোমাদের আন্তরিক বিশ্বাসের বস্তু হয়। বলিও না 'রোম ও টাসকানী', 'রোম ও লাম্বার্ডী', 'রোম ও সিসিলি'; বল 'রোম ও ফোরেন্স' 'রোম ও সায়েনা', 'রোম ও লেগহর্ণ' এবং এইরূপ ইতালীর আর আর নাগরীক সঙ্ঘের নাম। ইতালীয়ান যাহারা, তাহাদের সকলের জন্যই রোম, আর সকল ব্যক্তির জন্যই তাহাদের নাগরিক সঙ্ঘ। অন্যান্য সমস্ত প্রকার বিভাগই অপ্রাকৃত এবং তাহারা কেহই তোমাদিগের জাতীয় ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নহে।

দেশ স্বাধীন ও সম-অধিকার-সম্পন্ন জনগণের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত—যে জনগণ একমাত্র উদ্দেশ্যে, একপ্রাণে পরিশ্রম করিবার জন্য ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে সম্বদ্ধ। তোমরা তোমাদের স্বদেশকে এইরূপ ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিবে ও তাহাকে ঐ অবস্থায় সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। দেশ মাত্র কতকগুলি লোকের সমষ্টি নহে। বস্তুতঃ উহা জন-সঙ্ঘের সমষ্টি। যেখানে বর্ণভেদ ও শ্রেণী-বিশেষের সুবিধারূপ পার্থক্য, নিয়ত সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে—যেখানে অধিক সংখ্যক অধিবাসীর শক্তি-সামর্থ্যকে দমিত বা সুপ্ত রাখা হইয়াছে—যেখানে কোন সাধারণ সত্য জনগণ গ্রহণ করে না বা মানিয়া লয় না, কিম্বা তাহার উন্নতি

বিধানে যত্নপর হয় না—সেখানে সত্য সত্য কোন দেশের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; থাকিতে পারে শুধু জনতা, কতকগুলি মানবের আকস্মিক একত্রাবস্থান, যাহাদিগকে অবস্থা বিশেষ একত্রিত করিয়াছে, আবার অবস্থান্তর পৃথক করিবে। তোমরা স্বদেশানুরাগের নামে সর্ব্বপ্রকার সাময়িক সন্ধির কথা উপেক্ষা করিয়া, যে দেশে তোমাদের জন্ম হইয়াছে, সেই দেশের শ্রেণী-বিশেষের সকল প্রকার বিশেষ সুবিধা ও সমস্ত প্রকার অসমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। একটী মাত্র বিশেষ সুবিধা ন্যায় সঙ্গত—সে প্রতিভার। এই প্রতিভা যখন ভ্রাতৃত্বের স্নেহ-বন্ধনের মধ্যে সদ্গুণে বিভূষিত হইয়া আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই বিশেষ সুবিধা মানবকৃত নয়, ভগবানের অভিপ্রেত। তোমরা যখন ইহাকে স্বীকার করিয়া লও বা ইহার অনুজ্ঞা অনুসরণ কর, তখন আপন আপন স্বাধীন বিচার শক্তিতে ও স্বেচ্ছায়ই করিয়া থাক। অন্যান্য যে কোন বিশেষ সুবিধা বলপূর্ব্বক বা বংশের নামে ভোগ করা হয়—অথবা যে অধিকার জনসাধারণের নহে, তাহাই যদি দখল করা হয়, তবে তাহা হইবে অন্যায় অধিকার—অত্যাচারের রূপান্তর। এরূপক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তাহাকে নির্ম্মূল করাই তোমাদের 'কর্ত্তব্য'।

তোমাদের স্বদেশ, তোমাদের মন্দির। এই মন্দিরের শিখর-দেশে শ্রীভগবান, আর তাহার পাদমূলে সমানাধিকারসম্পন্ন জন-সাধারণ। যদি তোমরা তোমাদিগের স্বদেশকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে অপমান করিতে না চাও, তবে ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথায়, অন্য কোন নীতি-বাক্যে বিশ্বাস করিও না।

তোমাদের জীবনকে ক্রমে ক্রমে নিয়মিত করিবার জন্য যে ...

গুলি অপ্রধান বিধিনিয়ম আছে, তাহা যেন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধিকে কার্য্যকরি করিয়া তুলিবার মত হয়।

ঐ অপ্রধান বিধিনিয়মগুলিকে উল্লিখিতরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তোমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা প্রয়োজন। যে কোন নগরের একাংশের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বিধিনিয়ম, সেই অংশের জনগণের আশা-আকাজ্ক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু কখনও প্রতিফলিত করে না। বাস্তবিক ঐরূপ বিধিনিয়ম সমগ্রদেশের সামান্য একটা অংশের বা একটা শ্রেণী-বিশেষের আশা-আকাজ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু আইন এরূপ হওয়াই উচিৎ যাহা সর্ব্বসাধারণের আশা-আকাজ্ক্ষা প্রকাশ করিবে, জনসাধারণের মঙ্গলের সহায়তা করিবে, জাতির হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রতিধ্বনিত হইবে। একারণ মুখ্যভাবে বা গৌনভাবে সমগ্র জাতি মিলিত হইয়া আইন প্রবর্ত্তন করিবে; ইহাই উচিৎ। কিন্তু এই কার্য্যভার মাত্র কয়েক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া তোমরা সর্ব্ব-শ্রেণীর মিলনভূমি স্বদেশের স্থানে, শ্রেণীবিশেষের অহঙ্কারকে প্রতিষ্ঠা কর মাত্র।

স্থান বিশেষ দেশ নহে; উহা দেশের ভিত্তি মাত্র। দেশ একটা কল্পনা; এই কল্পনা-সৌধ ঐ ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত হয়। দেশ হইতেছে ভালবাসার ইচ্ছা ও সাহচর্য্যের প্রবৃত্তি, যাহা সেই দেশের সকল সন্তানকে একতাসূত্রে গ্রথিত করে। যে পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের উন্নতি বিষয়ে, তোমাদের একজন মাত্র ভ্রাতারও অজ্ঞানতা থাকিবে—যে পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত দেশবাসীগণের মধ্যে কর্ম্ম-কুশল ও কর্ম্মোৎসাহী একজন মাত্র ব্যক্তিও কার্য্যাভাবে অভাবের

প্রকৃত স্বদেশ অর্থাৎ যাহা সকলের ও সকলে যাহার, সেই স্বদেশ পাইবে না।

ভোটাধিকার, শিক্ষা ও কর্ম্ম এই তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপরে জাতি অবস্থিত। যতদিন না ঐ গুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে, ততদিন তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না। যখন ইহাদের গঠন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে—যখন তোমরা সকলে প্রত্যেকের জন্য দৈহিক ও আত্মিক আহারের সংস্থান করিয়া দিতে পারিবে—যখন স্নেহময়ী জননীর চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণের মত হাত ধরাধরি করিয়া তোমরা স্বেচ্ছায় মিলিত হইতে পারিবে এবং পবিত্র একতায় আপনাদিগের শক্তি-সামর্থ্যকে উন্নত করিয়া তুলিতে ও জগতে ইতালীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যভার সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে—তখন মনে রাখিও যে ঐ কার্য্যভার সমগ্র ইউরোপের নৈতিক একতা বিধান—মনে রাখিও কি গুরুতর কার্য্যভার তোমাদের উপর ন্যস্ত। এই ইতালী সেই দেশ, যে দেশে বিচ্ছিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে একতা সম্পাদনের কথা দুই দুইবার প্রচারিত হইয়াছে—দুই দুইবার যাহা সমগ্র ইউরোপীয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ ও মন্দির বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথমবার আমাদের বিশ্ববিজয়ী ঈগল-লাঞ্ছিত পতাকা, তদনিন্তন পরিচিত সমস্ত পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিল ও সভ্যতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমগ্র জগতের মিলন-পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়বার প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ অতিতের বিরাট স্মৃতি ও ধর্ম্মানুরাগের নিকট যখন উত্তর প্রদেশীয় বিজেতাগণ হীনবল হইয়া পড়িল, তখন ইতালীর প্রতিভা পোপের ধর্ম্মানুশাসনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়া, চারিশতাব্দীপরিত্যক্ত,

সমগ্র জগতকে মিলিত করিবার গুরুকার্য্যভার গ্রহণ করিল ও ক্রিশ্চিয়ান জগতের সকল আত্মার মিলন-মন্ত্র প্রচার করিতে থাকিল। ইতালীর আজ আবার তৃতীয় কার্য্যভার সমুপস্থিত; ইতালীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনসাধারণ হইতে বর্ত্তমানের জনসাধারণ যেরূপ সুবিপুল, সেইরূপ যে স্বাধীন ও সম্মিলিত দেশ তোমরা গড়িয়া তুলিতে যাইতেছ, তাহা "সিজার" বা "পোপের" দেশ হইতে অধিকতর সুদূরবিস্তৃত ও শক্তিশালী।

এই গুরুকার্য্যের পূর্ব্বাভাষ সমস্ত ইয়োরোপকে সক্ষুব্ধিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সকল জাতির নির্নিমেষ দৃষ্টি ইতালীর প্রতি দৃঢ়সংবদ্ধ রাখিয়াছে।

এই কার্য্যভারের গুরুত্বের সঙ্গে তোমাদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের গুরুত্বের সঙ্গতি বর্ত্তমান। তোমরা ইহাকে অহঙ্কারস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবে এবং অসত্য বা যে রাজনৈতিক "জেসুইট ধর্ম্মকে" সকলে রাজনৈতিক চালবাজী বলিয়া আখ্যা দেয়, তদ্দ্বারা অপাপবিদ্ধ রাখিবে।

তোমাদিগকে পরিশ্রম করিয়া দেশের শাসন প্রণালীকে নীতি-পূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—লাভ ও সুযোগ-সুবিধার পৌত্তলিক পূজার উপরে নহে। এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে দেশের মধ্যে স্বাধীনতাকে অতি পবিত্র বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, কিন্তু দেশের বাহিরে ঐ স্বাধীনতাকে নিয়মিত ভাবে উপেক্ষা করা হয়; এমন অনেক জাতি আছে যাহারা বলে "সত্য একবস্তু, আর উপকারীতা ভিন্নবস্তু, নীতি এক পদার্থ আর ঐ নীতিকে কার্য্যে পরিণত করা ভিন্ন পদার্থ"। ঐ সকল দেশ ও জাতিকে এইরূপ জ্ঞান-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ

বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং বহুদিন অত্যাচার ও বিদ্রোহের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। তোমরা তোমাদের স্বদেশের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভার সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিয়াছ। তোমাদিগকে ভিন্নপথ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। ইতালী তোমাদিগের সাহায্যে, স্বর্গে একমাত্র ভগবানকে ও মর্ত্তে একমাত্র সত্যকে —একমাত্র বিশ্বাসকে—রাজনৈতিক জীবনে একমাত্র বিধিকে, পাইবে। ইতালীর জনসাধারণ "ক্যাপিটল" বা "ভেটীকান" হইতেও সু-উচ্চ যে সৌধ নির্ম্মাণ করিবে, তোমরা তাহার শীর্ষদেশে স্বাধীনতা ও একত্ব পতাকা উড়াইয়া দিবে, যাহাতে উহা সকল জাতির দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতে পারে। এই পতাকাকে তোমরা স্বদেশদ্রোহীর ভয়ে বা আশুলাভের আশায়, অবনত করিও না। তোমাদের বিশ্বাস যেরূপ সুদৃঢ়, সাহসও তেমনি হউক। যে চিন্তা ইতালীর হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে, তাহাকে জগতের ও যাহারা তোমাদিগের প্রভু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদের নিকট উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর। তোমরা আজ আর সহোদরোপম জাতি সমূহকে অস্বীকার করিও না। স্বদেশের জীবনীশক্তি তোমাদের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে বাড়িয়া উঠিবে। হেয় কাপুরুষতা ও সন্দেহে দোদুল্যমান অবস্থা দেশ হইতে দূর হইবে। তোমাদের স্বদেশের আইন হইবে—নীতি-ধর্ম্মের ন্যায়সঙ্গত প্রবর্ত্তন, শক্তি হইবে—সর্ব্বসাধারণের সমবেত শক্তি, শক্তির পরিণাম ফল হইবে—জনসাধারণের দুরবস্থার অপনোদন এবং সমগ্র দেশের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইবে—বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যভারের সুসম্পাদন। তোমরা মানবতার জন্য জীবন-বিসর্জ্জনে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে বলিয়া—তোমাদের স্বদেশের জীবন হইতে

পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য।

পরিবার হৃদয়ের দেশ। এই দেশে একজন স্বর্গীয় দেবী আছেন, যিনি ঐন্দ্রজালিক রমণীয়তায়, মাধুর্য্যে ও ভালবাসায়, কর্ত্তব্য সম্পাদনের ক্লেশ হ্রাস এবং দুঃখকে সহনীয় করিয়া দেন। ভগবান দুঃখ-স্পর্শ-শূন্য যে অনাবিল পবিত্র আনন্দ পৃথিবীতে মানবের উপভোগের জন্য দিয়াছেন, তাহা এই দেবীর প্রসাদে পরিবারেরই আনন্দ। যে হতভাগ্য দুরদৃষ্টবশতঃ এই স্বর্গীয় দেবীর স্নেহ-পক্ষচ্ছায়ে শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন যাপনে বঞ্চিত, মন তাহার নিরানন্দের ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন—হৃদয় তাহার শূন্য। এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার মত জগতে তাহার অন্য কিছুই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক, আমি, এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। তোমরা, যাহাদের পারিবারিক আনন্দ ও শান্তি আছে তাহারা, এই স্বর্গীয় দেবীকে ধন্যবাদ দাও।

পরিবারের মধ্যে এমন একটি সদ্‌গুণ আছে যাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না—সেই সদ্‌গুণ অবিচলিত প্রীতি-বন্ধন। তরুবেষ্টনকারী লতিকার মতই সর্ব্বংসহ ও নমনশীল ইহার প্রেম। এই প্রেম অলক্ষ্যে তোমাদিগের চতুর্দ্দিকে লতাইয়া উঠে, অনুক্ষণ তোমাদিগকে সতর্ক দৃষ্টির উপর রাখে এবং নীরবে তোমাদের জীবনের সঙ্গে একাত্মা হইয়া পড়ে। কখন কখন তোমরা এই প্রেমকে চিনিয়া উঠিতে পার না, কারণ উহা তখন তোমাদের

জীবনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া উহার একটা অংশ-বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই প্রেমকে যখন হারাও, তখন বুঝিতে পার যেন কি একটা নির্ব্বচনীয় অথচ নিতান্ত পরিচিত ও জীবন-ধারণের পক্ষে কোন্ত অপরিহার্য্য কিছু তোমাদের হারাইয়া গিয়াছে। এই প্রেম হারা হইয়া তুমি পাগলের মত অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াও। এ অবস্থায় তুমি কদাচিৎ ছোট খাট আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইলেও পাইতে পার, কিন্তু পূর্ণ সান্ত্বনা কখনই পাইবে না ;—পাইবে না সেই শান্তি যাহা শান্ত হ্রদ বক্ষে বিচিমালার মতই স্থির—পাইবে না সেই একান্ত নির্ভরের পর সুষুপ্তি, যাহা মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর নয়নে নামিয়া আইসে।

পরিবারের মধ্যে এই যে স্বর্গীয় দেবীর কথা বলিলাম ইনি সেই নারী—যিনি মা হইয়া, স্ত্রী হইয়া, কন্যা হইয়া, আমাদের জীবনের সমস্ত টুকু স্নেহ যত্ন অধিকার করিয়া আছেন—যিনি জীবনের যত কিছু শ্রমসাধ্য কর্ম্মকে স্নেহ-প্রেমের ছায়ায় মনোরম করিয়া দেন। প্রেম-ময় বিধাতা যে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের উপর স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদা নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, মানব তাহার পরিচয় নারীর স্নেহের স্পর্শের ভিতর দিয়াই পাইয়া থাকে। এই নারীর মধ্যে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভুলাইয়া দিবার অফুরন্ত সান্ত্বনা পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। আর এই নারীই আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি লাভের একমাত্র অবলম্বন। মায়ের চুম্বন, শিশুকে ভালবাসিতে শিখায় ; প্রণয়িনীর প্রথম-চুম্বন, মানবকে জীবনে আশা রাখিতে ও ভগবানে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেয় ; এই আশা ও বিশ্বাস পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলে এবং পরে

করিয়া থাকে।—সংক্ষেপতঃ ঐ আশা ও বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া তুলে।—শিশু এই ভবিষ্যতের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ—আমাদের সহিত ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সংযোগসূত্র। নারীর মধ্য দিয়াই পরিবার তাহার ঈশ্বরদত্ত প্রজনন শক্তি দ্বারা অনন্তের প্রতি সঙ্কেত করিয়া থাকে।

ভ্রাতৃগণ! পরিবারকে এজন্য পবিত্র বলিয়া মনে করিও; ইহাকে জীবনের একটী অপরিহার্য্য অবস্থা বলিয়া মানিয়া লইও এবং ইহার উপর ভ্রান্ত দার্শনিকগণের সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিও। অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ পরিবারকে অনেক সময় স্বার্থপরতার ও জাতিভেদের শৈশব-শয্যা রূপে দেখিতে পাইয়া, অসভ্যগণের মত ইহাকে ধ্বংশ করিয়াই ইহার দোষ সংশোধন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই সকল দার্শনিক পরিবারের উপর যত প্রকার আক্রমণ করেন, তোমরা তাহার প্রতিবিধান করিও।

পরিবার ভগবানের কল্পনা—মানবের নয়। মানবীয় কোন শক্তি ইহাকে লোপ করিতে পারে না। স্বদেশের মত—বুঝিবা স্বদেশের অপেক্ষাও অধিক—মানব জীবনের ইহা একটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

আমি বলি স্বদেশের অপেক্ষাও ইহা অধিক প্রয়োজনীয়, কারণ স্বদেশ আজ পবিত্র, কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন প্রতি মানবের বিবেক-বুদ্ধিতে বিশ্ব-মানবতার বিবেক-বুদ্ধি প্রতিফলিত হইবে।—সে দিন স্বদেশের সত্তা, বিশ্বের সত্তার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে;—স্বদেশের আর কোন পৃথক

থাকিবেই। ইহাই বিশ্ব-মানবতার শৈশবশয্যা। জীবনের অপরাপর বিষয়ের মত ইহার উন্নতির পথও অবশ্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যুগে যুগে ইহার মানসিক প্রবণতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া তুলিতে হইবে, কেহ যেন কখনও তাহাকে দমন করিয়া না রাখে।

পরিবারকে দিন দিন পবিত্রতর করিয়া লইয়া ও ইহাকে স্বদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বদ্ধ করিয়া দেওয়াই, তোমাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। স্বদেশ যেমন বিশ্ব-মানবতার সঙ্গে সুদৃঢ় সম্বন্ধ-বদ্ধ, পরিবারকেও তদ্রূপ স্বদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ-বদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্বদেশের কর্ত্তব্য জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করা; ঠিক সেইরূপ পরিবারের কর্ত্তব্য নাগরিকগণকে সুশিক্ষিত করা। স্বদেশ ও পরিবার যেন একটী রেখার দুইপ্রান্তের দুইটী শেষ বিন্দু। যেখানেই ইহারা এরূপ নহে, সেখানেই পরিবার স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার পঙ্কে নিমগ্ন —অধঃপতিত। পরিবার যতই তাহার পবিত্র ভালবাসাকে অপাত্রে ন্যস্ত করিয়া আপনাকে কলুষিত করিয়া ফেলে, ততই ইহা অশ্রদ্ধেয় ও পাশবিক হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমানে স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারকে মাঝে মাঝে অতি প্রবলভাবে পরিবারের মধ্যে প্রভুত্ব করিতে দেখা যায়। দুষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাই ইহার কারণ। যে সমাজ গুপ্তচর, পুলিশ, জেল ও ফাঁসির ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—সে সমাজে হতভাগিনী জননী সন্তানের মহৎ সঙ্কল্পে ভীত হইয়া, এই কথা বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাসী হইতে শিক্ষা দিতে বাধ্য হন—"সাবধান! যে তোমাকে স্বদেশের কথা—স্বাধীনতার কথা—ভবিষ্যতের আশার

কথা বলে, অথবা তোমাকে ভালবাসে বলিয়া প্রকাশ করে, হয়ত বা সে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচর ছাড়া অন্য কিছু নহে";—যে সমাজে প্রতিভা বিপজ্জনক, আর ধনৈশ্বর্য্যই সকল ক্ষমতার ও সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ থাকিবার মূল উপায় এবং নির্য্যাতন ও অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র সহায়—সেখানে পিতাও স্নেহ প্রণোদিত হইয়া সত্য-পিপাসু সন্তানকে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন—"সাবধান! ধনৈশ্বর্য্যই তোমাদের নিরাপদে জীবন যাপন করিবার একমাত্র সহায়; একমাত্র সত্য তোমাদিগকে অত্যাচারীর পাশব বলের ও নির্য্যাতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। এই কথা মনে রাখিয়া সত্যানুসন্ধান হইতে বিরত হও।"—যে সমাজে পিতামাতা এইরূপ উপদেশ দিতে বাধ্য হন—সে সমাজ নিতান্ত অধঃপতিত।

কিন্তু আমি এমন একটা সময়ের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, যখন তোমরা তোমাদের সন্তানদিগের জন্য আপন আপন স্বেদ ও রক্ত বিন্দু দিয়া, স্বদেশকে স্বাধীন মানবের বাসভূমি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকে ভ্রাতৃগণের জন্য যে মঙ্গল সাধন করিবে সেই মঙ্গল, এবং ঐ মঙ্গল সাধনের যোগ্যতা, এতদুভয় সেই গঠিত স্বদেশের প্রতিষ্ঠান ভূমি হইবে। যতদিন সে সময় না আসিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য একটী মাত্র উন্নতির দ্বার মুক্ত আছে—ততদিন তোমাদের একটী মাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পালন করিবার আছে— * * * ইতালীকে আপনার করিয়া লওয়া। তারপর হইতে তোমরা স্বাধীনভাবে অপরাপর কর্ত্তব্য সমূহ পালন করিতে পারিবে; তখন আর তাহাতে কোন বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। হয়ত তখন আর

আমি জীবিত থাকিব না, হয়ত তখন আবার তোমরা আমার এই পুস্তকখানি পড়িবে। যে কয়েকটী ভাই-এর প্রতি ভাই-এর সদুপদেশ এই পুস্তকে লিখিত হইল, সে সকলই তোমাদিগকে ভালবাসে এমন একব্যক্তির হৃদয়ের বাণী এবং আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত লিখিত!

নারীকে ভালবাসিও এবং সম্মান করিও। নারীর নিকট মাত্র সান্ত্বনা আশা করিও না—আশা করিও শক্তি, উৎসাহ এবং মানসিক ও নৈতিক বলের দ্বিগুণতা। নারী হইতে তোমরা যে শ্রেষ্ঠ এইরূপ অবাস্তব কল্পনার লেশ মাত্র মন হইতে মুছিয়া ফেল। বাস্তবিক ঐরূপ কল্পনা করিবার মত কিছুই তোমাদের নাই। যুগযুগান্তের কুসংস্কার বশতঃ নারীর শিক্ষা, পুরুষের শিক্ষা হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে ও আইনের সাহায্যে নারীর উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করা হইতেছে। এজন্য তাহাদের মানসিক শক্তি আপাতদৃষ্টিতে অনুন্নত হইয়া পড়িয়াছে। আর আজ তোমরা নারীর মানসিক শক্তিহীণতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই, তাহার উপর ঐ উৎপীড়নকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছ। কিন্তু সকল অত্যাচার উৎপীড়নের ইতিহাসই কি তোমাদিগকে শিক্ষা দেয় না যে, উৎপীড়কগণ নিজেদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার সমর্থন করিতে গিয়া, তাহাদেরই কৃত কোন ঘটনা বা অবস্থা বিশেষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে? বর্ত্তমান সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত "ফিউডাল"-বংশ, জনসাধারণ তোমরা, তোমাদেরই পুত্রকন্যাগণকে কোন প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে দিত না; আর এই শিক্ষার অভাবকেই কারণ দর্শাইয়া, তোমাদিগকে নগর হইতে ও ব্যবস্থাপক সভা হইতে এবং ভোট দিবার

অধিকার হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। আমেরিকার নিগ্রো অধিবাসীদিগের যাঁহারা মালিক, তাঁহারা প্রচার করিলেন যে নিগ্রোজাতি একেবারে অনুন্নত ও শিক্ষালাভের নিতান্ত অনুপযুক্ত; অথচ যে ব্যক্তি এই নিগ্রোজাতিকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন! অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকগণ ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছেন যে, ইতালীয়ান্ আমরা স্বাধীনতার অনুপযুক্ত। অথচ এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আইন ও বেতনভোগী সৈন্যসামন্ত দ্বারা, তাঁহারাই ঐ অনুপযুক্ততা—যদিবা সত্যই হইত—বিদূরিত করিবার সকল পথই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—যেন বা অন্যায়-শাসন, স্বাধীনতা শিক্ষা দিতে সমর্থ!

আমরা সকলেই চিরদিন নারী সম্বন্ধে উক্তরূপ অপরাধে অপরাধী। তোমরা এই পাপ সমাজ হইতে দূর করিয়া দাও। যাহা মানব পরিবারকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, এক অংশকে অপরাংশের অধীন করে বা করিতে দেয়, তাহার মত অতি বড় পাপ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অন্য কিছু নাই। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট পুরুষও নাই, নারীও নাই—আছে মাত্র মানব; আর পুরুষ ও নারীতে বিভক্ত এই মানবের মধ্যে আছে, অন্যান্য জীবশ্রেণী হইতে মানবতার বিশেষত্বমূলক গুণগুলি যথা—সামাজিক প্রবণতা, শিক্ষালাভের যোগ্যতা, উন্নতির শক্তি। যেখানেই এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, সেইখানেই মানব-স্বভাব বর্ত্তমান। একবৃক্ষের দুই শাখার মত, এই নর ও নারী ভিন্ন ভিন্ন রূপে, একই স্থান হইতে উদ্ভূত;—এই উৎপত্তিস্থান মানবতা। নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই, কিন্তু যেরূপ দুইজন

পুরুষের মধ্যে, সেইরূপ নর ও নারীর মধ্যে মানসিক প্রবণতা ও কর্ম্ম-নৈপুন্যের পার্থক্য আছে সত্য। বীণার একটী তারের দুইটী সুর কি সম্পূর্ণ পৃথক হয়? নর ও নারী মানবতারূপ একটী বীণাতন্ত্রীর দুইটী সুর; ঐ দুইটী সুর বাদ দিলে বীণাতন্ত্রীর সদ্ভাব অসম্ভব। দুইজন ব্যক্তিকে লও; একজন ঈশ্বরদত্ত বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও অবস্থা-সম্পন্ন হওয়ায়, সমগ্র মানব মিলনের কল্পনা প্রচার করিবার জন্য বন্ধুভাবাপন্ন বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত; আর অপরে জগৎ বিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কলা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ঐ কল্পনা প্রচারে অভিনিবিষ্ট। ইহাদের উভয়ের "কর্ত্তব্য" ও "অধিকার" কি পৃথক পৃথক? উভয়েই জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একমাত্র স্বর্গীয় ভাবেরই প্রচারক। উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য এক; একারণ তাহারা সমান সমান ও ভাই ভাই। ঐ দুই ব্যক্তির মত, নর ও নারীর মানবতার জন্য করিবার দুইটী পৃথক পৃথক কার্য্য আছে, কিন্তু ঐ দুইটী কার্য্যই সমান পবিত্র ও সর্ব্বসাধারণের উন্নতির পক্ষে সমান অনুকূল এবং উভয়েই চরাচরের আত্মার মত যে কল্পনা ভগবান বিশ্বসংসারকে দিয়াছেন সেই কল্পনার মূর্ত্ত বিগ্রহ। এজন্য তাহাকে তোমরা সঙ্গিনী ও সুখদুঃখের সমভাগিনী মাত্র মনে করিও না।—তাহাকে তোমরা তোমাদের সকল উচ্চাশার, সকল চিন্তার, সকল শিক্ষার সম-ভাগিনী ও সামাজিক দুরবস্থা দূর করিবার সকল অনুষ্ঠানের সাহায্য-কারিনী বলিয়া মনে করিও। যে আদর্শে আমাদের সকলেরই পৌছিতে হইবে, তথায় উপনীত হইবার জন্য নর ও নারী তোমরা

বলে—"ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন 'নর' আর 'নর' সৃষ্টি করিয়াছে 'নারী'"। কিন্তু তোমাদের বাইবেল—ভবিষ্যতের বাইবেল, বলিবে —"ভগবান 'নর' ও 'নারীর' মধ্যে অভিব্যক্ত মানবতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

বিধাতা যে শিশুগুলিকে তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে ভালবাসিও। কিন্তু ভালবাসিও তাহাদিগকে প্রকৃত—সুগভীর—কঠোর স্নেহ দিয়া,—দুর্ব্বল—অযৌক্তিক—অন্ধ স্নেহ দিয়া নহে; এরূপ অন্ধ স্নেহ তোমাদের পক্ষে মাত্র স্বার্থপরতা, আর তাহাদের পক্ষে ধ্বংস। যাহা যাহা সব চেয়ে পবিত্র, তাহাদের নামে শপথ, তোমরা কখনও ভুলিও না যে পরবর্ত্তী বংশধরগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত। ঈশ্বর-সাক্ষী একান্ত নির্ভরশীল এই শিশু-আত্মাগুলির ও মানবতার সকল দায়িত্ব তোমাদের। যত প্রকার দায়িত্ব মানব বুদ্ধি নির্ণয় করিতে পারিয়াছে, সে সকলের মধ্যে এই দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। তাহাদিগকে তোমরা জীবনের সুখ সম্ভোগে ও দুরাকাঙ্খায় দীক্ষিত করিয়া তুলিও না—দীক্ষিত করিয়া তুলিও প্রকৃত মানব জীবন যাপনে, জীবনের কর্ত্তব্যে আর যে নৈতিক বিধির ইহা সর্ব্বতোভাবে অধীন, তাহাতে। ধর্ম্ম বিমুখ এই দেশে অতি অল্প সংখ্যক পিতামাতা, বিশেষতঃ যাহারা সম্পত্তি সম্পন্ন তাঁহারা, এই শিক্ষাদান কার্য্যের গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন। অতি অল্প সংখ্যক পিতামাতাই বুঝিতে পারেন যে, বর্ত্তমানের এই যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগণ—এই যে নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ—এই যে মহৎ উদ্দেশ্যে শত শত আত্মবলি, ইহাদের অধিকাংশের মূল কারণ সেই

উদাসীন জনকগণ, জীবনকে কর্ত্তব্য ও মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনে না করিয়া বরং সুখ-সম্ভোগ অনুসন্ধানের ও নিজ নিজ সুখ সুবিধার প্রচেষ্টার জন্য মনে করিতে তাঁহাদিগের সন্তানগণকে অবসর দিয়া, তাহাদের হৃদয়ে স্বার্থপরতার বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন। তোমরা পরিশ্রমের বরপুত্র; তোমাদিগের বিপদ অনেক কম। তোমাদিগের সন্তান-সন্ততিগণের অনেকেই অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন যাপনে অভ্যস্ত। আবার অপর দিকে আর্থিক অবস্থা হীন বলিয়া তোমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হয়। এ কারণ তাহাদিগকে তোমরা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পার না। তথাপি এরূপ দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও তোমরা উদাহরণ ও কার্য্য দ্বারা সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য অংশতঃ পালন করিতে পার।

উদাহরণ দ্বারা তোমরা ইহা করিতে পার।

"তোমরা যেরূপ ব্যাভিচারী বা ধার্ম্মিক, তোমাদের সন্তানগণও তদ্রূপ হইবে।

"তোমরা নিজেরাই যদি অসৎ হও বা তোমাদের ভ্রাতৃগণের প্রতি কৃপা-পরবশ না হও, তবে তাহারা কিরূপে সৎ হইবে—স্নেহ-শীল হইবে—দয়া-পরতন্ত্র হইবে?—তোমাদিগকে যদি অসংযমী দেখে, তবে তাহারা কিরূপে তাহাদের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিবে?—যদি তোমরা তাহাদিগের সাক্ষাতে অশোভন কার্য্যে ও কুরুচিপূর্ণ বাক্যে সতীত্বের অবমাননা কর, তবে তাহারা কিরূপে তাহাদের চরিত্র নির্ম্মল রাখিবে?

"তাহাদের স্বভাব গড়িয়া উঠিবার জীবন্ত আদর্শ তোমরা।

তোমাদিগের সন্তানগণ মানুষ হইবে, কি পশু হইবে, তাহা তোমাদেরই উপর নির্ভর করে।" *

উপদেশ দ্বারাও তোমরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পার। তাহাদিগকে বল—কি তাহাদের দেশ ছিল, আর কি তাহার হওয়া উচিত। সন্ধ্যায় যখন পত্নির মৃদুমধুর প্রেমময় হাসি ও অস্ফুটিত শিশু-সন্তানের অর্থ বিহীন, নির্দ্দোষ আধ-আধ কথা তোমাকে তোমার সমস্তদিনের পরিশ্রম-ক্লেশ ভুলাইয়া দেয়, তখন তুমি আমাদের প্রাচীন সাধারণতন্ত্রের ও জনসাধারণের মহৎ কার্য্যাবলীর কথা বারবার তাহাদিগকে বলিও; যাঁহারা ইতালীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন এবং দুঃখে কষ্টে, অপমানে নির্য্যাতনে ইতালীর উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নামগুলি সতত মনে রাখিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিও। সেই সব শিশুহৃদয়ে—অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা নয়—কিন্তু অত্যাচার প্রতিবিধানের সুদৃঢ় সঙ্কল্পকে জাগ্রত করিয়া তুলিও। তোমাদের কথা হইতে ও তাহাদের স্নেহময়ী জননীগণের সেই কথার শান্ত, ধীর অনুমোদন হইতে, তাহারা যেন বুঝিতে পারে, ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করা কি সুন্দর—সত্যের প্রচারকরূপে দণ্ডায়মান হওয়া কি মহান্—প্রয়োজন হইলে ভ্রাতার জন্য আত্মবিসর্জ্জন কি স্বর্গীয়! তাহাদের সুকোমল হৃদয়ে অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাসম্পন্ন সত্য শাসনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার প্রদীপ প্রজ্বলিত করিও। দেখিও তাহারা যেন অত্যাচার

ও বিপ্লবকে ঘৃণা করিতে করিতে, বিবেক ধর্ম্মে অনুপ্রাণীত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে। জাতীয়তার কর্ত্তব্য এ বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করা; আর সন্তানগণের নামে জাতীয়তার নিকট হইতে ইহা আদায় করিয়া লইবার অধিকারও তোমাদের আছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে সত্য সত্য কোন জাতীয়তা থাকিতে পারে না।

তোমরা তোমাদিগের পিতামাতাকে ভালবাসিও। যে পরিবার তোমার দ্বারা উদ্ভূত হইতেছে, তাহা যেন তুমি যে পরিবার হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, তাহাকে ভুলাইয়া না দেয়। বস্তুতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে নূতন বন্ধন, পুরাতন বন্ধনকে শিথিল করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ হওয়া অনুচিত। যে স্নেহশৃঙ্খল একটী পরিবারের তিন পুরুষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিবে তাহারই এক একটী নূতন বন্ধনীর মত তাহাদের হওয়া উচিত। তোমরা পিতামাতাকে ভালবাসিও এবং ভক্তি করিও। তাঁহাদিগের অন্তিম পথ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া দিও। তোমাদিগের একাগ্র ভক্তিভালবাসা দিয়া, তাঁহাদিগের পরিশ্রান্ত আত্মায় ধর্ম্মবিশ্বাস ও অমরত্ব জ্ঞান সন্দীপিত করিয়া তুলিও। পিতামাতার উপর তোমাদিগের একনিষ্ঠ পবিত্র ভালবাসা দেখিয়া, তোমাদিগের সন্তানগণও যেন তোমাদিগকে সেইরূপ ভালবাসিতে শিক্ষা করে।

পিতমাতা, ভাইভগ্নি, পত্নিপুত্র, সকলেই যেন তোমাদের নিকট এক বৃক্ষের বিভিন্ন আকারের শাখা সমুহের মত হয়। সকলের সম্মিলিত ভালবাসায় পরিবার পবিত্র করিয়া লইও। পারিবারকে সুপবিত্র মন্দিররূপে গড়িয়া তুলিও—যে মন্দিরে, দেশের উদ্দেশ্যে তোমরা সকলেই বলি হইতে পার। ইহাতে তোমরা সুখী হইবে

কি না জানি না; কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে এইরূপ করিয়া পরিবার গড়িয়া তুলিতে পারিলে, অতি দুর্দ্দিনেও তোমরা নির্ম্মল শান্তি অনুভব করিবে—অবিক্ষুব্ধ বিবেকের বিশ্রামসুখ লাভ করিবে।—তাহাতে তোমরা সকল প্রচেষ্টায় বল পাইবে—সর্ব্বপ্রকার ঝটিকা-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সুনির্ম্মল শান্তিপূর্ণ নীলাকাশ দেখিতে পাইবে।

তোমাদের নিজেদের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—"তোমাদের জীবন আছে, এ কারণ তোমাদের জীবনের একটা বিধিও আছে। ঐ বিধি অনুসারে নিজেকে উন্নত করা, কার্য্য করিয়া যাওয়া এবং জীবন ধারণ করা তোমাদের সর্ব্বপ্রধান ও একমাত্র কর্ত্তব্য।" আমি আরও বলিয়াছি যে জীবনের এই বিধি অবগত হইবার দুইটী উপায় ভগবান তোমাদিগকে দিয়াছেন ;—প্রথমটী তোমাদের আপন আপন বিবেক বুদ্ধি, আর দ্বিতীয়টী মানবতার বিবেকবুদ্ধি—তোমাদের সহচরগণের সার্ব্বজনীন দৃঢ়বিশ্বাস। আমি বলিয়াছি যে যখনই তোমরা তোমাদিগের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রশ্ন কর এবং ইহার উত্তরের সঙ্গে মানব জাতির বিরাট উত্তর—ইতিহাস যাহা বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার মিল হয়, তখনই তোমরা সনাতন অখণ্ডনীয় সত্য তোমাদের অধিকারে পাইয়াছ বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইতে পার।

ইতিহাসের মধ্য দিয়া মানবতা যে মহাবাণী বলিয়া থাকে, বর্ত্তমানে তাহা তোমরা অতি কষ্টে যথাযথভাবে বুঝিতে পার। তোমরা সর্ব্বজন সুপরিচিত সৎগ্রন্থাদি পাঠ করিতে পাওনা; তারপর তোমাদিগের অবসরও খুব কম। যাহা হউক বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইতিহাস ও মানব বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ব্যক্তি-গণ মানবতার ঐ মহাবাণী হইতে মানব জীবন সম্বন্ধীয় বিধির

কতকগুলি বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে মানব-স্বভাব মূলতঃ সামাজিক ও শিক্ষালাভের উপযুক্ত। যেরূপ একমাত্র ঈশ্বর আছেন ও থাকিতে পারেন, তেমনি ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সমষ্টি—মানবতার জন্য একটী মাত্র বিধিই সম্ভব। এই বিধির মূলগত শাশ্বত বিশেষত্ব "ক্রমোন্নতি"। এই সত্য অবিসংবাদি, কারণ মানবজ্ঞানের সকল শাখাই আজ ইহাকে স্বীকার করিয়া লইতেছে। এই সত্য হইতেই তোমাদের নিজেদের প্রতি "কর্ত্তব্য" স্থিরীকৃত হয় এবং তোমাদের সকল অধিকার অবগত হওয়া যায়। যত প্রকার অধিকার তোমাদিগের আছে সে সমস্তই এই একটি কথায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা চলে—"তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাধাবিপত্তি-হীন থাকিবে এবং এ বিষয়ে তোমরা কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত অপর সাধারণের সাহায্য পাইবে।"

তোমরা যে স্বাধীন তাহা তোমরা নিজেরাই অনুভব করিয়া থাক। মানব-বিবেকের এই যে স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্খা, ইহাকে বুঝাইতে অনুন্নত দর্শনবাদ নাস্তিকতা অভিব্যঞ্জক কিরূপ যে অদৃষ্টবাদের সৃষ্টি করে তাহা আমি বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাদের সমস্ত যুক্তি-তর্কও স্বাধীনতার স্বপক্ষে দুইটী অপরাজেয় সাক্ষীর কণ্ঠরোধ করিতে পারে না। এই দুইটীর একটী 'অনু-শোচনা' অপরটী 'আত্মত্যাগ'। সক্রেটীস হইতে যিশুখৃষ্ট, যিশু-খৃষ্ট হইতে অপরাপর মহানুভব মানবগণ, যাঁহারা মাঝে মাঝে স্বদেশের ও ধর্ম্মের জন্য আত্মবলি দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই দাসত্বমূলক ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে ডাকিয়া

আমাদের জীবনকে মধুময় করিয়া জীবনের উপর মমতা বর্দ্ধিত করিয়াছিল ও আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বারবার সাধিয়াছিল, তাহাদিগকেও ভালবাসিতাম; আমাদেরও হৃদয়ের সকল প্রেরণাই আমাদিগকে ডাকিয়া বলিত "বাঁচ", তথাপি পরবর্ত্তী বংশধরগণের মুক্তির দিকে চাহিয়া আমরা মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছি।" 'কেইন' হইতে বর্ত্তমান সময়ের ঘৃণিত গুপ্তচর পর্য্যন্ত যাহারাই তাহাদের ভ্রাতৃগণের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিতেছে —যাহারাই অমঙ্গলের পথে চলিতেছে,—তাহাদের সকলেই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আত্মগ্লানি ও অশান্তি অনুভব করিয়া থাকে। তাহাদের সকলেরই হৃদয় এই বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকে— "তুমি কেন মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিলে?"

তোমরা স্বাধীন, অতএব তোমাদের দায়িত্ব আছে। এই নৈতিক স্বাধীনতার সূত্র হইতে, তোমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূলসূত্র পাওয়া যায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া লওয়া ও তাহাকে কেহ কখনও ধর্ষন করিতে না পারে এরূপ সুব্যবস্থা করা তোমাদের কর্ত্তব্য; আর অপরাপরের কর্ত্তব্য তোমাদের এই স্বাধীনতাকে ব্যাহত না করা।

শিক্ষা লাভ করিবার মত শক্তি তোমাদের সকলেরই আছে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু কিছু বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক প্রবণতা বর্ত্তমান আছে। উপযুক্ত শিক্ষা মাত্র তাহাদিগকে সঞ্জীবিত ও কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে—অন্যথা উহারা অনুর্ব্বর ও সুপ্ত থাকিয়া যায়; অথবা বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রকাশ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে না।

শিক্ষা আত্মার আহার। যেরূপ ভৌতিক শরীর অনাহারে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে না, তদ্রূপ নৈতিক ও মানসিক জীবনের পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশের জন্ত বাহ্য প্রভাবের নিতান্ত প্রয়োজন। এ জন্য অপরের চিন্তা, অনুরাগ, ও আশা-আকাজ্ঞা—সমস্তটুকু না হউক, অংশতঃ অন্তত—তাহাকে অবশ্য আপনার করিয়া লইতে হইবে। ব্যক্তির জীবন বৃক্ষাদির মতই বাড়িয়া উঠে। উহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর নিজ নিজ সত্তা আছে—বিশেবত্ব আছে; কিন্তু সকলেই একই মাটিতে জন্মে ও আলো বাতাস প্রভৃতি কতকগুলি এক প্রকারের প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই বাড়িয়া উঠে। ব্যক্তি মানবতার নবোদ্ভিন্ন শাখার মত; মানবতার শক্তি লইয়াই ইহা লালিত ও শক্তিমান হইয়া উঠে। এই লালন-পালন ও নব-বল-বিধান শিক্ষার কার্য্য। শিক্ষা মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ পূর্ব্বতন মনুষ্য জাতির উন্নতির যত কিছু ফল তাহাকে প্রদান করে। এ কারণ শিক্ষা যে শুধু তোমাদের জীবনের একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বলিয়াই চাই তাহা নহে, পরন্তু তোমাদের সমসাময়িক সর্ব্ব-মানবের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যাহারা জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বে চিন্তা ও কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সকলের সঙ্গে পবিত্র একাত্মতার জন্তও তোমাদের যথাসম্ভব শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। তোমাদিগকে এরূপ মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে যে, শিক্ষার মধ্যে, ভগবান তোমাদিগকে ফলবান করিয়া তুলিবার জন্ত যে যে শক্তি বীজাকারে অর্পণ করিয়াছেন, সে সকল শক্তিই যেন স্থান পায় ও তাহাদের সকলেরই অনুশীলন করা হয়;—সে শিক্ষায়

জীবনের মধ্যে সুদৃঢ় সম্বন্ধ-বন্ধন গড়িয়া উঠে ও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

যাহাতে এই শিক্ষাকার্য্য অতি দ্রুত সুসম্পন্ন হয় ও তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন, সকলের সমষ্টির জীবনের বা মানবতার জীবনের সঙ্গে অধিকতর সুনিশ্চিত এবং সুপরিচিত ভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া উঠে, তজ্জন্য ভগবান তোমাদিগকে মূলতঃ সামাজিক জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার নিম্নশ্রেণীর জীব একাকী বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সে জন্য তাহাদের বাহ্যপ্রকৃতি ও বাস্তব-জগতের সঙ্গ ছাড়া অন্য কাহারও সঙ্গে যোগ রাখিয়া চলিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু তোমরা তাহা পার না। প্রতি পদ-ক্ষেপে তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের সাহায্য আবশ্যক। জীবনের অতি সাধারণ অভাবগুলিও তোমরা তাহাদের সাহায্য ভিন্ন পূরণ করিয়া লইতে পার না। পরস্পরের সহযোগীতায় তোমরা অন্যান্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, ঐ সহযোগীতা ব্যতিরেকে, শক্তিতে তোমরা পশু হইতেও নিকৃষ্ট। ঐরূপ নিঃসহায় অবস্থায় তোমরা দুর্ব্বল, শক্তিহীন ;—উন্নতি করিতে বা আপনাদের পূর্ণ সত্বায় বর্ত্তমান থাকিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তোমাদের হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথা স্বদেশ প্রেম ইত্যাদি এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন-স্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা যথা অপরের প্রশংসা লাভের আশা ইত্যাদি, তোমাদের জীবনকে লক্ষ লক্ষ মানবজীবনের সঙ্গে যুক্ত করিবার গোপন ইচ্ছাকেই প্রকাশ করে মাত্র। তাহা হইলে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছ। সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তোমাদের বল শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে ; অপরের

উন্নতিতে তোমাদের উন্নতি লাভ ঘটিবে এবং সর্ব্ব-মানবের ভাল-বাসার ও ক্রমবর্দ্ধমান একতার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া, তোমা-দের স্বভাব দিন দিন জাগ্রত, উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। ভগবানের সঙ্গে তোমাদের সম্মিলন যতই পূর্ণতর ও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে, ততই তোমরা ব্যক্তিগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে জীবনের বিধি সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিপালিত হইতে পারে না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে যতবারই বিশেষ কোন মানব-উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে—যতবারই এই বিধির কোন একটা অংশ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ততবারই বৃহত্তর মানবসম্মিলন গড়িয়া উঠিয়াছে ও এক জনসাধারণের সঙ্গে অপর জনসাধারণের সম্বন্ধ অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পেগান দর্শনবাদে 'দাস ও প্রভু' নামে মনুষ্য-চরিত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যখন এই দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে আদি যুগের ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মপ্রচারকগণ মনুষ্য-চরিত্রের একত্ব প্রচার করিতেছিলেন, তখনই রোমান জনসাধারণ তাহাদের ঈগল-লাঞ্ছিত পতাকা তদানীন্তন পরিচিত ইউরোপের বিভিন্ন জনসাধারণের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পোপের ধর্ম্ম যদিও আজ দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রথম শতাব্দীতে ইহার দ্বারা উপকারই সাধিত হইয়াছিল। পোপ ধর্ম্ম যখন প্রচার করিল যে—"বাস্তব জগতের শক্তি অপেক্ষা আধ্যাত্ম জগতের শক্তি উচ্চতর"—তাহার পূর্ব্ব আক্রমণকারীগণ, যাহাদিগকে আমরা বর্ব্বর নামে অভিহিত করিয়া

সংঘর্ষ আনয়ন করিয়াছিল। স্বাধীনতার চিন্তাকে জন সাধারণের ভিতর জাগ্রত করিয়া তুলিয়া জাতীয়তা সম্বন্ধে যে ধারণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপ সঙ্কুচিত। এই জাতীয়তা একদিন না একদিন প্রবর্ত্তিত হইবেই হইবে। কিন্তু জাতীয়তার বর্ত্তমান ধারণা প্রচারিত হইবার বহুপূর্ব্বে, করাসী বিপ্লব ও ঐ দেশের অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহ, শ্লাভ বিশেষত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের পূর্ব্বে ইউরোপের কেহই ঐ বিশেষত্বের কথা জানিতও না।

সর্ব্বশেষে তোমরা উন্নতিশীল জীব।

যে অর্থে আমি "উন্নতি" কথা ব্যবহার করিলাম তাহা পুরাকালে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু এখন হইতে ইহা মানবতার জন্য একটী পবিত্র কথা হইয়া দাঁড়াইবে। এই "উন্নতি" বাক্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের ক্রমোন্নতির সমস্ত খানি প্রকাশ করে।

পুরাকালে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ ও পেগান ধর্ম্ম-বিশ্বাসী মানবগণ অদৃষ্ট, দৈব বা অত্যদ্ভুত অপরিজ্ঞেয় একটা শক্তিকে বিশ্বাস করিত। তাহাদের মতে এই শক্তিই মানব সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের স্বেচ্ছাচারী বিধাতা।—তাহার কার্য্য বুঝিবার ক্ষমতা মানবের নাই ; ঐ কার্য্য সুসম্পাদনে অথবা উহার দ্রুত সম্পাদনে সাহায্য করিবার শক্তিও তাহার নাই। এই পৃথিবীতে কোন কিছু চিরস্থায়ী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা মানবের নাই বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত ; আর বিশ্বাস করিত যে পৃথিবীতে ব্যক্তির জীবন যে পথ অঙ্কিত করিয়া যায় জনসাধারণ চিরদিন সেই পথেই চলিতে অভিশপ্ত। ব্যক্তি যেমন

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বর্দ্ধিত হয় ও আপন শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, আবার শক্তি হারাইয়া মৃত্যুর কবলে চিরদিনের মত পতিত হয়, মানব সাধারণের জীবনও তদ্রূপ। তাহাদের চিন্তার ও কার্য্যের জগৎ ছিল অতি সংকীর্ণ। আপন আপন জাতির, এমন কি অনেক সময় নিজ নিজ নগরের ইতিহাস ভিন্ন, বাহিরের বিস্তৃত জগতের ইতিহাসের সঙ্গে তাহাদের কোন পরিচয়ই ছিল না।

এজন্য তাহারা সমগ্র মানব জাতিকে কতকগুলি মানবের সমষ্টি বলিয়া মনে করিত, যেন মানবজাতির নিজস্ব কোন পৃথক সত্ত্বা নাই—তাহার নিজের কোন বিধি নাই। ব্যক্তির কল্পনা হইতে তাহারা মানবজাতির কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ মতবাদের পরিণাম ফল হইয়াছিল এই যে, যাহা ঘটিতেছে তাহার পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টা বা আশা না করিয়াই গ্রহণ করিয়া লওয়া। যেখানে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ ছিল গণতান্ত্রিক; আর যেখানে স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানকার জনগণ ছিল উন্নতিতে উদাসীন আজ্ঞাবহ দাস। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কি গণতন্ত্রের অধীন, কি স্বেচ্ছাচারী শাসন-তন্ত্রের অধীন, জনসাধারণ—হয় চারি-বর্ণে বিভক্ত, যথা প্রাচ্য দেশে,—না হয় "প্রভু" ও "দাস" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা গ্রীস দেশে, তখন তাহারা ঐ ঐ বর্ণভেদে এবং শ্রেণীভেদে বিশ্বাসী হইয়া উঠিল। এমন কি গ্রীকদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদ্বয়, "প্লেটো" এবং "এরিষ্টটল্"ও এই বিভাগ মানিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ মানবগণের মধ্যে, তোমাদের মুক্তিলাভ অসম্ভবই হইয়া পড়িত।

যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মপ্রবেশের উপর যাঁহারা প্রাচ্যের ও 'পেগানদের,

ধর্ম্মমত হইতে উচ্চতর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহারা এই "উন্নতি" কথার পবিত্র ভাব অতি অস্পষ্ট ভাবে অনুমান করিয়া লইতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মানবজাতির ঐক্য, আইনের সমতা এবং মানবের পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ সকল সংসাধিত করিবার শক্তি যে ভগবান মানবকে দিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, বা কি উপায়ে ঐ সমস্ত সাধন করা সম্ভব, তাহাও উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। ব্যক্তির জীবনের কল্পনা হইতে সমগ্র মানবজীবনের বিধি নির্দ্ধারণের যে সংকীর্ণ গণ্ডী, তাহার মধ্যেই তাঁহারা আবদ্ধ রহিলেন। মানবতার পূর্ণাবয়ব তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। তাঁহারা এক বিধাতাপুরুষকে স্বীকার করিয়া লইলেন এবং পূর্ব্বকালের অদৃষ্টপুরুষের আসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু এই বিধাতাপুরুষকে তাঁহারা ব্যক্তির রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন, মানবতার বিধি রূপে মানিয়া লইলেন না। একদিকে পূর্ণতার অতি উন্নত আদর্শের জ্ঞান, অপরদিকে ব্যক্তির ক্ষণস্থায়ী দুঃখপূর্ণ জীবনের অনুভূতি, এই উভয়ের মাঝখানে পড়িয়া মানব ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী কোন একটা কিছুর তাঁহারা অভাববোধ করিলেন; এবং মানবতার সমষ্টি-সম্বন্ধে কোন কল্পনা করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবান জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহারা ধরিয়া লইলেন। তাই তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, জগতে ভগবানের আবির্ভাবে বিশ্বাসী হওয়াই মুক্তি-লাভের, শক্তি লাভের, ও ভগবৎকরুণা লাভের একমাত্র উপায়।

অনুক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া, তাঁহারা মনে করিলেন যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, ভগবান করুণা করিয়া একবার মাত্র এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন। মানব ও ভগবানের মধ্যকার সংযোগসূত্র তাহারা বোধ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু এ জগতে কি যে মানবগণকে বিশ্ব-মানবতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহারা জানে না যে পরবর্ত্তী সময়ের মনুষ্যগণের উপর, পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মানবগণের কি প্রভাব, তাহাদের নিকট মানব-বংশের জন্মমৃত্যুর পারম্পর্য্যের মূল্যই বা কতটুকু! তাঁহারা তাই উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং মানবকে জগৎ ও মানবতার সকল সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে কৃতপ্রযত্ন হইলেন। এ কারণ জগতকে পাপক্ষালনের ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন ও তাহাকে প্রাকৃতিক শক্তির হাতে একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। মনে করিলেন মর্ত্ত ও স্বর্গের মধ্যকার সম্বন্ধ শত্রুতামূলক। মানবগণ স্বর্গে অরোহণ করিতে পারে মাত্র ভগবানকে বিশ্বাস করিয়া ও তাঁহার করুণা লাভ করিয়া; কিন্তু সেই বিশ্বাস ও করুণা হারাইয়া, তাহারা অনন্তকালের জন্য স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যধামে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে—ভগবান একবার মাত্র কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই বিশ্বাস সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার মত নাই এবং যাঁহারা এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অভ্রান্ত। তাঁহারা কিন্তু ভুলিয়া যান যে কোন এক শুভমুহূর্ত্তে উচ্চতর জ্ঞানে

আমার অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এক্ষণে তোমারা সে সমস্ত শুনিবার অধিকারী নও। যাহা হউক, যখন সত্যস্বরূপ আবির্ভূত হইবেন, তিনিই তোমাদিগকে সকল সত্যে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। নিজের কথা তিনি তোমাদিগকে বলিবেন না; বলিবেন মাত্র যে যে কথা তিনি শুনিতে পাইবেন।" * এই কথা, "উন্নতির" কল্পনা ও মানবতার মধ্যদিয়া ক্রমপর্য্যায়ে সত্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণীই শুনাইয়া থাকে। পুনরভ্যুত্থিত রোম যে সত্য—"ঈশ্বর ও জনসাধারণ" —গণতন্ত্রের সকল বিষয়ের পুরোভাগে লিখিয়া ইতালীকে উপহার প্রদান করিবে, সেই সত্য, এই বাণীর মধ্যেই সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু মধ্যযুগের ধর্ম্মবিশ্বাসী জনগণ ইহা বুঝিতে পারেন নাই; —ইহা বুঝিবার মত সময় তখনও আইসে নাই।

পেগানদের পরবর্ত্তী যাবতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস উল্লিখিত মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পৃথিবীতে উক্ত প্রকার মতবাদের উপর তোমাদের মুক্তিমন্দির গড়িয়া উঠিতে পারে না।

যিশুখৃষ্টের যে বাণী আমি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রকাশিত হইবার ত্রয়োদশ শতাব্দী পরে, কোন এক ব্যক্তি—একজন ইতালীয়ান—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতালীয়ান, এই সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—"ঈশ্বর এক; জগৎ ভগবানের কল্পনা, এ কারণ জগতও এক। সকল পদার্থই একমাত্র ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে, সকলেই কম বেশী ঐশ্বরীক স্বভাবে অনু-

* সেন্টপলস্ ১৬শ অধ্যায়।

প্রোথিত। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব। ভগবান অন্যান্য জীব হইতে মানবকে অধিক পরিমাণে তাঁহার নিজের স্বভাব দিয়াছেন। ঈশ্বরের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই আপন আপন শক্তি সামর্থ্য মত পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। মানবের পূর্ণতা লাভ করিবার ক্ষমতা অপরিসীম। মানবতা এক। ঈশ্বর কিছুই নিরর্থক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। মানবতা যখন এক, তখন সর্ব্বমানবের লক্ষ্যও এক হওয়া উচিৎ এবং সকলের সমবেত পরিশ্রমে একমাত্র কার্য্যই সম্পন্ন হওয়া উচিৎ। এ কারণ সমগ্র মানবজাতির এরূপ ভাবে এক সঙ্গে কর্ম্ম করা আবশ্যক, যাহাতে জাতি সমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্ত মানসিক শক্তিগুলি, কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে এক মাত্র ধর্ম্মই বিদ্যমান।"

যিনি উক্তরূপ চিন্তাকে কথায় প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম "দান্তে"। ইতালী স্বাধীন হইলে, ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যেক নগরীতে প্রতিষ্ঠা করা নগরবাসীদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে; কারণ ঐ চিন্তাধারার মধ্যেই ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে। ঐ কথা তিনি তাঁহার 'লাটিন' ভাষায় লিখিত "দি মনার্কিয়া" এবং ইতালী ভাষায় লিখিত "ইল্ কন্‌ভিটো" নামক গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি বুঝিয়া উঠা কঠিন বলিয়া বর্ত্তমানে কেহই উহাদিগকে পাঠ করে না।—এমন কি যাঁহারা সুপণ্ডিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, তাঁহারাও পড়েন না। এইরূপ চিন্তা একবার চিন্তাজগতে উপ্ত হইলে, কখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না।

ইহার সুফল ভোগ করিয়া থাকে। মানব ছায়া-সুনিবিড় বিপুল-কায় বটবৃক্ষের প্রশংসা করিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে তাহার উদ্ভব, সে সংবাদ কয়জনে রাখে?

"দান্তে" চিন্তাজগতের চারিদিকে যে বীজ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজ সুফলপ্রদ হইয়াছে। মাঝে মাঝে মনস্বীগণের দ্বারা লালিত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐ চিন্তাবৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্রমোন্নতিই যে জীবনের বিধি তাহা ইতিহাসের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিজ্ঞানের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া, সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। দিনে দিনে এই সত্য পূর্ণত্ব লাভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতের পতাকা হইয়া দাঁড়াইল। বর্ত্তমানে এমন কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই, যিনি এ সত্যকে তাঁহার সকল কর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার না করেন।

আজ আমরা জানি যে জীবনের বিধি ক্রমোন্নতি—ব্যক্তির ক্রমোন্নতি, মানবতার ক্রমোন্নতি। মানবতা এই বিধি পৃথিবীতেই প্রতিপালন করিয়া থাকে, আর ব্যক্তি ইহা ইহজগতে বা অন্তত্র প্রতিপালন করে। একমাত্র ঈশ্বর, আর একমাত্র বিধি। মানবতা তাহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে এই বিধি নিয়মিত ভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, কোথাও ইহাকে লঙ্ঘন করে নাই। সত্য কখনও পূর্ণ ভাবে বা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে পূর্ণ সত্যের খণ্ড খণ্ড অংশের—ঐ বিধির দুই একটী ধারার সন্ধান মিলিয়া আসিতেছে। ঐ সত্যের বা বিধির প্রত্যেকটী কথা পূর্ণতার পথে মানবজীবনকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া লইয়া

গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহা হইলে ধর্ম্মচিন্তার ক্রমবিকাশ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে উন্নতিশীল। নব নব 'বিশ্বাস' বা মতবাদ এই ধর্ম্মচিন্তাকে বিকশিত ও পবিত্র করিয়া তুলিয়া একদিন পৃথিবীতে একমাত্র মহাধর্ম্ম-রূপ বিশ্ব-মানবতার মিলন মন্দিরের এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। ঈশ্বরানুগৃহিত প্রতিভাসম্পন্ন অনন্ত-সাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ হইবেন সেই মহাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আর মানবতার সমষ্টির অর্থবাচক জনসাধারণ হইবে সেই ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা। জনসাধারণ ঐ সত্যকে বরণ করিয়া লইবে এবং বংশানুক্রমে তাহাকে প্রচার করিতে থাকিবে। মানব-জীবনের বিভিন্ন শাখায় ও পর্য্যায়ে তাহারা ঐ সত্যকে প্রয়োগ করিয়া তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে থাকিবে।

মানবতা যেন একজন মানব, যে চিরকাল বাঁচিয়া থাকে আর চিরদিন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া যায়। এ কারণ কোন মানব বা শক্তি কখন সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না। আইনের সংরক্ষক বা ব্যাখ্যাতা বলিয়া কোন বিশেষ শ্রেণী নাই বা থাকিতে পারে না। এক মানবতা ভিন্ন ঈশ্বর ও মানবের মধ্যবর্ত্তী অন্য কেহ নাই বা থাকিতে পারে না। ঈশ্বর মানবতার জন্য ক্রমোন্নতি-শীল শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ব্বেই মনে মনে কল্পনা করিয়া লইয়া এবং প্রত্যেক মানবহৃদয়ে উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা উপ্ত করিয়া, এই শিক্ষাপদ্ধতিকে সার্থক করিয়া তুলিবার উপযোগী সমুদয় বৃত্তি ও শক্তি মনুষ্যস্বভাবে দিয়া দিয়াছেন। মানব স্বাধীন এবং দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন জীব। কর্ত্তব্যের পথে চলিয়া সে ঐ সকল বৃত্তি ও শক্তির সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারে, আবার অন্ধ স্বার্থপরতার বা

পারে। সে তাহার নিজের উন্নতি ইচ্ছা করিলে সত্বর সাধন করিতে পারে, অথবা তৎসাধনে বিলম্বও ঘটাইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিয়া দিবার ক্ষমতা মানবশক্তির বহির্ভূত। মানবতার শিক্ষা অবশ্যই সম্পূর্ণ হইবে। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ব্বরদের আক্রমণে সভ্যতা নির্ম্মূল হইল বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর এক অভিনব সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল এবং ঐ সভ্যতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ভাবে জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার এই কারণেই মানবকৃত অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্য হইতে অতি শীঘ্র স্বাধীনতার অপূর্ব্ব বিকাশ হইতে দেখা যায়।

ক্রমোন্নতির বিধি এ জগতে হউক অথবা অন্য জগতে হউক প্রতিপালন করিতেই হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে কোন শত্রুতা সম্বন্ধ নাই। এ কথা মনে করাও পাপ যে, ঈশ্বরের নিকট অপরাধী না হইয়া আমরা তাঁহার কার্য্যকে অশ্রদ্ধা করিতে পারি, যে গৃহ তিনি আমাদের সকলের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহাকে ঘৃণা করিতে পারি এবং অসৎ, স্বার্থপর বা অত্যাচারী যে কোন শক্তির হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া যাইতে পারি। এ জগৎ পাপক্ষালনের স্থান নহে! বস্তুতঃ সত্যের ও ন্যায়ের যে আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণে অর্পিত হইয়াছে, তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য এখানে কর্ম্ম করিতে হইবে। এ জগৎ যেন পূর্ণত্বে আরোহণ করিবার একখানি মই বিশেষ। আমাদের কর্ম্মদ্বারা মানবতার মধ্যে ভগবানকে মহিমামণ্ডিত করিয়া এবং তাঁহার নির্দ্দেশকে

পারি। ইহলোকে ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য আমরা প্রত্যেকে কতটুকু কি করিয়াছি, তাহাই মাত্র দেখিয়া, মৃত্যুর পর ভগবান আমাদিগের প্রত্যেককে পূর্ণত্ব লাভের জন্য আরও অগ্রসর হইবার, অথবা যে পথ নিরর্থক পাপকর্ম্মে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার, আদেশ করিবেন। ভ্রাতৃগণের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ট ও সুবিস্তৃত ভাবে সম্বন্ধ-বদ্ধ হইতে পারিলে আমাদের শক্তি বাড়িবে—কর্ত্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইবে ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া আত্মোন্নতির পথ মিলিবে। আমাদিগকে মানবতার সকল অংশকে এক পরিবারে পরিণত করিতে হইবে। এই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের উপকারের নিমিত্ত নৈতিক বিধিনিয়মের মূর্ত্তিমান আদর্শস্বরূপ হইবে। মানবতা যেরূপ যুগে যুগে, বংশপরম্পরায় পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিও তদ্রূপ জন্ম হইতে জন্মান্তরে আপনার কর্ম্মের অনুপাতে পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ক্রমোন্নতি কথাটীর মধ্যে যে সকল সত্য নিহিত আছে, উপরে তাহাদেরই কতিপয় মাত্র বলা হইল। ঐ সকল সত্য হইতেই ভবিষ্যৎ মহাধর্ম্মের উদ্ভব হইবে। এই ক্রমোন্নতি কথায় মাত্র তোমাদের মুক্তি লাভ হইতে পারে।

স্বাধীনতা।

তোমরা জীবন ধারণ কর ; এই জীবন অকস্মাৎ হয় নাই। অকস্মাৎ কথার কোন প্রকৃত অর্থ নাই। কোন বিষয়ে মানবের অজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এই কথাটীর সৃষ্টি। তোমরা যে জীবন যাপন করিতেছ, তাহার উৎপত্তি স্থান ঈশ্বর। এই জীবনের ক্রমোন্নতির মধ্যে একটী সুচিন্তিত নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তোমাদের জীবনের অবশ্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।

কি উদ্দেশ্যে যে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নিঃশেষ করিয়া এ পর্য্যন্তও জানিতে পারা যায় নাই ; বস্তুতঃ তাহা জানা যাইতেও পারে না। কিন্তু এই কারণেই কি আমরা তাহাকে অস্বীকার করিব ? শিশু কি জানে যে, পরিবার, স্বদেশ ও মানবতার মধ্য দিয়া তাহাকে কি উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতে হইবে ?—জানে না ; কিন্তু উদ্দেশ্য তথাপি বর্ত্তমান। তাহার ঐ উদ্দেশ্য আমরা মাত্র জানিতে বসিয়াছি। মানবতা ভগবানের শিশু সন্তান ; তিনিই জানেন কি ভাবে তাহাকে বাড়িয়া উঠিতে হইবে। সবে মাত্র বর্ত্তমানে মানবতা জানিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ক্রমোন্নতিই তাহার জীবনের বিধি ; অতি অল্পদিন মাত্র সে কতকটা অনিশ্চিত ভাবে চতুর্দ্দিকের বিস্তৃত জগৎ সম্বন্ধে জানিতে বসিয়াছে ; এখনও জগতের অধিকাংশ ব্যক্তিই বর্ত্ত-

শিক্ষার অভাব বশতঃ মানবতার বিধি-নিয়ম ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ; অথচ ঐ দুইটী বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া না উঠিতে পারিলে, আমরা আমাদিগকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব না। সমগ্র জগতের কথা দূরে থাকুক, এই ক্ষুদ্র ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তি মাত্র, জ্ঞান লাভের উপযোগী আপন আপন মনঃশক্তিকে উন্নত করিয়া লইতে সমর্থ। তোমাদের মধ্যে অনেকেই অপরের উপদেশ লাভে বঞ্চিত এবং তোমরা সকলেই অভাব নিবন্ধন, অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য। এজন্য তোমাদের মানসিক শক্তি সুপ্তই রহিয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। যে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, জগতের এই অবস্থায় আজ আমরা, তাহা লাভ করিব কিরূপে? আজ পর্য্যন্ত যখন আমাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মাত্র 'ক্রমোন্নতি' কথা শুধু মুখে বলিতে শিখিয়াছেন—বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ; এবং এই কতিপয় ব্যক্তিও যখন একত্রে সম্মিলিত না হইয়া বরং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন,—তখন পার্থিব উন্নতির সর্ব্বশেষ সোপানে আরোহণ করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদিগের প্রতি তোমরা ক্রুদ্ধই বা হও কেন? সে উন্নতি আরও বহুদিন মিলিবার নহে। এস তাহার কথা আমরা ভুলিয়া যাই। শিশু সুলভ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা যেন অপরের অর্জ্জিত জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে সত্য আবিষ্কার করিয়া লইতে বিরত না হই। সত্য আবিষ্কার করিয়া লইতে যেরূপ সাধুতা ও সংযমের প্রয়োজন, সেইরূপ অধ্যবসায়েরও দরকার। অসৎ সঙ্কল্প লইয়া যাহারা পাপ-পথের

অধৈর্য্য ও মানব সুলভ দাম্ভিকতায় বিপথগামী হইয়াছে। এই সত্য আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই পৌরাণিক ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, কিরূপে এক ঈশ্বরদ্রোহী স্বর্গে আরোহণ করিবার আয়োজন করিতে গিয়া, শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের স্তম্ভই গাঁথিয়া তুলিয়াছিল এবং যে সকল দৈত্য অলিম্পাস্ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা আগ্নেয়গিরির বজ্রসম্পাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কিরূপে পর্ব্বতপাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই কথাটী আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের সৃষ্টির উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, আমরা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি বিধান ও প্রয়োগ করিয়া ঐ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে বা তাহাতে উপনীত হইতে সক্ষম। আমাদের বৃত্তিগুলি কর্ম্মসম্পাদনের যন্ত্রাদির মত। এ জন্য উহাদের ক্রমোন্নতি বিধান করা, উহাদিগের উন্নতিতে সাহায্য করা এবং স্বাধীন ও নিরবছিন্নভাবে উহাদিগকে প্রয়োগ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে তোমরা তোমাদিগের কোন কর্ত্তব্যই সম্পাদন করিতে পার না, অতএব স্বাধীনতায় তোমাদিগের 'অধিকার' আছে। আর যদি কোন ব্যক্তি, তোমাদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত রাখে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে যে কোন উপায়ে উহা অর্জ্জন করিয়া লওয়া তোমাদের 'কর্ত্তব্য'।

স্বাধীনতা ভিন্ন সচ্চরিত্রতা থাকিতে পারে না, কারণ যদি সৎ কিম্বা অসৎ, সার্ব্বজনীন উন্নতির প্রতি নিষ্ঠা অথবা স্বার্থপরতায় স্পৃহা, ইহাদের এককে বা অপরকে বাছিয়া লইবার

পারে না। এইরূপ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন সমিতি সত্য সত্য থাকিতে পারে না, কারণ স্বাধীন ও পরাধীন ব্যক্তিগণকে লইয়া কোন প্রকার সঙ্ঘ গঠিত হওয়া অসম্ভব ;—থাকিতে পারে শুধু বহু ব্যক্তির উপর, কতিপয় ব্যক্তির আধিপত্য। ব্যক্তির জীবন যেমন পবিত্র, ব্যক্তির জীবনের অভিব্যক্তি—স্বাধীনতাও তেমনই পবিত্র। যে ব্যক্তির স্বাধীনতা নাই, তাহার জীবন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যেই পর্য্যবসিত। যে ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতাকে পর্য্যুদস্ত হইতে দেয়, সে তাহার নিজের প্রকৃতির নিকট বিশ্বাস-ঘাতক ও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া থাকে।

যেখানে কোন শ্রেণী, পরিবার বা ব্যক্তি বিশেষ, ভগবানদত্ত অধিকারের অথবা বংশগৌরব বা ধনৈশ্বর্য্যের মিথ্যা দাবী লইয়া, অপরাপর মানবের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, সেখানে স্বাধীনতা নাই। স্বাধীনতা সর্ব্বসাধারণের জন্য—সকলেই সমানভাবে তাহা ভোগ করিবে। ঈশ্বর কখনও একের হস্তে প্রভুত্ব দিয়া দেন নাই। পৃথিবীতে যতপ্রকার প্রভুত্ব লক্ষিত হয়, সে সমস্তই তিনি মানবতার, জাতির বা সমাজের হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জাতি ও সমাজও মানবতার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাহারাও যদি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে বা ভগবানের নির্দ্দেশকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য, এই প্রভুত্ব না করে, তবে তাহাদেরও ইহাতে অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রভুত্বের অধিকার কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাই—বস্তুতঃ উদ্দেশ্যের মধ্যে ও ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল কার্য্য করা হয় তাহার মধ্যেই সে অধিকার বিদ্যমান। যে

কার্য্য এবং সেই উদ্দেশ্যকে সর্ব্বসাধারণের বিচারের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এজন্য চিরস্থায়ী কোন প্রভুত্ব নাই বা থাকিতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা গভর্ণমেণ্ট নামে অভিহিত করি, তাহা মাত্র কর্ম্মপরিচালনার সমিতি-বিশেষ ;—জাতীয় উদ্দেশ্য অতি সত্বর সিদ্ধ হইবে বলিয়া কয়েক ব্যক্তির হস্তে আমরা কর্ম্মপরিচালনার ভার অর্পণ করি। কিন্তু তাঁহারা যদি ঐ উদ্দেশ্য সাধনে উদাসীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ম্ম-পরিচালনার অধিকারও থাকে না। যাহাকেই গভর্ণরের পদে অভিষিক্ত করা হয়, তিনিই সর্ব্বসাধারণের অভিমত অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে বাধ্য। এই ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া উচিৎ; এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি সর্ব্বসাধারণের অভিমত ভুল করিয়া বুঝিবেন বা ইচ্ছা করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিবেন, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আমি আবার বলিতেছি যে, তোমাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, এমন কোন একটী শ্রেণী বা পরিবার থাকিতে পারে না, যে তাহার নিজের স্বত্বস্বামীত্বে তোমাদিগের উপর আধিপত্য করিতে পারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদিগকে অপরের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা স্বাধীন বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে পার কিরূপে? গণতন্ত্র একমাত্র ন্যায় সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গভর্ণমেণ্ট থাকিতে পারে না।

স্বর্গে ভগবান, আর মর্ত্তে জনসাধারণ, এতদুভয় ভিন্ন তোমাদের অপর কোন প্রভু থাকিতে পারে না। যে মুহূর্ত্ত হইতে তোমরা শাশ্বত বিধিনিয়মের বা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের

বিন্দুমাত্র অবগত হইতে পার, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমাদিগের উহা মানিয়া চলা উচিৎ। যখনই তোমাদের সহচরগণের সমষ্টি —জনসাধারণ—কোন একমাত্র বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে, তখনই তোমাদের, ঐ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া বরং উহার নিকট মস্তক অবনত করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে তোমাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, যে সকল বিষয় মানব-জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উহাদের উপর জনসাধারণেরও প্রভুত্ব নাই। কোন সম্মিলিত জন-সংখ্যা বা শক্তিই মানব-স্বভাব-সুলভ গুণাবলী তোমাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। কোন বৃহৎ জনসাধারণই যথেচ্ছাচার প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার নিজের স্বাধীনতা নির্ব্বাপিত বা দূরীকৃত করিতে অধিকারী নহে। যে জনসম্প্রদায় ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া আত্মঘাতী হইতে বসে, তাহার বিরুদ্ধে তোমরা অবশ্য বলপ্রয়োগ করিতে পার না, কিন্তু সুযোগ ও অবস্থা অনুযায়ী তাহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা তোমাদের প্রত্যেকের আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

জীবনের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য স্বাধীনতা প্রভৃতি অপরিহার্য্য বিষয়গুলি লাভ করা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

কায়িক স্বাধীনতা, গমনাগমনের স্বাধীনতা, ধর্ম্মচিন্তার স্বাধীনতা, সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বা অন্য কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে চিন্তা প্রচারের স্বাধীনতা, অপর সাধারণের সাহায্যে, আপন আপন মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপরাপরের সহিত সম্মিলিত হইবার

স্বাধীনতা—এই সকল স্বাধীনতা কেহই তোমাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। (অবশ্য অবস্থা বিশেষে অন্যরূপ ব্যবস্থা হওয়াও সম্ভব ; কিন্তু সেরূপ অবস্থা অতি বিরল বলিয়া সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না।) যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ে স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাকে বাধা দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য।

কোন কারণ না দেখাইয়া কিম্বা দেশীয় বিচারালয়ে বিচারের অপেক্ষা না করিয়া, মাত্র সমাজের দোহাই দিয়া, তোমাদিগকে কারারুদ্ধ বা আবদ্ধ করিবার অথবা তোমাদিগের উপর সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত রাখিবার কাহারও কোন অধিকার নাই। তোমাদের স্বদেশের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের জন্য অনুমতিপত্র বা ঐরূপ কোন অন্তরায় প্রবর্ত্তন করিয়া,—স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি করিবার অধিকার কাহারও নাই। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ভগবান এতদুভয়ের মধ্যে কোন কিছু বলিবার, একমাত্র মানবতারই অধিকার আছে,—আর কাহারও নাই। ভগবান তোমাদিগকে চিন্তাশক্তি দিয়াছেন, তাহাকে সীমাবদ্ধ করিবার বা তাহা প্রকাশে নিষেধ করিবার অধিকার কাহারও নাই ; কারণ এই চিন্তা বিনিময়ের মধ্য দিয়াই তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের আত্মার সহিত তোমাদের আত্মার মিলন সম্ভব ; আর এইরূপ মিলনই আমাদের উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। চিন্তাশক্তির স্বাধীনতাকে কোনরূপে ব্যাহত করা উচিৎ নহে। এই স্বাধীনতার পরিপন্থী কোন আইন প্রবর্ত্তন করা নিতান্ত অন্যায়

প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়, তবে অন্যান্য অপরাধীর মতই সমাজ তাহাকে শাস্তি দিতে পারে। সাধারণ বিচারালয়ে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা মানব-সুলভ দায়িত্ব জ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ; কিন্তু ঐরূপে বিচার করিবার পূর্ব্বেই, কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা, আর স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা, একই কথা। চিন্তাশক্তি যেরূপ পবিত্র, সেইরূপ শান্তিপূর্ণ সঙ্ঘও পবিত্র। ক্রমোন্নত হইবার অপরিহার্য্য উপায় স্বরূপ, ঈশ্বর তোমাদিগের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রেরণা দিয়াছেন, এই প্রেরণাবলেই সমগ্র মানব পরিবার একদিন একত্রে সম্মিলিত হইবে। কাহারও ইহাতে বাধা দিবার বা ইহাকে সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার নাই। যে জীবন ভগবান তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা অপরাপরের জীবন সংরক্ষণে ও তাহার উন্নতি বিধানে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। অতএব তোমরা জীবনের নিকট পরিশ্রম করিবার ঋণে ঋণী; কারণ জীবনের পার্থিব সত্তা সংরক্ষণের একমাত্র উপায় পরিশ্রম। এজন্য পরিশ্রম পবিত্র। স্বেচ্ছাচারমূলক আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ইহা নিষেধ করিবার, বা ইহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার, অথবা ইহাকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার অধিকার কাহারও নাই। আবার পরিশ্রমলব্ধ ফলভোগের স্বাধীনতা হরণ করিবার অধিকারও কাহারও নাই। জন্মভূমি তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র; ইহার যে কোন অংশ হইতে, যে কোন অংশে গমনাগমন করিবার পথ কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না।

কিন্তু যখন তোমরা উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা পবিত্র

ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনার এরূপ সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিয়াছ যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মানব-সুলভ বৃত্তিগুলির উন্নতির পথ মুক্ত থাকে—মনে রাখিও—তথনও তোমাদের প্রত্যেকের উন্নতির উপরও আর একটা মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার আছে ;— সে উদ্দেশ্য সাধন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য তোমাদিগের ও অপরাপরের নৈতিক উন্নতি বিধান করা—সকল মানব পরিবারের মধ্যে স্নেহ-বন্ধন দিন দিন বর্দ্ধিত করা, যাহাতে ভবিষ্যতে একদিন সমগ্র মানব-পরিবার একমাত্র বিধিকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে পারে।

"তোমাদের কর্ত্তব্য বিশ্ব-পরিবার গঠন করা—ভগবানের নগর গড়িয়া তুলা এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে মানবতার মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায়কে বাস্তবে পরিণত করা।

"যখন তোমরা অপরাপরকে ভাই বলিয়া ভালবাসিতে শিখিবে—পরস্পরে ভাই-ভাই-এর মত ব্যবহার করিবে—প্রত্যেকে সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপন আপন মঙ্গল সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে—অপরের জীবন নিজের জীবনের তুল্য মনে করিবে—অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া ভাবিতে পারিবে—বিশ্ব-মানব-পরিবারের মঙ্গলের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে ও সেই পরিবারভুক্ত অপরাপর ব্যক্তিও তোমার মঙ্গলের জন্য সেইরূপ জীবন বিসর্জ্জনে তৎপর থাকিবে—তথন দিগন্ত প্রান্তবর্ত্তী কুজ্ঝটিকা যেরূপ নব সূর্য্যোদয়ে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ মানবজাতির অধিকাংশ অমঙ্গলই বিলীন হইবে। কারণ ভগবানের ইচ্ছা এই যে, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানবতা প্রেমের পথে ধীরে ধীরে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে একত্রিত হইবে ও এক

সংযুক্ত থাকিবে। তিনি যেমন এক, মানবতাও তেমনি এক হইবে।" (১)

হে ভ্রাতৃগণ! যে ব্যক্তি ঋষির মত পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—যিনি জনসাধারণ ও তাহাদের ভবিষ্যতকে অতিশয় ভালবাসিতেন—সেই মহাজনের উল্লিখিত কথাগুলি কখনও বিস্মৃত হইও না। স্বাধীনতা উপায় মাত্র; যদি তোমরা কখনও ইহাকে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে দুর্ভাগা মনে করিব—তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে। তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 'কর্ত্তব্য' ও 'অধিকার' আছে; এই সকল 'কর্ত্তব্য' ও 'অধিকার' তোমরা অপর কাহাকেও সমর্পণ করিতে পার না। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য—তোমাদের ভবিষ্যতেরও দুর্ভাগ্য—যদি তোমাদিগের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও সর্ব্বনাশকারী আপন আপন স্বার্থপরতায় পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্বের বিলোপ সাধনই স্বাধীনতা নহে; বস্তুতঃ জাতির সম্মিলিত উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিকূল প্রভুত্বের মূলোৎ-পাটনেই তোমাদের স্বাধীনতা। ইহা তোমাদিগের বন্ধন বিহীন স্বতঃপ্রবৃত্ত অভিপ্রায়ের উপর ভিন্ন অন্য কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে বা অন্য কিছুর দ্বারা সংরক্ষিত হইতে বাসনা রাখে না। কার্য্য-কারণ মতবাদীগণ স্বাধীনতার এই পবিত্র কল্পনাকে অবশেষে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে জঘন্য দুর্নীতিমূলক ব্যক্তির স্বাধীনতায় পর্য্যবসিত করিয়া বলিয়াছে—"ব্যক্তিই সব, ইহার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাই মানবতার সকল কর্ম্মের, ও

সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।" আবার কেহ কেহ বা বলিয়াছে—"সকল গভর্ণমেণ্ট—সকল প্রভুত্বই অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের হেতু; ইহাকে যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করিতে হইবে।"—বলিয়াছে "স্বাধীনতার কোন সীমা নাই; ইহাকে অনির্দ্দিষ্টভাবে বর্দ্ধিত করিয়া লওয়াই সমাজের একমাত্র কার্য্য।"—বলিয়াছে "অপরের যাহাতে অমঙ্গল না ঘটে এরূপভাবে প্রত্যেকেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিতে পারে।"—বলিয়াছে "একব্যক্তি যাহাতে অন্য ব্যক্তির ক্ষতি করিতে না পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের অন্য কোন কার্য্য নাই।" হে ভ্রাতৃগণ! ঐ সকল মতবাদ সর্ব্বথা পরিহার করিয়া চলিও। আজিও এই শ্রেণীর মানবগণ, ইতালীর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ উচ্চশ্রেণীর স্বার্থপরতাকে বর্দ্ধিত করে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ, যে সমাজের উচিৎ ছিল সম্মিলিত উদ্দেশ্যের ও জীবনের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হওয়া, তাহাকে আপাত দৃষ্টিতে শান্তি রক্ষক সৈনিক বা পুলিশে রূপান্তরিত করে। উভয়েই স্বাধীনতাকে বিকৃত করিয়া বিদ্রোহে পরিণত করে; উভয়েই সকলের সমবেত নৈতিক উন্নতি বিধানের কল্পনাকে বিলুপ্ত করিয়া থাকে। স্বাধীনতার অর্থ যদি তোমরা উল্লিখিত মত বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিব—তোমরা চিরকাল স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকিবারই উপযুক্ত; এবং শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, তোমরা উহা হইতে বঞ্চিত হইবেই হইবে। যতক্ষণ কর্ত্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধার ও সর্ব্বসাধারণের পূর্ণত্ব লাভের বিশ্বাসের মধ্যে, তোমাদের স্বাধীনতার কল্পনা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততক্ষণই উহা পবিত্র।—[illegible]

মাত্র তোমাদের স্বাধীনতা মানবের ও ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—যতদিন তোমরা ইহাকে তোমাদিগের বৃত্তিগুলির ইচ্ছামত যে কোন বিষয়ে সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার করিবার 'অধিকার' মাত্র না বুঝিয়া, তোমাদিগের বিশেষ বিশেষ প্রেরণার অনুরূপ, সার্ব্বজনীন মঙ্গল বিধানের ইচ্ছামত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া লইবার 'অধিকার' বলিয়া মনে করিবে।

শিক্ষা।

ঈশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জন্য তোমাদিগের সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা লাভ করা যেরূপ তোমাদের কর্ত্তব্য, সেইরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের অধিকারও আছে;—উহা এই যে, তোমাদের সমাজ কখনও শিক্ষার অন্তরায় হইতে পারিবে না, বরং শিক্ষা লাভে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে ও শিক্ষার সুবিধা না থাকিলে, তাহা করিয়া দিবে।

আজীবনের কর্ম্মদ্বারা তোমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও দুষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে যাইতেছ, তাহা তোমাদিগের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শিক্ষা ব্যতিরেকে তোমরা ভালমন্দ বাছিয়া লইতে পার না, অথবা তোমাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পার না। রাজনৈতিক জীবনে যে কর্ম্মভার গ্রহণ না করিলে তোমরা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, শিক্ষার অভাবে সে ভার গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পার না বা তোমাদের জীবনবেদকেও সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পার না। শিক্ষা তোমাদিগের আত্মার আহার। বীজ যদি অকর্ষিত ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতে জলসেক করিবার কোন সুবন্দোবস্ত না থাকে বা কোন অধ্যবসায়ী কৃষক যত্ন না লয়, তাহা হইলে তাহার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি যেরূপ সুপ্ত থাকিয়া

যায়, তদ্রূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে, তোমাদিগের মানসিক বৃত্তিগুলিও মূক ও নিষ্ফল থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমানে তোমরা কোনরূপ সুশিক্ষা লাভ করিতে পার না, বরং কুশিক্ষা অথবা অসম্পূর্ণ বিদ্যাই লাভ করিয়া থাক। আবার যাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন আপন স্বার্থ ভিন্ন, অন্যের স্বার্থ বুঝেন না বা কোন নীতি মানিয়া চলেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই সকল কর্ত্তব্যের শেষ হইল। এই সকল বিদ্যালয়ও লোকসংখ্যার অনুপাতে সমান সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না। তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ এইসকল বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র লাভ করিতে পারে; কারণ তাহাতে শুধু লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এইরূপ শিক্ষাকে উপদেশ বলাও চলে। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রাণের মধ্যে যতখানি পার্থক্য বিদ্যমান, এই সকল উপদেশ ও প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে ঠিক ততখানি পার্থক্য বর্ত্তমান। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও আমাদের প্রাণ নহে; বস্তুতঃ ইহারা প্রাণ-ক্রিয়ার যন্ত্রাদি—প্রাণের বহিঃপ্রকাশের উপায় সমূহ। এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কখনও প্রাণকে নিয়মিত করিতে পারে না। তাহা-দের সাহায্যে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক যেমন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তেমনি নিকৃষ্ট পাপীও হেয়তম পাপ আচরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল উপদেশও তেমনি প্রকৃত শিক্ষার বিষয়কে কার্য্যকারী করিয়া তুলিবার উপায় সমূহ মাত্র; কখনও তাহারা

শিক্ষার বিষয় নৈতিক বৃত্তি সমূহ; আর প্রাথমিক বিদ্যার বিষয় মানসিক বৃত্তিগুলি। প্রথমটী মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া থাকে; দ্বিতীয়টী তাহাকে ঐ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম করিয়া তুলে। অধিকাংশ সময় প্রাথমিক বিদ্যা ব্যতিত শিক্ষা সুফলপ্রদ হইতে পারে না; আবার শিক্ষার অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অবলম্বনহীন ঘূর্ণয়মান চক্রের মত হইয়া থাকে। যদি তুমি বলিতেই না পারিলে, যে কোন্ পুস্তকে ভুল আছে ও কোন্ পুস্তকে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমার পড়িতে জানায় লাভ কি? চিন্তাকে লিপিবদ্ধ করিয়া তুমি তোমার ভ্রাতৃগণকে তাহা অবগত করাইতে পার; কিন্তু যদি তোমার চিন্তা হয় আত্মসর্ব্বস্ব, তবে আর তাহাকে লিপিবদ্ধ করিয়া ফল কি? ধনসম্পদের অনুরূপ প্রাথমিক বিদ্যাকে যে উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়, তদনুরূপ উহা মঙ্গল বা অমঙ্গল জনক হইতে পারে। সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে ইহাকে নিয়োগ করিলে, ইহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আবার যদি ইহাকে আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে, ইহা উৎপীড়ন ও পাপাচরণের উপায় হইয়া পড়ে। আজকাল ইউরোপে প্রাথমিক বিদ্যার অনুপাতে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই, ঐ বিদ্যা বিষম অমঙ্গলের নিদান হইয়া পড়িয়াছে। উহা একই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নানা প্রকার পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণের চিত্তকে লাভক্ষতি নির্ণয়ে, আত্মসুখানুসন্ধানে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনে এবং মিথ্যা মতবাদে লিপ্ত রাখিয়াছে।

করিয়া তুলিতে চান, এবং যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষার বিষয় তোমাদিগের মধ্যে প্রচার করেন, এতদুভয় শ্রেণীর মানবের মধ্যে যত খানি পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া তোমরা মনে কর, বাস্তবিক ঐ পার্থক্য তাহা হইতেও গভীরতর। অতএব এ সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলিতে চাই।

যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও উক্ত উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা প্রাথমিক বিদ্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে প্রভুত্ব করিবার ন্যায় সঙ্গত অধিকার ব্যক্তিতে বর্ত্তমান। অপর শ্রেণী যাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচার করেন, তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, একমাত্র সমাজ প্রভুত্ব করিবার অধিকারী, এই সমাজ অধিকাংশ ব্যক্তির অভিব্যক্ত ইচ্ছার দ্বারা শাসন করিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণী কল্পনা করিয়া থাকেন যে, মানবের স্বভাবগত স্বাধীনতাকে ঘোষণা করিতে পারিলেই পৃথিবীতে তাঁহারা স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করিতে পারিলেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণী সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সমিতি সংগঠনেই অতি মাত্রায় যত্নপর হইয়া এবং সমিতির চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। প্রথমোক্ত শ্রেণী, যাহাকে আমি প্রাথমিক বিদ্যা বা উপদেশ নামে অভিহিত করিয়াছি, তদপেক্ষা অধিক কিছু দেখিতে পান না; কারণ প্রাথমিক বিদ্যা বাস্তবিক ব্যক্তির বৃত্তিগুলির উন্মেষের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকে, কিন্তু সার্বজনীন ভাবে কোন পথ দেখাইয়া দেয় না। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রকৃত শিক্ষার [illegible]

কার্য্যতালিকার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথম শ্রেণী অভ্রান্তরূপে নৈতিক বিদ্রোহের মধ্যে লইয়া যান; আর দ্বিতীয় শ্রেণী স্বাধীনতার অধিকারের কথা ভুলিতে বসেন ও অধিক সংখ্যকের অত্যাচারমূলক শাসনের অধীনে নির্য্যাতিত হইবার আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে লইয়া যান।

ফ্রান্সে যাঁহাদিগকে "ডক্‌টিনাস" বা মতবাদী বলা হয়, তাঁহারা এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। "ডক্‌টিনাস" সম্প্রদায় অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের পর, জনসাধারণের বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাথমিক বিস্তার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ইঁহারাই দেশের শাসন ক্ষমতাকে একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক-চেটিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন; কারণ অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগত বৃত্তিগুলিকে সমধিক উন্নত করিবার অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থা বর্ত্তমান। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও যাহারা প্রাচীনকালের বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্‌ এবং যাহারা ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ সত্য ক্রমোন্নতি কথার পরিপন্থী, এইরূপ কতিপয় ব্যক্তি মাত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই দুই শ্রেণীই ভ্রান্ত। ইহাদের উভয় মতবাদই সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট।

প্রকৃত সত্য এই—সর্ব্বপ্রকার প্রভুত্বই ঈশ্বরে—নৈতিক বিধিনিয়মে—জগত নিয়ামক ঐশ্বরিক কল্পনায়—বর্ত্তমান। ঐ বিধিনিয়ম ও ঐশ্বরিক কল্পনা মনীষিগণ পর্য্যায়ক্রমে আবিষ্কার করিয়া আসিতেছেন এবং মানবতার বিভিন্নযুগের জীবনের গতির মধ্যে ও আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের ভিতরে, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির বা সমাজের আকাঙ্ক্ষা-

সত্যকার কোন প্রভুত্ব করিবার অধিকার নাই। ব্যক্তি ও সমাজ যদি ঐ বিধিনিয়ম—ঐ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া না চলে, বা ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে তৎপর না হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রভুত্ব করিবার প্রকৃত অধিকার থাকিতে পারে না। যেই প্রভুত্ব করুক না কেন, সে হয় ঐ নৈতিক বিধিনিয়মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়া শাসন করিবার উপযুক্ত, না হয়, সে অন্যায় পূর্ব্বক ঐ প্রভুত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বিতাড়িত হইবার যোগ্য।

শুধু অধিক সংখ্যকের অভিমতই প্রভুত্ব করিবার অধিকারী নহে। ইহা যদি প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক বিধিনিয়মের অন্তরায় হয়, অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে, ইহার প্রভুত্ব করিবার কোন অধিকারই থাকিতে পারে না। সামাজিক মঙ্গল, স্বাধীনতা ও ক্রমোন্নতি এই তিনটী বিষয়ের বহির্ভাগে কোন প্রভুত্বই থাকিতে পারে না।

সামাজিক মঙ্গল কিসে সম্ভব, প্রকৃত শিক্ষা তাহাই শিক্ষা দেয়। আর প্রাথমিক বিদ্যা, সামাজিক মঙ্গল বিষয়ক কল্পনাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত করিয়া লইবার উপায়গুলি স্বাধীনভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া থাকে।

তোমাদের সন্তানসন্ততিগণকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন যাহাতে তাহারা স্বদেশীয় সমসাময়িক জনগণ যে অভি-মতে ও যে বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত তাহা যেন বুঝিতে পারে—জাতীয়তার নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ত্তব্য-নিচয়ের যেন সন্ধান পায়—যে আইনের দ্বারা তাহাদের কার্য্যাবলীর বিচার করা হইবে, সেই আইনের প্রাণ কি তাহা যেন উপলব্ধি

করিতে পারে——মানবতা তৎকাল পর্য্যন্ত কতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর তাহার কতখানি উন্নতি লাভ করিতেই বা বাকি আছে তাহা যেন বুঝিতে পারে এবং অতি শৈশব কাল হইতেই, ঈশ্বর তাহাদিগকে যে লক্ষ লক্ষ ভাই দিয়াছেন, তাহাদের সহিত এক উদ্দেশ্য বশতঃ তাহাদিগকে যেন ভালবাসিতে ও নিতান্ত আপনার জন মনে করিতে পারে।

যে শিক্ষা তোমাদিগের সন্তান-সন্ততিগণকে এইরূপ শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সক্ষম, তাহা শুধু জাতীয়তাই দিতে পারে।

বর্ত্তমানের নৈতিক উপদেশ শুধু বিদ্রোহ। যেখানে দারিদ্র্য বশতঃ পিতামাতাকে জীবন ধারণের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করিতে হয়, সেখানে তাঁহাদের উপর সন্তানসন্ততির শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার দিলে, নৈতিক শিক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না; কারণ সন্তানসন্ততিকে ঐ শিক্ষা দিতে পারে, এরূপ অবসর পিতা-মাতার নাই। দরিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করিতে পারেন না। আবার যে পরিবার অহঙ্কারী ও ব্যভিচারী, তাহাতে বরং কুশিক্ষা সম্ভবপর। যে পরিবারের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার মত শক্তি আছে, সেখানেও পিতামাতা যেরূপ শিক্ষক মনোনীত করিয়া দেন, সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তাঁহারা যদি কোন সাধারণ শ্রমজীবীকে অথবা কোন ধর্ম্মযাজককে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সন্তান-সন্ততিগণ বস্তুতান্ত্রিকতায় বা কুসংস্কারে, স্বাধীনতার বা সর্ব্বাবস্থার নিকট ভীরুতাব্যঞ্জক আত্মসমর্পণে, আভিজাত্যের প্রতিকূলতায় বা আভিজাত্যগর্ব্বে, শিক্ষিত হইয়া উঠিতে থাকে।

এইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইতে

উঠে, তখন তাহারা কিরূপে সকলের সঙ্গে একমাত্র উদ্দেশ্য সাধন করিতে মিলিত হইবে বা আপন আপন ব্যক্তির মধ্যে স্বদেশের একতা প্রতিফলিত করিতে পারিবে? একমাত্র সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমাজ তাহাদিগকে আহ্বান করে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সাধন সাপেক্ষ কোন প্রকার শিক্ষাই তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও যে আইন সম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ থাকে, সেই আইন লঙ্ঘন করে বলিয়া সমাজ তাহাদিগকে শাস্তি দেয়। ঐ আইনের মূলগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমাজ নাগরিকগণকে কখনও কোন শিক্ষা দেয় না। তাহাদের নাগরিক জীবনের শৈশবাবস্থায় সমাজ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগীতা করিতে বা আত্মবলি দিতে বিন্দুও শিক্ষা দেয় না, তথাপি তাহাই সে তাহাদের নিকট আশা করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে "ডক্‌ট্রি নার্স" বা মতবাদী সম্প্রদায়ের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা শাসন করিবার শক্তিকে মানিয়া লন বটে, কিন্তু শিশুদিগকে স্বাতন্ত্র্যে সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন না বা তাহাদিগকে সকলের সম্মিলন বিষয়ে কিম্বা জাতীয়তা সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই দেন না। তাঁহারা শিক্ষার স্বাধীনতা প্রচার করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশকে নৈতিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার হইতেই বঞ্চিত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা প্রচার করেন যে আর্থিক অবস্থার সমীকরণ ও সর্ব্বত্র একই প্রকার ওজনের প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়; অথচ যে একমাত্র উদ্দেশ্যের উপর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে ও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, তাহা তাঁহাদের নিকট কিছুই নহে। বর্ত্তমানে বিশ্ব-তান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রের পক্ষপাতী সকলেই ঐরূপ

কথা বলিয়া থাকেন; তোমরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না।

জাতীয় শিক্ষা হইতেই কেবল জাতীয়তা বুদ্ধির উদ্ভব সম্ভব। এইরূপ শিক্ষা ব্যতীত, জাতীয় জীবনের কোনও নৈতিক সত্তা থাকিতে পারে না।

দেশের সর্ব্বসাধারণের উপযোগী একমাত্র জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে, কর্ত্তব্যের ও অধিকারের ঐক্যের কথা পরিকল্পনা মাত্র; বাস্তবিক তাহার কোন অর্থ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অধিকার ভোগের যোগ্যতা, হয় সৌভাগ্যের উপর, নয় যাহারা শিক্ষক নির্ব্বাচিত করিয়া দেন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।

যাঁহারা শিক্ষার একত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার স্বাধীনতার উপাসনা করেন; সে স্বাধীনতা কাহাদের?—সন্তানসন্ততির না পিতামাতার? তাঁহাদের অনুষ্ঠিত প্রথায়, পিতামাতার স্বেচ্ছাচারে সন্তানসন্ততির স্বাধীনতা প্রতিরোধ করা হয়;—বৃদ্ধদের স্বাধীনতার নিকট তরুণদিগের স্বাধীনতাকে বলি দেওয়া হয়। ফলে ক্রমোন্নতির স্বাধীনতা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস—হয়ত বা তাহা ক্রমোন্নতির পরিপন্থী—তাহাই মাত্র শিশুদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ বিশ্বাস পিতামাতা কর্ত্তৃক সংক্রামিত হয় বলিয়া সন্তানসন্ততিগণ ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহও করিতে পারে না; যে বয়সে তাহাদিগের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস সংক্রামিত হয়, তাহা সদসৎ বিচার করিয়া দেখিবার উপযুক্তও নহে। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তোমাদের অনেকেই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য হও বলিয়া পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলিকে অপরাপরের বিশ্বাসের সঙ্গে যাচাই করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে পার না। যে মিথ্যা স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচার প্রথার বিষয় এক্ষণে আমি বলিতেছি, সেই স্বাধীনতার নামে তোমরা নৈতিক জাতিভেদরূপ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করিয়া থাক।

এই প্রথার যাহাকে মানিয়া লওয়া হয়, তাহাকে স্বাধীনতা নামে অভিহিত করা যায় না; বাস্তবিক তাহা যথেচ্ছাচার। সত্যকার স্বাধীনতা একতা ছাড়া থাকিতে পারে না। যে জনসম্প্রদায় একমাত্র উদ্দেশ্য ও একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত নহে, তাহাদের মধ্যে ঐ একতা থাকিতে পারে না। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, স্বাধীনতা শুধু অমঙ্গল পরিহার করিয়া চলিবার জন্যই প্রয়োজন নহে, বস্তুতঃ মঙ্গল ও অমঙ্গলের পথ অবগত হইয়া, তদুভয়ের মধ্য হইতে, মঙ্গলের পথ বাছিয়া লইবার জন্যই স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই সকল ভ্রান্ত দার্শনিকগণ যে স্বাধীনতার কথা বলিয়া থাকেন, তাহা শুধু পিতামাতার স্বেচ্ছাচারের অধিকার, যদ্বারা তাঁহারা সন্তানসন্ততির জন্য অমঙ্গল মনোনীত করিয়া দিতে পারেন। যদি কোন পিতা তাঁহার সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা দেহ বিকল করিয়া দিবেন বলিয়া তাহাকে ভয় দেখান, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের অভিমতানুযায়ী সমাজ তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্যে বাধা দিয়া থাকে; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এই দেহবাসী আত্মা কি দেহ হইতে তুচ্ছ পদার্থ? সমাজের কি উচিত নহে যে, সে এই আত্মা যাহাতে

অজ্ঞানের হস্ত হইতে নিস্তার পায়—অন্ধ বিশ্বাসে পতিত না হয়—তাহার ব্যবস্থা করে ?

যে কালে শিক্ষার স্বাধীনতার কথা প্রথম উঠিয়াছিল, তখন ইহাতে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার প্রয়োজন শুধু যেখানে নৈতিক শিক্ষার ভার কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, অথবা যেখানে কোন রক্ষণশীল শ্রেণীর বা ধর্ম্মযাজকগণের—যাঁহারা সম্ভবতঃ অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসবান ও ক্রমোন্নতির পরিপন্থী তাঁহাদের—হস্তে ন্যস্ত। একদিন এই শিক্ষার স্বাধীনতা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অমোঘ অস্ত্রের মতই ছিল। এইরূপ শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইলেও মুক্তি লাভের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যেখানেই তোমাদিগকে দাসত্ব করিতে হয়, সেখানেই ইহা তোমাদিগের মুক্তির সহায়তা করুক ; কিন্তু আমি তোমাদিগকে সেই সময়ের কথা বলিতেছি, যখন প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহাদের মন্দিরের পুরোভাগে "ক্রমোন্নতি" কথাটী লিখিয়া রাখিবে এবং সাধারণ সম্মিলনী এই কথাটি নানারূপে, নানা অর্থে, বারবার উল্লেখ করিতে থাকিবে—যখন জাতীয় শিক্ষা সমিতি শিক্ষাদান কার্য্যের শেষে এই কথা বলিয়া ছাত্রদিগকে বিদায় দিবে—"তোমরা আমাদের সহিত একই সর্ত্তে বসবাস করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। আমরা তোমাদিগকে ঐ সর্ত্তের মুলতথ্যগুলি মাত্র শিক্ষা দিয়াছি। তোমাদের জাতি বর্ত্তমানে যে সকল নীতিতে বিশ্বাসবান, ঐ তথ্যগুলি

তাহাই। কিন্তু মনে রাখিও, এই সকল নীতির আদি-নীতি ক্রমোন্নতি ; মনে রাখিও, মানব ও নাগরিক হিসাবে তোমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, যেখানে সম্ভব সেইখানকার ভ্রাতৃগণের হৃদয়-মনের উন্নতি বিধান করা। এখন যাও, পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুলনা করিয়া বুঝ। যদি কখনও, আমরা যে শিক্ষা দিলাম, তাহা হইতেও কোন শ্রেষ্ঠতর সত্যের কোথাও সন্ধান পাও, তবে নির্ভীকভাবে সেই সত্য প্রচার করিও, তাহা হইলে তোমরা মাতৃভূমির আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে।" যতদিন এইরূপে শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন শিক্ষার স্বাধীনতার কথা পরিহার করিয়াই চলিও ; কারণ বর্ত্তমান অবস্থায় উহা তোমাদের কোন অভাবই মোচন করিতে পারিবে না, পরন্তু স্বদেশের একতার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। সকলেরই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, এইরূপ বাধ্যতামূলক অবৈতনিক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তোমরা দাবী কর, এবং যেরূপে পার, তাহা আদায় করিয়া লও।

জাতির কর্ত্তব্য যে, সে তাহার কার্য্যপদ্ধতি প্রত্যেক নাগরিককে জানায় ; আর প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য যে, সে বিদ্যালয়ে নীতিজ্ঞানের ও বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে, মানবজাতির ক্রমোন্নতি বিষয়ে এবং তাহার স্বদেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে

সঙ্গে, তাহার দেশে যে জন্য যে আইনের প্রবর্ত্তন, সে সম্বন্ধে, ও অন্যান্য অবিসংবাদী সত্যগুলির বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য যে, সে এই সকল বিদ্যালয়ে একত্ব-বুদ্ধিতে ও ভালবাসায় শিক্ষিত হইয়া উঠে।

এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতি একবার নাগরিকগণের মধ্যে প্রচলন করিতে পারিলে, স্বাধীনতা তাহার নিজস্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। আপন আপন বংশানুক্রমের জ্ঞানই যে শুধু পবিত্র তাহা নহে, বস্তুতঃ সকল প্রকার শিক্ষাই পবিত্র। নিজ নিজ চিন্তাকে অপর সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিবার স্বাধীন অধিকার সকলেরই আছে। উহা অবগত হইবার অধিকারও অপরাপর প্রত্যেক মানবের আছে। সমাজের কর্ত্তব্য এইরূপ স্বাধীনভাবে সর্ব্ব-প্রকার চিন্তা প্রচার করিবার ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করা এবং মঙ্গলোদ্দেশ্যে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার সকল পথই উন্মুক্ত রাখা।

———

সমিতি——ক্রমোন্নতি।

ঈশ্বর তোমাদিগকে সামাজিক ও ক্রমোন্নতিশীল জীব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অবস্থাচক্রে তোমরা যে যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিত, তাহাকে সেই ক্ষেত্রে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যথাশক্তি উন্নতিলাভ করিতে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। যে সমাজের তোমরা অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজ তোমাদের পরস্পরের সম্মিলনে ও ক্রমোন্নতি লাভে বাধা দিতে পারিবে না, বরং তাহাতে সাহায্য করিবে; এবং তোমরা যদি সম্মিলিত হইবার বা ক্রমোন্নতি লাভ করিবার কোন উপায় না পাও, তাহা হইলে সে ঐ উপায় করিয়া দিবে। সমাজের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি আদায় করিয়া লইবার তোমাদের অধিকার আছে।

স্বাধীনতা তোমাদিগকে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল—কর্ত্তব্য অথবা আত্মপরায়ণতা—মনোনীত করিয়া লইবার ক্ষমতা দেয়। কি ভাবে মনোনীত করিবে তাহা তোমাদিগকে শিক্ষার সহায়তায় বুঝিতে হইবে। যে বিষয় মনোনীত করিয়া লইলে, তাহাকে কার্য্যকারী করিয়া তুলিবার উপায় তোমাদের সম্মিলনী বা সমিতি করিয়া দিবে। তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি লাভ। এই ক্রমোন্নতিকে আদর্শ-স্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া তোমরা মঙ্গল ও অমঙ্গলের—কর্ত্তব্য ও আত্মপরায়ণতার মধ্য হইতে মঙ্গল বা কর্ত্তব্যকে মনোনীত করিয়া লইবে।

যখন ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছ বলিয়া স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে, তখনই তোমরা মনোনীত করিতে যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন কর নাই তাহার প্রমাণ পাইবে। যখনই উল্লিখিত নিয়মগুলির একটীরও ব্যতিক্রম ঘটে বা একটীকেও উপেক্ষা করা হয়, তখনই প্রকৃত মানব বা নাগরিকের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া থাকে, অথবা উন্নতি লাভে অসমর্থ মানব বা নাগরিক অসম্পূর্ণ অর্থে মাত্র বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

অতএব তোমরা ঐ সকল বিষয়ের জন্য—বিশেষতঃ সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য—আপ্রাণপণ চেষ্টা করিবে; কারণ সমিতির অভাবে তোমাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

সমিতি স্থাপনের অধিকার ধর্ম্মের মতই পবিত্র। সমিতি দেহ-মনের সম্মিলন, আর ধর্ম্ম আত্মার সম্মিলন। তোমরা সকলেই একমাত্র ঈশ্বরের সন্তান, এজন্য পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য। ভ্রাতৃগণের পরস্পর সম্মিলনে—সৌহার্দ্দ সংস্থাপনে, বাধা দেওয়া কি মহাপাপ নহে?

আমি এই সৌহার্দ্দ সংস্থাপন (Communion) কথাটী বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলাম। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম একদিন তোমাদিগকে এই কথা শুনাইয়াছিল, এবং অতিতের জনগণ ইহাকে অবিনশ্বর সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও বিশ্ব-মানবতার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম্মবিকাশের সামান্য একটী অংশ মাত্র। তথাপি ঐ কথাটী পবিত্র। উহা মনুষ্যগণকে এই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, সকলেই ঈশ্বরের মধ্যে এক পরিবারভুক্ত এবং দাস ও

প্রভুকে একমাত্র মুক্তির চিন্তায়—একমাত্র আশায়—স্বর্গের প্রতি একমাত্র ভালবাসায়—সংযুক্ত করে।

আদি যুগের জনসাধারণ ও দার্শনিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে নাগরিকগণের আত্মা হইতে দাসগণের আত্মা পৃথক্। তখন এই সৌহার্দ্দ সংস্থাপন কথাটাই প্রভূত উন্নতি বিধান করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগতের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে সৌহার্দ্দ সংস্থাপন আত্মার একত্ব ও ভ্রাতৃত্বের পরিচায়ক। অবশিষ্ট যে সত্য ঐ কথার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল, তাহাকে উন্নত ও পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার ভার বিশ্বমানবতার জন্যই রহিয়া গেল।

খৃষ্টধর্ম্ম এই অন্তর্নিহিত সত্যকে বিকশিত করিতে সমর্থ হয় নাই বা চেষ্টাও করে নাই। এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক অবস্থায়, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; এজন্য ইহা আর অধিক কিছু করিতে সাহসী হয় নাই। পক্ষান্তরে এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের উদ্দেশ্যের প্রতিকূলে, ইহা কালে কালে নৃপতিগণের ও আধ্যাত্মিক জগতের শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া আত্মসর্ব্বস্ব ও আভিজাত্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পড়িল। এইরূপে ইহা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবনত হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং সৌহার্দ্দ সংস্থাপন মহাবাক্যের অর্থ বিকৃত করিয়া এইরূপ প্রচার করিতে থাকিল যে, সাধারণ মানবগণ উদরান্ন সংস্থানের জন্য সৌহার্দ্দবন্ধনে বদ্ধ হইবে, আর ধর্ম্মযাজকগণ মাত্র আধি-ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই উভয় বিষয়ের জন্য সৌহার্দ্দ-সংস্থাপন করিবে।

অতএব কি জনসাধারণের মধ্যে কি ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে

যাঁহারাই মনুষ্যসমাজের সকল ব্যক্তির উক্ত উভয় প্রকার সৌহার্দ্দ-সংস্থাপনে অধিকার আছে বলিয়া অনুভব করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এইরূপ প্রচার করিয়াছেন যে—"জনসাধারণের উভয় প্রকার সৌহার্দ্দ-সংস্থাপনেরই অধিকার আছে—আধ্যাত্মিকতাতেও তাহাদের সমান অধিকার আছে।" পঞ্চদশ শতাব্দীতে সঙ্ঘবদ্ধ জনসম্প্রদায়ও ধর্ম্মোন্নতি সাধন করে, এই মহাবাণী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে করিতে আত্মজীবন বলি দিয়া, ইহাকে সুপবিত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র, 'বোহেমিয়ার' অধিবাসী 'জনহাস্‌কে' পোপের অত্যাচার-পরায়ণ ধর্ম্মবিচারকগণ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। তোমরা অনেকেই এখন সে সময়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংঘর্ষের ইতিহাস জান না; অথবা জানিলেও মনে কর যে, 'ঐ সংঘর্ষ শুধু বিকৃত-মস্তিষ্ক ধর্ম্মান্ধ জনগণের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন মীমাংসার জন্যই ঘটিয়াছিল। উহার কোন সার্থকতা সে সময়েও ছিল না, বা বর্ত্তমানেও নাই।' কিন্তু যখন জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক চিন্তা, উন্নতির দিকে একপদ মাত্র অগ্রসর হইলেই, মানব-জীবন-যাত্রা-প্রণালীর তদনুপাতে উন্নতি ঘটিয়া থাকে, তখন তোমরা ঐ সংঘর্ষের যথার্থ উপকারিতা বুঝিতে পারিবে এবং ঐ সকল ধর্ম্মার্থে আত্মবিসর্জ্জনকারী ব্যক্তিগণকে তোমাদের মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া মনে করিতে পারিবে ও তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতিকে সম্মান করিতে সমর্থ হইবে।

যাঁহারা ঐ ধর্ম্মোন্নতির জন্য আত্মজীবন বলি দিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা ঐ বিষয়ে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই সকল জ্ঞান লাভের জন্য ঋণী যে,—

ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নাই ; আমাদের মধ্যে যিনি ধর্ম্মে, গুণবত্তায়, মানবীয় ও স্বর্গীয় জ্ঞানে সর্ব্বোত্তম, তিনিই কেবল আমাদিগকে সত্যপথে চলিবার উপদেশ বা আদেশ করিতে পারেন ; কিন্তু তিনিও এই ক্ষমতাকে চিরকাল নিজের জন্য বা কোন এক শ্রেণী বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন না ; সৌহার্দ্দসংস্থাপনের অধিকার সকলেরই সমান। যাহা যাহা স্বর্গে পবিত্র, সে সমস্ত এ জগতেও পবিত্র। ভগবানের মধ্যে মানবগণের সৌহার্দ্দসংস্থাপন বিষয়, কার্য্য-কারণের মতই তাহাদিগকে মর্ত্তজীবন-যাপনে সমিতি-বদ্ধ হইতে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। মানবাত্মার ধর্ম্মবিষয়ে সম্মিলন হইতে, মানব সাধারণের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ম্ম সমূহের সম্মিলনের অধিকার সম্ভূত হয়। এই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ম্ম সমূহ, চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করিবার একমাত্র উপায়।

অতএব সমিতি সংগঠন তোমাদের কর্ত্তব্য ও অধিকারের মধ্যে গণ্য করিও।

যাঁহারা মনে করেন একমাত্র নাগরিকগণের সমিতি গঠনের অধিকার আছে, তাঁহারা তোমাদিগকে বলিবেন যে, সত্যকার সমিতি, রাষ্ট্রের বা জাতীয়তার মধ্যেই বিদ্যমান। তোমাদের সকলেরই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য যদি তোমরা স্বতন্ত্র সমিতিগঠন কর, তাহা হইলে, তাহা হয় রাষ্ট্রের পরিপন্থী হইবে, না হয় সার্থকতা শূন্য হইবে।

কিন্তু যে যে বিষয় বা যে যে উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের বা জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত সকল মনুষ্যেরই সমান বর্ত্তমান, রাষ্ট্র বা জাতীয়তা মাত্র সেই সেই বিষয়ে বা উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন নাগরিকগণের একমাত্র

সমিতির প্রতিভূ। এতদ্ভিন্ন এরূপ কতকগুলি বিষয় বা উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যাহাতে বিভিন্ন নাগরিকগণ সকলেই একমত নয়, অথচ তাহাদের একাংশ একমত। এজন্য সর্ব্বসাধারণের অভিমতে সমর্থিত উদ্দেশ্য ও কার্য্যসমূহ যেরূপ জাতীয়তা গঠন করে, সেইরূপ নাগরিকগণের একাংশের অভিমতে সমর্থিত উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের জন্য বিশেষ বিশেষ সমিতি গঠন করা প্রয়োজন।

অধিকন্তু সমিতি উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়; শুধু এই এক কারণে সমিতি সংগঠনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-গঠন কালে, বিভিন্ন নাগরিকগণ যে যে উদ্দেশ্যে একমত হইতে পারিয়াছিল, উহা সেই সেই উদ্দেশ্যের প্রতিমূর্ত্তি। মনে কর, নাগরিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন কোন নূতন অথচ সত্য উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল, অথবা রাষ্ট্রকে নবজীবন দিতে পারে এমন কোন কোন সত্যের অভিনব অথচ ন্যায়সঙ্গত অভ্যুন্নতি উপলব্ধি করিতে পারিল। এক্ষণে সমিতি গঠন করিয়া তাহারা যদি উহা প্রচার না করে, তাহা হইলে উহা প্রচার করা কিরূপে সম্ভব?—মনে কর বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, এক জনসাধারণের সঙ্গে অপর জনসাধারণের ভাব বিনিময়ের নূতন কোন পথ উন্মুক্ত হইল; এই কারণে বা অন্য কোন কারণে, এক রাষ্ট্রের কোন কোন ব্যক্তির নিকট নূতন একটী গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইল। যদি তাহারা তাহাদের সকলের ব্যক্তিগত শক্তি ও কর্ম্ম কৌশল একত্র সম্মিলিত করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে বহুপুরাতন অন্যান্য গুরুতর বিষয়গুলির পার্শ্বে, এই নূতন বিষয়টীকে কিরূপে তাহারা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে? অভ্যস্ত বিষয়ে স্বাভাবিক

বিষয়সমূহে সন্তুষ্টি, এই দুইটী সম্মিলিত হইয়া মানব-মনের অভ্যাসে পরিণত হয়। মানবের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে অন্য কাহাকেও তাহার বহুপুরাতন অভ্যাসকে পরিবর্ত্তন বা পরাভূত করিতে দিবে না। কিন্তু কতিপয় মাত্র ব্যক্তির সমিতিও দিন দিন লোক সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিয়া, মানব-মনের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়। সমিতি ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতি। যদি নব নব সমিতির উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকে চিরকাল বর্ত্তমান সভ্যতায় শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে হইবে—তাহার আর কোন উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না।

সমিতির উদ্দেশ্য হইবে ক্রমোন্নতি। কিন্তু এই ক্রমোন্নতি, যে সকল সত্য বিশ্ব-মানবতা ও জাতীয়তার দ্বারা চিরকাল সমর্থিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের প্রতিকূল হইতে পারিবে না। এই কারণে, যে সমিতি অপর জন-সাধারণের বিষয়সম্পত্তি অপহরণের জন্য গঠিত হয়, অথবা যে সমিতি তাহার প্রত্যেক সভ্যকে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য করে, কিম্বা যে সমিতি জাতীয়তাকে উচ্ছেদ করিবার সঙ্কল্প বা স্বৈরাচার শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা প্রচার করে, তাহারা সকলেই অবৈধ। এই সকল সমিতির সভ্যগণকে জাতীয়তার এ কথা বলিবার অধিকার আছে যে—"আমরা এমন কোন মত আমাদের মধ্যে প্রচারিত হইতে দিতে পারি না, যাহা মনুষ্য-স্বভাব গঠনকারী বিষয়গুলিকে অথবা নৈতিক চরিত্র এবং স্বদেশকে উপেক্ষা করে। আমাদের অধিকারের বহির্ভাগে যাইয়া, তোমরা তোমাদের অভীপ্সিত সমিতি গঠন কর; এখানে ঐরূপ কোন সমিতি গঠন করিতে পারিবে না।"

সমিতি শান্তি-পূর্ণ হইবে। লিখিত বা মৌখিক বাক্য ভিন্ন ইহার অন্য কোন প্রকার অস্ত্র থাকিতে পারিবে না। সমিতি যদিও অপরকে যুক্তি ও অনুরোধ দ্বারা স্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য কখনও বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

সমিতি প্রকাশ্য হইবে। যেখানে স্বাধীনতা ও স্বদেশ বলিয়া কিছু নাই, সেখানে অবশ্য গুপ্তসমিতি ন্যায়-সঙ্গত যুদ্ধ চালাইবার অস্ত্রবিশেষ হইতে পারে; কিন্তু স্বাধীনতাকে যখন ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং স্বদেশ যখন চিন্তার অবাধ অধিকার সংরক্ষিত করিতে পারিয়াছে, তখন আর গুপ্তসমিতি ন্যায়সঙ্গত নয়; বস্তুতঃ তাহা তখন অবৈধ। এ কারণ জাতীয়তা তাহাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে পারে। সমিতি ক্রমোন্নতির নব নব পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, অতএব ইহা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের পরীক্ষার ও সমালোচনার বিষয় হইতে পারে, এইরূপ প্রকাশ্য হওয়া উচিত।

সর্ব্বশেষে সমিতি, শুধু তাহার সভ্যবৃন্দের ভিতর নহে, পরন্তু অপর-সাধারণের মধ্যেও, মানব-স্বভাবের মূলীভূত অধিকার-গুলিকে শ্রদ্ধা করিবে। মধ্য যুগের 'করপোরেশন' গুলির মত, যদি কোন সমিতি পরিশ্রম করিবার স্বাধীনতা অপহরণ করে, অথবা যদি বিবেকের স্বাধীনতাকে মুখ্যতঃ ক্ষুণ্ন করিতে উদ্যত হয়, তবে জাতীয়তা শাসনতন্ত্রের দ্বারা তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে পারে; তাহাতে তাহার কোন অন্যায় আচরণ করা হয় না।

ঐ সকল অবৈধ সমিতি ভিন্ন, নাগরিকগণের অন্যান্য সমিতি, ক্রমোন্নতির মতই পবিত্র ও অমুপেক্ষ ; কারণ ক্রমোন্নতির জন্যই সমিতির জীবন উৎসর্গীকৃত। যদি কোন শাসনতন্ত্র সমিতি গঠনের ক্ষমতাকে শৃঙ্খলিত করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে ঐ শাসনতন্ত্রের সমাজের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে, তাহাতে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায়, জনসাধারণের কর্ত্তব্য, ঐ শাসনতন্ত্রকে প্রথমতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া, এবং সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে, উহাকে বলপূর্ব্বক স্থানচ্যুত করা।

ভ্রাতৃগণ! এই সকল প্রধান বিষয় তোমাদের সকল কর্ত্তব্যের প্রতিষ্ঠান ভূমি, সকল অধিকারের উৎসমুখ। তোমাদের শান্তিপূর্ণ জীবনের পথে, আরও অসংখ্য বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন উঠিতে পারে ; কিন্তু এই গ্রন্থে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করা বা তাহাদের সমাধানে তোমাদের সাহায্য করা সম্ভব নহে। আমার এই গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে আমি তোমাদিগকে এরূপ কতকগুলি সাধারণ সত্য দেখাইয়া দিব, যাহারা উজ্জ্বল দীপশিখার মত সতত তোমাদিগকে পথ দেখাইবে এবং ঐ সকল প্রশ্ন সমাধানে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থে যে সকল সত্যের সন্ধান দিলাম, তোমরা যদি সে সকলের যথাযথ প্রয়োগ করিতে পার, তাহা হইলে উহারাই ঐ সকল প্রশ্নের সমাধানে তোমাদিগকে চিরকাল সাহায্য করিবে। আমার মনে হয়, এই কার্য্য আমি সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছি।

আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি যে, মানবের একত্বের মূল উৎস ঈশ্বর ; দেখাইয়াছি যে নৈতিক বিধি নিয়ম সর্ব্বপ্রকার

সাধারণ বিধি-নিয়মের মূল কারণ, এবং যাঁহারা ঐ সকল বিধি-নিয়ম প্রণয়ণ করেন, তাঁহাদের চরিত্র সমালোচনা করিয়া দেখিবার একমাত্র মাপদণ্ড ;—দেখাইয়াছি যে, জনসাধারণ—তোমরা, আমরা, জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত সকল নাগরিকবৃন্দই—ঐ বিধি-নিয়মের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যাকর্ত্তা এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক শক্তির মূল।

আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, বিধিনিয়মের মূলগত উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি সাধন। এই ক্রমোন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না এবং ইহা যুগযুগান্তব্যাপী। ক্রমোন্নতি কোন এক বিষয়ে নিবদ্ধ নহে; বস্তুত ইহা মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের যাবতীয় শাখা-উপশাখার—প্রত্যেক চিন্তার বহিঃপ্রকাশের—উর্দ্ধে ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, নিম্নে শ্রমশিল্প ও ধনৈশ্বর্য্য বিভাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ের ক্রমোন্নতি।

বিশ্ব-মানবতার প্রতি, স্বদেশের প্রতি, আপন আপন পরিবারের প্রতি এবং তোমাদের আপনাদের প্রতি, কি কি কর্ত্তব্য তোমাদিগের পালন করিবার আছে, তাহা আমি একে একে তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি। এই সকল কর্ত্তব্য মনুষ্য-চরিত্রের মূলগত বিভিন্ন বিশেষত্ব হইতে আমি নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছি। ঐ সমস্ত বিশেষত্বকে উন্নত করিয়া তুলিতে তোমরা সকলেই বাধ্য; না করিলে তোমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। যে সকল অপরিহার্য্য বিশেষত্ব মনুষ্য-চরিত্র হইতে বাদ দিলে কোন ব্যক্তিই মনুষ্য-পদ-বাচ্য বা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সেই সমুদয় হইতে আমি তোমাদিগের কর্ত্তব্য ও অধিকার

পদ্ধতি তোমাদিগের প্রবর্ত্তন করা উচিত, তাহার সাধারণ সত্য-গুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছি। তোমরা কখনও ঐ সকল মূল সত্য বিস্মৃত হইও না। সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে, কেহ যেন তাহা-দিগকে লঙ্ঘন করিতে না পারে। তোমরা সেই সকল সত্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়া উঠ; দেখিবে তাহা হইলে তোমরা মুক্তি ও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে সমাজ যে ভাবে অবস্থিত, তাহাতে যদি তোমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের ও অধিকার লাভের উপায়ের মধ্যে ভীষণ পার্থক্য না থাকিত, তাহা হইলে, যে কার্য্যভার আমি গ্রহণ করিয়াছি তাহা সুসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারিত।

ঐ সকল কর্ত্তব্য পালন ও অধিকার লাভ করিবার জন্য তিনটী বিষয় নিতান্ত প্রয়োজন :—সময়, মানসিক উন্নতি ও জীবন ধারণোপযোগী আর্থিক অবস্থার সুনিশ্চয়তা।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তোমরা অনেকেই ক্রমোন্নতি লাভের ঐ তিনটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে বঞ্চিত। তোমাদিগকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সমস্ত জীবন অনিশ্চিত ভাবে ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হয়, তোমাদের নিকট ক্রমোন্নতি বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না—থাকিতে পারে শুধু কি উপায়ে বাঁচিয়া থাকা যায়।

অতএব বর্ত্তমান সমাজের অভ্যন্তরে গুরুতর দোষ বিদ্যমান। আমি যদি এই গ্রন্থে উক্ত দোষ সম্বন্ধে আলোচনা না করি, এবং কিরূপে উহা দূর করা সম্ভব, তাহা যদি তোমাদিগকে দেখাইয়া না দেই, তাহা হইলে আমার এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

এ জন্য আমি গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

(১১)

অর্থ-নৈতিক প্রশ্ন।

(ক)

তোমরা অনেকেই দরিদ্র। শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদিগের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তিকে মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। তাহারা দৈনিক ১০।১২ ঘণ্টা কখন বা ১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কায়িক শ্রম করিয়া থাকে। এইরূপ দুরূহ এক ঘেয়ে পরিশ্রম করিয়াও, কদাচিৎ তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহাদিগকে ক্রমোন্নতির কথা—মানসিক ও নৈতিক জীবনের কথা—রাজনৈতিক অধিকার ও শিক্ষার কথা বলিলে উপহাসই করা হয় মাত্র। ক্রমোন্নতি লাভ করিবার মত অবসর বা অবস্থা তাহাদিগের নাই। যন্ত্রের মত পরিশ্রম করিয়া জীবন যাপন করিতে করিতে, তাহারা জরাগ্রস্থ—জীবনী-শক্তিহীন—অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এ জন্য তাহারা তাহাদিগের নিয়োগ কর্ত্তাদিগের উপর ক্রুদ্ধ; কিন্তু ঐ ক্রোধ কখনও কার্য্যকরী হইয়া উঠিবার সুবিধা পায় না; আবার অনেক ক্ষেত্রে এই ক্রোধের কারণও নিতান্ত অসঙ্গত। তাহারা উগ্রমদ্য পান করিয়া বর্ত্তমানের দুঃখ কষ্ট এবং ভবিষ্যতের চিন্তা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ মত্তাবস্থায় তাহারা যেরূপ স্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়ে তাহাকে কোন মতেই গৃহ বলা চলে না।

রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি শয্যা ত্যাগ করিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের মত তাহাদিগকে কায়িক পরিশ্রমের 'ঘানি' স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হয়।

ইহা বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা; এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

তোমরা মানব; তোমাদের কতকগুলি শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি আছে। শুধু শারীরিক নহে, মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিগুলিরও উন্নতি বিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য। তোমাদিগকে নাগরিক হইতে হইবে; এ জন্য সর্ব্বসাধারণের উপকার সম্ভব এরূপ কতকগুলি অধিকার তোমাদিগের অর্জ্জন করা উচিৎ। কিন্তু উহা অর্জ্জন করিতে, তোমাদিগের কিছু শিক্ষা ও অবসর প্রয়োজন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমানে তোমরা যেরূপ পরিশ্রমে যে পরিমাণ উপার্জ্জন করিতেছ, তদপেক্ষা কিছু কম পরিশ্রমে তোমাদিগের কিছু অধিক উপার্জ্জন হওয়া প্রয়োজন।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান; অতএব আমরা সকলেই ভাই ভাই। সকলে মিলিয়া আমরা একটী বৃহৎ পরিবার গড়িয়া তুলিব বলিয়াই, তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্ব-মানব পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মানসিক প্রবণতার, শক্তি-সামর্থ্যের ও কর্ম্ম নৈপুণ্যের পার্থক্য থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু একটী মাত্র নীতিতে এ পরিবারের সকলেই পরিচালিত হইবে। সে নীতি এই—"যে ব্যক্তিই সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য যথাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, সেই তাহার মানব-স্বভাব সুলভ

এই আদর্শের দিকে কি উপায়ে আমরা যুগ হইতে যুগান্তরে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি তাহা অবগত হইবার জন্য আমাদিগকে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যেকটী বিপর্যয়ে—প্রত্যেকটী বিপ্লবে যদি আমরা ঐ আদর্শের দিকে একপদ মাত্রও অগ্রসর হইতে না পারি—যদি রাজনৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া না চলে—যদি তাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত না হয়—তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমরা ভগবানের নির্দ্দেশকে লঙ্ঘন করিয়া থাকি এবং ঐ সকল বিপ্লবকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলি! এইরূপ বিপর্য্যয় বা বিপ্লব মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষ অমঙ্গলের নিদান।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—বর্ত্তমানে আমরা এই আদর্শের দিকে কতদূর অগ্রসর হইতে পারি? কিরূপে এবং কি উপায়েই বা তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব?

তোমাদিগের কোন কোন ভীরুস্বভাব বন্ধুবান্ধব, নৈতিক উন্নতি বিধান করিয়া, তোমাদের দুরবস্থা দূর করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। সেভিংস ব্যাঙ্ক বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তাঁহারা তোমাদিগকে বলিয়াছেন—"তোমরা তোমাদের মাহিয়ানা এইখানে জমা রাখ। সঞ্চয় করিতে থাক; মদ্যপান ও অন্যান্য বাহুল্য খরচ পরিত্যাগ কর। আত্ম-সংযম করিয়া অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর"।—এ সমস্তই সৎ যুক্তি সন্দেহ নাই, কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য শ্রমজীবিগণের নৈতিক উন্নতি বিধান করা; আর এই নৈতিক উন্নতিকে বাদ দিলে, কোন প্রকার উন্নতিই

সমাধান করেন না বা সমাজেরও যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না। তোমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সামান্য সামান্য সঞ্চয় করিতে পারে; এবং ঐ কতিপয় ব্যক্তিও দিনে দিনে বিপুল অধ্যবসায় সহকারে যাহা কিছু সঞ্চয় করে, তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধ বয়সের সামান্য মাত্র অভাবই পূরণ হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ—প্রাপ্ত বয়স্ক কর্ম্মঠ ব্যক্তির স্বচ্ছল জীবিকা সংস্থান; কারণ এই বয়সে তাহার জীবনকে উন্নত ও প্রসারিত করিবার মত শক্তি সামর্থ থাকে এবং স্বদেশের ও বিশ্বমানবতার ক্রমোন্নতিতে সে সার্থকভাবে সাহায্য করিতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে এই বিষয়টী লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কিরূপে ধনৈশ্বর্য্যের ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে ঐ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। যে সমাজ জনসাধারণের কার্য্যের উপর বাঁচিয়া আছে এবং যে তাহার আসন্ন বিপদ সময়ে তাহাদিগকে রক্ত দানের জন্য আহ্বান করে, তাহারও জনসাধারণের প্রতি একটী পবিত্র কর্ত্তব্য আছে।

উল্লিখিত বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ ভিন্ন, এরূপ অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তোমাদিগের শত্রুপদবাচ্য না হইলেও, তোমাদের প্রতি কিছু উদাসীন। শ্রমিক সাধারণের হৃদয় হইতে নিরন্তর যে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহার প্রতি তাঁহারা উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কারণ যে কোন প্রকার নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে তাঁহারা শঙ্কিত। ইঁহারা তথাকথিত 'ইক-নমিষ্ট' বা অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উপরোক্ত

'ফিলানথ্রফিষ্ট' বা সর্ব্বসাধারণে সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় মনে করিতেন এবং এক্ষণেও করেন যে, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা হইতেও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমে জীবিকার স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ। 'ইকনমিষ্ট'গণ যদিও শিল্পের স্বাধীনতা বিধানে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অতিশয় কৃতিত্বের সহিত সফলতা লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ক্রমোন্নতি ও সমিতি এই দুইটী মানব স্বভাবের অপরিহার্য্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন নাই। উল্লিখিত সকলেই বলিয়া থাকেন যে, শ্রম বিষয়ক বর্ত্তমান পদ্ধতির যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, হয় তাহা অনাবশ্যক, না হয় অনিষ্টজনক হইবে; এবং মনে করেন যে—"প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য এবং স্বাধীনতা সকলের জন্য"—এই নীতিই সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে সুখ-শান্তির অসমতা দূর করিয়া, ধীরে ধীরে যতদূর সম্ভব সমতা আনয়ন করিতে পর্য্যাপ্ত। অন্তর্বাণিজ্যের ও বিভিন্ন জাতির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিধান করা, আমদানী-রপ্তানী শুল্কের ক্রমশঃ হ্রাস করা, বিশেষতঃ কাঁচামালের উপর হইতে ঐ শুল্ক একেবারে কমাইয়া দেওয়া, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সাধারণ ভাবে উৎসাহ প্রদান করা, সংবাদ আদান প্রদা-নের ও এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাতায়াতের অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান যাহাতে গড়িয়া উঠে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যাহাতে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা—ইকন-মিষ্টগণের মতে সমাজ শুধু এই সকলের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে; এতদতিরিক্ত কিছু করিলে, সে সকলই অমঙ্গলের নিদান হইয়া পড়িবে।

তাহাদের কথা যদি সত্যই হইত, তাহা হইলে দারিদ্র্যব্যাধি

চিরকাল অচিকিৎস্যই থাকিয়া যাইত; কোন কালেই তোমাদের তাহা হইতে মুক্তিলাভ ঘটিত না। ভ্রাতৃগণ! ভগবান করুন, আমি যেন কখনও তাঁহাদের সহিত একমত হইতে বাধ্য না হই এবং তোমাদের বর্ত্তমানের এই সকল দুঃখ-কষ্ট ও ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, তাহাদের মত অবিশ্বাস্য দুর্নীতিমূলক সমাধানে উপস্থিত না হই। 'ইকনমিষ্টগণের' উল্লিখিত প্রতিষেধগুলির মধ্যে তোমাদের যে ভবিষ্যৎ দৃষ্ট হয়, তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ ভগবান তোমাদের ললাটে লিখিয়া রাখিয়াছেন।—তোমরা অভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সকল প্রকার প্রতিষেধের উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব সাময়িক ধনৈশ্বর্য্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি; কিন্তু কিরূপে উহা সমভাবে বণ্টন করা যায় তাহা নহে। "ফিলানথ্রফিষ্ট্-"গণ বা সর্ব্বসাধারণে সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ একদিকে যেরূপ ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করেন, তাহাকে নীতিবলে অধিকতর বলীয়ান করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সাধারণ ভাবে ধনৈশ্বর্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, তাহারও যে অবস্থা সচ্ছল করা যায়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না, সেইরূপ অন্যদিকে "ইকনমিষ্ট্-"গণ বা অর্থনৈতিকেরা কেবল চিন্তা করেন, কিরূপে উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করা যায়, তাঁহারা আবার ব্যক্তির কথা ভাবিয়াও দেখেন না। দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক স্বাধীনতার কথা উক্ত দুই শ্রেণী প্রচার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব কালে বস্তুতঃ "ইকনমিষ্ট্-"গণের অভিমতেই অর্থ-নৈতিক জগৎ

প্রচেষ্টা ও মূলধন যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সার্ব্বজনীন অবস্থার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। যাহারা শিক্ষা, সদুপদেশ' সুযোগ ও সময়ের অভাবে স্বাধীনতার অধিকার ভোগে অসমর্থ, তাহাদের নিকট রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা যেরূপ অলীক স্বপ্ন —সেইরূপ যাহারা উপার্জ্জন হইতে কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারে না বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে অসমর্থ, তাহাদের নিকট স্বাধীন প্রতিযোগীতার কথা একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকতর সুবিধা হইলে এবং ধনৈশ্বর্য্য বণ্টনের ও দেশদেশান্তরের অর্থ বিনিময়ের সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, শ্রমিকগণ, শিল্প দ্রব্যের উৎপাদক ও ক্রেতা এতদুভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী, ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারের হাত হইতে মাত্র ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহারা মূলধনীদিগের অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইবে না, কিম্বা যাহাদের স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করিবার মূলধন ইত্যাদি কোনরূপ সুবিধা নাই, তাহারাও উহা পাইতে পারিবে না। মূলধনের অর্থনৈতিক সার্থকতা এই যে, উহা সর্ব্বদা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সঞ্চরণশীল থাকিবে। কিন্তু ধনৈশ্বর্য্য সমভাবে বণ্টিত না হওয়ায়, উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায়-সঙ্গত বিভাগের অভাবে এবং দিন দিন ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকায়, ধনৈশ্বর্য্যের অর্থনৈতিক সার্থকতা বিফল হইয়া যায়, ও তাহার কতকাংশ কতিপয় ব্যক্তির হস্তে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, কতকাংশ বা অবান্তর পণ্য, বিলাসের দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবনধারনোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন না

থাকে। কখন বা উহা আরও বিপজ্জনক ও দুর্নীতিমূলক "ফটকাবাজীতে" ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে মূলধন শ্রমের উপর অত্যাচার করিতেছে; বাস্তবিক উহা এক্ষণে আমাদের অর্থ নৈতিক সমাজের অভিসম্পাৎ স্বরূপ। অর্থনীতির দিক দিয়া দেখিলে, সমাজ এখন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;—প্রথম ধনিগণ, যাঁহারা শ্রমশিল্পের যাবতীয় উপায় যথাঃ—জমি, কারখানা, নগদ টাকা ইত্যাদি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন;—দ্বিতীয় ঠিকাদারগণ (কণ্ট্রাক্টরস্), যাঁহারা কলকারখানার পরিচালক ও ব্যবসায়ী,—যাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির প্রতীক বা যাঁহাদের ঐরূপ হওয়াই উচিৎ;—এবং তৃতীয় শ্রমিকগণ, যাহারা কায়িকশ্রম করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে, প্রথম শ্রেণী সকল ক্ষেত্রেই প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। পরিশ্রমকে উন্নত কি অবনত করিতে,কিম্বা কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে, ইঁহারাই একমাত্র অধিকারী। তাঁহাদের প্রাপ্য কারখানার লাভের বা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের অংশ অনেকটা নির্দ্দিষ্ট। কল-কারখানা প্রায়ই বহুদূরে স্থানান্তরিত হয় না। আবার সময়ও অনেকটা তাঁহাদের নিজের বশে; কারণ তাঁহাদিগকে নিয়ত অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লাভের অংশ অনিশ্চিত; বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার উপর তাঁহাদের লভ্যাংশ নির্ভর করে। বিশেষতঃ প্রতিযোগিতার তারতম্যের উপর, কোনরূপ অচিন্তপূর্ব্ব ঘটনা বিশেষের সম্ভাব বা অসম্ভাবের উপর, এবং মূলধনের সচ্ছলতা কি অসচ্ছলতার উপর, তাঁহাদের লভ্যাংশ নির্ভর করিয়া থাকে। আর এই তৃতীয় শ্রেণীর

থাকে; তাহাদের মাহিয়ানা নির্দ্ধারণ করিবার সময় লভ্যাংশের প্রাচুর্য্যের বা স্বল্পতার সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া দেখা হয় না। কিরূপ সংখ্যক শ্রমিক কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ও কি সংখ্যক প্রয়োজন, শুধু এই অনুপাত দেখিয়া শ্রমিকদিগের সংখ্যার উপর ঐ মাহিয়ানা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে মূলধন যে অনুপাতে বৃদ্ধিপায়, শ্রমিকের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিকতর অনুপাতে বাড়িয়া থাকে; এবং শ্রমিক সংখ্যা সামান্য মাত্র বৃদ্ধি পাইলেই, মাহিয়ানার হার হ্রাস হইতে থাকে। সময়ও শ্রমিকগণের বশে নহে। আর্থিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয় সংঘটন, শ্রমশিল্পের বিভিন্ন শাখায় অভিনব কলকব্জার প্রবর্ত্তন, শিল্প উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, কখন বা একই শিল্পদ্রব্যের অত্যধিক উৎপাদন, শ্রমশিল্পের কেন্দ্র ও শাখা বিশেষে শ্রমিক সংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি আরও অনেক অসুবিধাজনক কারণ বশতঃ শ্রমিকগণ নিজেদের ইচ্ছামত সর্ত্তে কার্য্য করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।—হয় অপরিহার্য্য অভাবের নিষ্পেষণ ভোগ,—না হয় যে কোন সর্ত্ত মানিয়া লইয়া কার্য্য করা, এই দুইটী ভিন্ন তাহাদের আর অপর কোন পথ নাই।

আমি আবার বলি যে এই অবস্থার মধ্যেই সকল রোগের বীজ নিহিত। আমাদিগকে উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। "ইকনমিষ্ট-"গণ ঐ রোগ প্রতিকারের যে সকল প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে উহা দূর হইবার নহে।

সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থা এইরূপ।

আসিতেছে। এই ক্রমোন্নতি কিরূপে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছে, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়। এককালে তোমরা 'দাস' ছিলে, তারপর হইয়াছিলে সেবক (Serfs) এবং বর্ত্তমানে তোমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মাহিয়ানা উপার্জ্জক হইয়া পড়িয়াছ। তোমরা দাসত্ব ও সেবকত্বের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছ, আর এই মাহিয়ানার নাগপাশ হইতে কেন মুক্তি পাইবে না ?—তোমরা কেন স্বাধীন ভাবে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করিতে বা উৎপন্ন দ্রব্যের একমাত্র সত্বাধিকারী হইতে পারিবে না ?—তোমরা কেন আপন আপন চেষ্টায় ও সমাজের আনুকূল্যে সামাজিক মহাবিপ্লব সাধন করিবে না ? যত প্রকার মহাবিপ্লবের কল্পনা করা যায়, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে পরিশ্রম, মানব সাধারণের অর্থনৈতিক প্রীতি বন্ধনের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে ; পরিশ্রম লব্ধ ধনসম্পত্তিই সকল বিত্তের ভিত্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে ; এইভাবে সকলেই শিল্প উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার বিষয়ে সমতা ব্যঞ্জক একই বিধি-নিয়মের অধীনে মিলিত হইতে পারিবে। শ্রেণী বিভাগ রূপ কোন পার্থক্য থাকিবে না। মূলধনী, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক, ইহাদের কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিবে না। সকলেই একমাত্র দেশজননীর সন্তান বলিয়া তুল্যরূপে বিবেচিত হইবে।

(খ)

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি যেরূপ সামাজিক কর্ত্তব্যের কথা আমি বলিলাম, ঐরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান মানব মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এজন্য আমি সাধারণতন্ত্রের প্রচারকগণকে বিশেষ

ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি এই ভাবে ভবিষ্যতের সর্ব্বজন অভিপ্রেত মহাবিপ্লব সাধনের জন্য বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সেই বিশেষতঃ তাঁহাদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারাও কার্য্যপদ্ধতিতে অতিমাত্র অনুরক্তি বশতঃ ও ব্যক্তিগত বৃথা অভিমান নিবন্ধন বিপথগামী হইয়া পড়েন। "সোসিয়ালিজম্" বা সমাজতন্ত্রের নামে তাঁহারা অবাস্তব ও অতিশয়োক্তি পূর্ণ কতকগুলি মতবাদ প্রচার করেন। এই সকলের অধিকাংশ মতবাদ, তৎকাল পর্য্যন্ত অপরাপর শ্রেণী যে ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধবাদী এবং অর্থনৈতিক হিসাবে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ সকল মতবাদ প্রচারের ফলে, অনুন্নত মধ্যবিৎ শ্রেণীর জনগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস জন্মিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা সামাজিক প্রশ্নের সুমিমাংসা না করিয়া, বরং সাধারণতন্ত্রী সম্প্রদায়কে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই অবিশ্বাস ও আশঙ্কার ফলে, ফ্রান্সে রাজনৈতিক অনাচার সংঘটিত হইয়াছিল।

এই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন নামের আরও নানাপ্রকার সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সকলের কথা এক্ষণে তোমাদিগের নিকট আলোচনা করিতে পারিতেছি না।* ঐ সমস্ত মতবাদই উচ্চ আদর্শে প্রবর্ত্তিত, এজন্য ক্রমোন্নতির উপাসকগণ সকলেই উহাদিগকে সমর্থন করিয়া থাকেন কিন্তু ঐ সকল মতবাদের প্রবর্ত্তকগণ উহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গিয়া, ভ্রান্ত অথবা অত্যাচার মূলক পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কারণ

* "Sansimonism", "Fourierism", "Communism" etc.

বশতঃ ঐ সকল সাধু মতবাদও দুষ্ট ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে সংক্ষেপে ঐ সকলের ভুলগুলি দেখাইয়া দিতে হইবে;—না দিলে, ইহারা যেরূপ আশার কথায় উজ্জ্বল বর্ণ ফলাইয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে, তাহাতে তোমাদিগকে অতি সহজে বিপথে লইয়া যাওয়া সম্ভব। যদি তোমরা ঐ সকল মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহাদের প্রদর্শিত ভ্রান্ত পথে চলিতে থাক, তাহা হইলে বর্ত্তমানের দুরবস্থা হইতে তোমরা অতি সত্বর যে মুক্তি লাভ করিতে যাইতেছিলে, সেই মুক্তিকে তোমরা নিজেরাই বিলম্বিত করিয়া ফেলিবে। এই একটী মাত্র বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তোমাদিগের ঐ সকল মতবাদিগণকে অবিশ্বাস করা উচিৎ যে, তাঁহাদের যে কেহ যখনই কোন বিশেষ অবস্থায়, ঐশ্বর্য্যে ও প্রভুত্বে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই তখন আর তাঁহার নিজের পূর্ব্ব মত অনুযায়ী কার্য্য করেন না। তাঁহারা সকলেই এক একজন অসম্ভব মতবাদের প্রতিভাবান্ লেখক সত্য, কিন্তু যখনই বাস্তব বিষয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকেন।

যদি তোমরা কোন দিন এই সকল মতবাদ মনযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখ এবং আমি যে সকল মূলসত্য তোমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছি ও যাহাদিগকে মনুষ্য-স্বভাবের অপরিহার্য্য বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, সে সমস্ত যদি মনে রাখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে ক্রমোন্নতির বিধি ও যে উপায়ে মানবজাতির মধ্যে ক্রমোন্নতি সুসম্পন্ন হইয়া উঠে, সেই উপায় এবং মানব স্বভাবের বিশেষত্বমূলক দুই একটী বিশেষ বৃত্তিকে ইহারা সকলেই লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

জীবনীশক্তি নির্দ্দেশক মূলবিষয়গুলির ক্রমবিকাশ ও নিরত রূপান্তর দ্বারা নিয়মের অধীনে ক্রমোন্নতি পদে পদে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। মানবশক্তি কখনও ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে না। কোন কোন যুগে বা কোন কোন দেশে, মানব অনেক সময় অন্ধবিশ্বাসে বা ভ্রমে পতিত হইয়া, ঐ সকল মূলবিষয়গুলির বা সমাজ-জীবনের বিধি-নিয়মের নামকরণ করিতে বসিয়া, এরূপ কতকগুলি অপ্রাকৃত বস্তুর উল্লেখ করিয়াছে, যাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত সমাজের গোঁড়ামী, ও রিতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—যাহারা সেই যুগের বা সেই দেশের বহির্ভাগে আসিতেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু মানব-স্বভাবের সত্য ও অপরিহার্য্য বিশেষত্বগুলি তোমরা নিজে নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পার। উহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবার উপায় আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি যে, প্রথমে আপন আপন অন্তরের প্রেরণাগুলিকে বুঝিতে হইবে; তৎপরে সকল যুগের, সকল দেশের ইতিবৃত্তের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে যে, তোমাদের আপন আপন অন্তরের প্রেরণার মত সকল যুগের বিশ্ব-মানবতার প্রেরণা ছিল কি না। এক্ষণে তোমাদিগের অন্তরের বাণী ও বিশ্ব-মানবতার মহাবাণীতে যে যে বিষয়গুলি জীবনের মূলসূত্র বলিয়া সমর্থিত হয়, তাহাদিগকে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে বিলুপ্ত করা নিতান্ত অসম্ভব।

এই গ্রন্থের নানা স্থানে, ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়কে মানবজীবনের মূলগত বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি অন্যতম।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাবগুলিই ইহাতে সূচিত হয়; অভাব সম্পূরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার সাহায্যে, ব্যক্তিকে যেরূপ নৈতিক ও মানসিক জগতের নব-রূপ বিধান, অভিনব উন্নতি সাধন ও তাহাতে প্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে হইবে, সেইরূপ তাহাকে দৈহিক পরিশ্রমদ্বারা বাস্তব জগতের পরিবর্ত্তন বিধান, উন্নতি সাধন ও প্রভুত্ব লাভ করিতে হইবে। বাস্তব জগতে সে যে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে, বিষয়-সম্পত্তি তাহার নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির উৎপাদিকা শক্তিকে পরিবর্ত্তিত, উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ব্যক্তি যে কতটুকু পরিশ্রম করিয়াছে তাহাও ইহাতে বুঝিতে পারা যায়।

এজন্য বিষয়-সম্পত্তি চিরস্থায়ী। তোমরা মানবতার সমুদয় জীবনে ইহাকে বিদ্যমান ও সুরক্ষিত অবস্থায় দেখিয়া থাক। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ইহা পরিরক্ষিত হয়, তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব। মানব-জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাকেও ক্রমোন্নতির বিধি মানিয়া চলিতে হয়। যাঁহারা বিষয়-সম্পত্তিকে কোন একভাবে ব্যবস্থিত দেখিয়া বলিয়া থাকেন যে সেরূপ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের অযোগ্য এবং উহাকে পরিবর্ত্তিত করিবার সকল প্রচেষ্টারই প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বাস্তবিক উহার ক্রমোন্নতিকেই অস্বীকার করেন।

যদি কেহ দুইটী বিভিন্ন যুগের ইতিহাস খুলিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, যে ঐ দুই যুগের বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। পক্ষান্তরে যাঁহারা কোন যুগের বিষয়-সম্পত্তিকে

মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে, এবং সামাজিক ব্যবস্থা হইতে তাহাকে বিদূরিত করিতে হইবে"—তাঁহারা আবার মনুষ্য স্বভাবের একটী প্রয়োজনীয় মূল বিষয়কে অস্বীকার করিয়া বসেন। যদি তাঁহারা এই প্রচেষ্টায় কোন দিন সফলকামই হইতে পারিতেন, তাহা হইলে জীবনকে পঙ্গু করিয়া, ক্রমোন্নতিরই ব্যাঘাত জন্মাইতেন;—বিষয়-সম্পত্তিকে কিছু চিরকালের মত বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না।—কিছুদিন পরে তাহা আবার আবির্ভূত হইত এবং হয়ত বা ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে উহা যেরূপ অবস্থায় ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই ফিরিয়া আসিত।

বর্ত্তমান সময়ে বিষয়-সম্পত্তি গর্হিত ভাবে অবস্থিত কারণ সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথমে ইহা পররাজ্য জয়ের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আদি যুগে পররাজ্য আক্রমণ-কারিগণ বল প্রয়োগে অপরের জমি ও পরিশ্রম লব্ধ ধনরত্ন অপহরণ করিয়া সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পড়িয়াছিল। বিষয়-সম্পত্তি যে গর্হিত ভাবে ব্যবস্থিত তাহার আরও প্রকৃষ্ট কারণ এই যে, স্বত্বাধিকারী ও শ্রমজীবী, ইহাদের উভয়ের সমবেত পরিশ্রমলব্ধ ধন, শ্রমের অনুপাতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় না;—কারণ রাজনীতি ও আইন প্রণয়নের অধিকার হইতে শ্রমজীবাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, একমাত্র বিষয়-সম্পত্তির অধিকারীগণকে ঐ অধিকার প্রদান করায়, বিষয়-সম্পত্তি দিনে দিনে শুধু কতিপয় ব্যক্তির একচেটিয়া হইয়া পড়িতেছে এবং অধিকসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে উহা অপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে;—কারণ কর নির্দ্ধারণ প্রথা পক্ষপাত দোষদুষ্ট হওয়ায়, উহাতে দিন দিন স্বত্বাধিকারীদিগের ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয়ের সুবিধায় ব্যবস্থা

হইতেছে, পক্ষান্তরে, দরিদ্র শ্রেণীর উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তাহাদিগকে সঞ্চয় করিবার সর্ব্বপ্রকার উপায় হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু যদি ধীরে ধীরে এই দোষ-গুলির সংশোধন ও বিষয়-সম্পত্তির বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া, তোমরা বিষয়-সম্পত্তিকেই উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমরা কর্ম্মানুরক্তির ও ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয়ের প্রতিযোগীতার একটা প্রধান উৎস বন্ধ করিয়া ফেলিবে এবং ফল সংগ্রহার্থ বৃক্ষচ্ছেদনকারী অসভ্যগণের সঙ্গে তুলনীয় হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমানে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি ধনসম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই উহার উচ্ছেদ-সাধন করা উচিৎ নহে; বরং যাহাতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি উহা অর্জ্জন করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।

যে মূলগত কারণ বশতঃ বিষয় সম্পত্তি ন্যায়সঙ্গত, আমাদিগকে সেই মূল কারণে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং এরূপ বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইবে, যদ্বারা শুধু পরিশ্রম করিয়াই ইহার অধিকারী হওয়া যায়।

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন বিধান করিতে হইবে, যাহাতে স্বত্বাধিকারী বা মূলধনী ও শ্রমিক,—উভয় শ্রেণীই শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক পাইতে পারে।

কর নির্দ্ধারণ প্রথারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে, যাহারা মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী যৎসামান্য অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের উপার্জ্জনে হাত

করিতে, ধীরে ধীরে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। এই কার্য্য বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে, বর্ত্তমানে বিষয়-সম্পত্তির অধিকারীদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে, তাহা তুলিয়া লইতে হইবে এবং সর্ব্বশ্রেণীর সকলকেই আইন প্রণয়ণে পরামর্শ দিবার অধিকার দিতে হইবে।

এই সমস্ত কার্য্যই ন্যায়সঙ্গত এবং সম্ভবপর। আপনাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া, ঐ সকল অধিকার আদায় করিয়া লইতে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া এবং যে কোন প্রকারে উহা হস্তগত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিয়া, তোমরা সে সকল অধিকারই লাভ করিতে পার। কিন্তু যদি তোমরা বিষয়-সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে যাও, তাহা হইলে তোমাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে;—কিছুতেই তোমরা তাহা করিয়া উঠিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যাহারা পরিশ্রম করিয়া, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে উহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমরা অবিচার করিবে এবং দেশের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তোমরা তাহাকে মন্দীভূতই করিয়া ফেলিবে।

(গ)

"সোসিয়ালিষ্ট" বা সমাজতন্ত্রী সম্প্রদায়ের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ঐ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তির, বিশেষতঃ "কমিউ-নিজম্" মতবাদিগণের, অভিমতে ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধনই তোমাদের ঐ দারিদ্র্য ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধ। অন্যান্য সকলে আবার তাহা হইতেও অধিকদূরে যান; ধর্ম্ম-

ধর্ম্মান্ধতা, শ্রেণী বিশেষের সুবিধা ও রাজবংশধরগণের আত্মম্ভরিতা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা সকল ধর্ম্মের, সর্ব্বপ্রকার শাসনতন্ত্রের ও দেশজ্ঞানের মূলচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর হন। এরূপ কার্য্য এক নিতান্ত শিশুর অথবা নিতান্ত অসভ্যেরই উপযুক্ত। ইঁহাদের যেরূপ বিচারজ্ঞান, তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করাও বিচিত্র নয় যে, দূষিত বায়ু অনেক সময় নানা রোগ আনয়ন করে, এ জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণোপযোগী সকল প্রকার বায়বীয় পদার্থের ধ্বংস করা প্রয়োজন!

যাঁহারা স্বাধীনতার নামে বিদ্রোহের প্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, ব্যক্তি ও তাহার অধিকারকে মাত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের ভুল যে কি, তাহা অবশ্য আর তোমাদিগকে এখানে দেখাইয়া দিতে হইবে না। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আমি ঐরূপ দুঃস্বপ্নের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা সকলেই ক্রমোন্নতি, কর্ত্তব্য, সর্ব্ব-মানব-ভ্রাতৃত্ব ও বিভিন্ন জাতির একতাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি; যাঁহারা ইহাদিগকে অস্বীকার করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও এ গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আমি আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা অর্থনৈতিক বিষয়ে অতিমাত্রায় অভিনিবিষ্ট হইয়া, ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির উচ্ছেদ করিয়া, "কমিউনিজম্" প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা আবার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ বিপরীত ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা ব্যক্তিকে অস্বীকার করেন—স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেন—ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেন—বলিতে কি এইরূপে সমাজকেও দূষিত করিয়া তুলেন।

যাবতীয় জমি, মূলধন, কলকারখানা এবং পরিশ্রমোপযোগী অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার—যদ্বারা কোন কিছু উৎপন্ন করা সম্ভব—সমস্তই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে; রাষ্ট্র প্রত্যেকের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে এবং তদ্বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিবে। এই পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ ব্যাপারে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মত বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইবে; আবার কাহারও কাহারও মতে পারিশ্রমিক ব্যক্তির অভাবানুযায়ী হইবে।

ঐরূপ ব্যবস্থা করা যদি-ই বা সম্ভব হইত, তাহা হইলে মানব-জীবন নিম্ন-শ্রেণীস্থ পশু-জীবনের মতই হইয়া পড়িত। শিল্প-উৎপাদক যন্ত্রবৎ হইয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাস করিতে করিতে, মানব তাহার স্বাধীনতা, মহত্ত্ব ও বিবেক—সকলই হারাইয়া বসিত। জড়দেহ এরূপ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলেও থাকিতে পারিত; কিন্তু নৈতিক ও মানসিক জীবন তাহাতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত এবং তৎসঙ্গে প্রতিযোগীতার স্পৃহা, কর্ম্ম-নির্ব্বাচনের ও সমিতি প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা, উৎপাদনের অনুরক্তি, বিষয়-সম্পত্তির আনন্দ এবং ক্রমোন্নতিলাভ করিবার সকল প্ররোচনার অবসান ঘটিত। এইরূপ ব্যবস্থায় সমগ্র মানব পরিবার একটা পশুপালের মত হইয়া পড়িত; পশুপালকে কেহ যদি সুবিস্তৃত চারণভূমিতে লইয়া যাইবার থাকে, তাহা হইলে তাহার আর অন্য কিছু চাহিবার মত থাকে না। তোমাদের মধ্যে কে কে এরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পার?

"কমিউনিজম্" মতবাদিগণ বলিয়া থাকেন—এইরূপে সমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব?

এই সমতা কি ব্যক্তিদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ করিয়া দিবার ?—সে যে একেবারেই অসম্ভব ! কার্য্য নানা প্রকারের। কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে কতখানি সময়ের প্রয়োজন, অথবা এক ঘণ্টা সময়ে কি পরিমাণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা দেখিয়া কার্য্যের সমতা নির্দ্ধারণ করা যায় না ;—উহা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কার্য্যগুলি কিরূপ কঠিন, তাহাতে কি পরিমাণ অসন্তোষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব বর্ত্তমান, উহাদিগকে সম্পাদন করিতে কি পরিমাণ জীবনী-শক্তি ব্যয় হওয়া সম্ভব এবং ঐ ঐ কার্য্যদ্বারা সমাজের কি কি উপকার সাধিত হইবে। এক ঘণ্টার কয়লার খনির কার্য্য, এক ঘণ্টার জলাভূমির অপরিস্কৃত জল বিশুদ্ধ করিবার কার্য্য ও এক ঘণ্টার সুতার কারখানার কার্য্য—ইহাদের কাহার কি মূল্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কিরূপে ?

কার্য্যের সমতা নির্ণয় একরূপ অসম্ভব ব্যাপার বুঝিয়া, উল্লিখিত মতবাদীদিগের কেহ কেহ আবার অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন যে, যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই শ্রম-শিল্পের বিভিন্ন শাখায় কিছু সময়ের জন্য কার্য্য করে, তাহা হইলে কার্য্যের সমতা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থাও নিতান্ত অশোভন, কারণ ইহাতে কোন কিছু উৎপাদন করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন সমুদায় অসমতাও ইহাতে দূর হয় না ;—যেমন দুর্ব্বল ও সবলের অসমতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নির্ব্বোধের অসমতা, নির্ভীক ও ভীরুর অসমতা। এরূপ দেখা যায় যে, একই কার্য্য একব্যক্তির নিকট সহজ সাধ্য ও আনন্দপ্রদ, তাহাই আবার অপর ব্যক্তির নিকট শ্রমসাধ্য ও বিরক্তিকর।

এই সমতা কি শ্রমজাত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিবার ?—তাহাও

যে একেবারে অসম্ভব! হয় এই সমতা সকলের সম্বন্ধে সকল অবস্থায় রক্ষিত হইবে,—না হয় উহাকে অভাবের অনুযায়ী করিয়া রক্ষা করিতে হইবে। যদি সকলের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় এই সমতা রক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ অন্যায় ও অবিচার করা হইবে; কারণ এরূপ ব্যবস্থায় কার্য্যের গুরুত্বের অনুযায়ী অভাবের গুরুত্ব বিবেচিত হইবে না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত ব্যক্তির কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মদক্ষতা এবং গুণহীন ব্যক্তির অক্ষমতার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্যই করা হইবে না। আবার যদি অভাবের অনুযায়ী করিয়া এই সমতা রক্ষা করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যক্তির উৎপাদিকা শক্তির বিষয় বিবেচনা করা হইবে না এবং ইহার ফলে শ্রমিক তাহার পরিশ্রমলব্ধ ন্যায় সঙ্গত বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে!

এতদ্ভিন্ন আরও একটী বিষয় চিন্তা করিবার আছে;—কাহার কি অভাব সে বিষয়ের বিচারকর্ত্তা হইবেন কে? রাষ্ট্রই কি এই বিচারক?

শ্রমিক ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি সর্ব্বসাধারণের বিষয়-সম্পত্তির বিচারকর্ত্তা ও প্রভু বলিয়া কোন এক শ্রেণী বিশেষকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত?—যাঁহারা একদেশদর্শী, স্বয়ং সমাপ্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তোমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করিবেন—যাঁহারা কার্য্য মনোনয়নের স্বাধীনতা, কর্ম্মদক্ষতা ও অভাব নির্দ্ধারণের ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া তোমাদের দেহের উপরও প্রভুত্ব করিবেন—এইরূপ দেহ মনের প্রভু বলিয়া তোমরা কি শ্রেণী বিশেষকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত?—ইহা কি পুরাকালের সেই

গণ কি জনসাধারণের বিষয়-সম্পত্তির ভাগ্য-বিধাতা হইয়া স্বার্থপর হইয়া উঠিবেন না? এইরূপ অসীম ক্ষমতা করতলগত করিয়া তাঁহারা কি পুরাকালের বংশপরম্পরাগত একাধিপত্যের পুনরায় সংস্থাপন করিবেন না?

না, "কমিউনিজম" কখনই শ্রমিকদিগের মধ্যে সমদর্শিতা আনয়ন করিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করাই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই মতবাদের ব্যবস্থায় তাহা কোনরূপেই বৃদ্ধি পাইবে না। কারণ মানবগণ সাধারণতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকে; সমাজের মধ্যে উৎপন্ন করিবার যে প্রেরণা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া কেহ আর অধিক কিছু উৎপাদন করিতে যত্নবান হয় না (১)। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহাতে উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইবে না। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। এইরূপ সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত, অস্পষ্ট নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিলে, ক্রমোন্নতিতে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। জনসাধারণ যে সকল দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে কাল যাপন করিতেছে, তন্মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় মাত্র "কমিউনিজম" করিয়া দিতে পারে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, সামাজিক ব্যবস্থার আমূল বিপর্য্যয় না

---

(১) হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি একলক্ষ মানবের মধ্যে একজন মাত্র বৎসরে ১০০৲ টাকার জিনিষ, সাধারণ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সে ১৲ টাকার হাজার ভাগের ১ ভাগ মাত্র বৎসরে অধিক পাইবে; অর্থাৎ প্রতি ৫ বৎসরে সাড়ে তিন পাইয়ের কিছু কমও পাইবে। ইহাকে কি অধিক উৎপাদন করিবার প্রলোভন বলিয়া মনে করা যায়?

করিয়া, উৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট না করিয়া, ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত না জন্মাইয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উচ্ছেদ সাধন না করিয়া এবং ব্যক্তিকে অত্যাচার পরায়ণ প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ না করিয়া, শ্রমিকগণের জীবন ধারণের ও কার্য্য করিবার অধিকার রক্ষা করা যায় কি না ?

(ঘ)

যে স্বেচ্ছাচারী সাধারণ প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত—যাহা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সার্ব্ব-জনীন মূল বিষয়গুলির প্রতিকূলতাচরণ করে ও কার্য্যকারণের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া, কাহারও আদেশে অকস্মাৎ গড়িয়া উঠে—সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তোমরা তোমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতি-ষেধ খুঁজিয়া পাইবে না। আমরা এ জগতে বিশ্ব-মানবতা সৃষ্টি করিতে আসি নাই, বস্তুতঃ তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতেই আসিয়াছি। বিশ্ব-মানবতার মূলীভূত বিষয় ও ব্যবস্থাগুলির আমরা সংস্কার ও সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে পারি—তাহা আমা-দিগকে করিতেই হইবে ; কিন্তু উহাদিগকে কোন মতেই ধ্বংস করিতে পারি না। এইরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিশ্ব-মানবতা চির-কাল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। এ জন্য ঐরূপ অলীক স্বপ্নের মোহে যে সময় ব্যয় করা হইবে, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা নষ্ট করা হইবে মাত্র। পক্ষান্তরে যে সকল সংস্কার দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে বাদ দিয়া, মাত্র শাসন কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত মাহিয়ানার হারও

মাহিয়ানায় অধিক অর্থ ব্যয় করিলে, উৎপাদনের ব্যয় অধিক পড়িবে; তাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যও অধিক করিতে হইবে। মূল্য অধিক করিলে, ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহারও কমিয়া যাইবে, সুতরাং শ্রমিকগণের কার্য্য মিলাও ভার হইয়া দাঁড়াইবে।

স্বাধীনতাকে বাদ দিলে কোনরূপেই ঐ প্রতিকার সম্ভব নহে; কারণ স্বাধীনতা পরিশ্রমকে পবিত্র করে ও অধ্যবসায়ে উৎসাহ আনিয়া থাকে। আবার মূলধন যাহাতে কমিয়া যায় এরূপ উপায়েও প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ পরিশ্রম ও উৎপাদিকা শক্তির মূলধনই প্রধান সহায়।

মূলধন ও পরিশ্রম উভয়কে একহাতে আনিতে পারিলে, তোমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতিকার হইবে, নচেৎ নহে।

যখন উৎপাদক ও ব্যবহারকের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া সমাজ মানিবে না—যখন পরিশ্রম লব্ধ যাবতীয় সম্পদ মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিভক্ত না হইয়া, শ্রমিকগণের জন্যও রক্ষিত হইবে—তখন মাত্র তোমাদের দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী কারণ দূরীভূত হইবে,—তৎপূর্ব্বে নহে। উপরে মূলধনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নিচে খুচরা বিক্রেতাগণ লইয়া এই মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহ গঠিত। ইহারা অনেক সময় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য শতকরা ৫০৲ টাকার উপর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূলধনিগণের অর্থশোষণ হইতে মুক্তিলাভের উপর তোমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইঁহারাই বর্ত্তমানে দ্রব্যোৎপাদনের স্বেচ্ছাচারী ভাগ্য-বিধাতা; কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহাদের সত্যকার কোন অংশই নাই।

তেছি। যেখানেই দেখিবে পরিশ্রম ও মূলধন একই হাতে সংরক্ষিত—যেখানেই দেখিবে লভ্যাংশ বৃদ্ধির অনুপাতে ও সকলের সম্মিলিত কার্য্যে প্রত্যেক শ্রমিকের পরিশ্রমের অনুপাতে, শ্রমলব্ধ ধন-সম্পদ বিভক্ত হইয়া থাকে,—সেইখানেই শ্রমিকগণের দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত কম ও তাহাদের নৈতিক চরিত্র উন্নততর দেখিতে পাইবে। 'জুরিচের' 'ক্যাণ্টনে', 'এন্‌গেডাইনে' ও 'সুইজারল্যাণ্ডের' অপরাপর অংশে কৃষকগণই স্বত্বাধিকারী; এই সকল স্থানে জমি, মূলধন ও পরিশ্রম একই হাতে দেখিতে পাইবে। এইরূপ 'নরওয়েতে', 'ফ্লাণ্ডার্সে', পূর্ব্ব 'ফ্রিশিয়ায়', জর্ম্মান 'প্যালটিনেটের' অন্তর্গত 'হল্‌ষ্টিনে', 'বেলজিয়ামে' ও 'ইংলণ্ডের' পূর্ব্ব কোণস্থিত 'গ্রেন্‌সে' দ্বীপে কৃষকগণ জমির স্বত্বাধিকারী বলিয়া, জমিতে স্বত্বস্বামিত্বহীন ইউরোপের অন্যান্য অংশের কৃষকগণ অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত। এই সকল স্থানের কৃষকগণ সাধুতা, মহত্ব, স্বাধীনতা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সরল ব্যবহারের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইংলণ্ডের 'কর্ণওয়ালের' খনির শ্রমিকগণ ও আমেরিকার হোয়েলারগণ, কারবারের লভ্যাংশ পায় বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট মাহিয়ানার শ্রমিকগণের স্বভাব-চরিত্র অপেক্ষা তাহাদের চরিত্র অনেক উন্নত। একথা রাজকীয় দলিলপত্রেও সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রমজীবী সমিতি সংগঠন, পরিশ্রমলব্ধ লভ্যাংশ বিভাগ—অর্থাৎ শ্রমজাত দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ লভ্যাংশ শ্রমিকগণের পরিশ্রমের পরিমাণ ও মূল্যের অনুপাতে বণ্টন—ইহাই সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহার মধ্যেই তোমাদের মুক্তিলাভের গোপন তথ্য নিহিত রহিয়াছে। এক কালে তোমরা দাস ছিলে, পরে সেবকে পরিণত

হইয়াছিলে ; এক্ষণে হইয়াছ মাহিয়ানার উপার্জ্জক। যদি সত্য সত্যই তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অতি সত্বর তোমরা স্বাধীন উৎপাদক হইতে ও সমিতি গঠন করিয়া ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সকলে সম্বন্ধ হইতে পারিবে।

পরস্পর পরস্পরকে ভালরূপে জানে, ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, এইরূপ জনগণ একত্রে মিলিয়া, কোন কোন মূলনীতির উপর স্বাধীন, স্বেচ্ছাকৃত সমিতি গঠন করিবে। যে সমিতি বাধ্যতা-মূলক—যাহা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞায় গঠিত—যাহাতে ব্যক্তিগত স্নেহ, ভালবাসা ও প্রীতিবন্ধনের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না—যেখানে মানুষকে স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত ইচ্ছার জীব মনে না করিয়া, মাত্র শিল্প উৎপাদনের কলকব্জার মত ব্যবহার করা হয়—সেরূপ সমিতি কখনও সমিতি-পদ-বাচ্য নহে।

তোমাদের প্রতিনিধিগণ গণতন্ত্রের ভ্রাতৃত্বমূলক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তোমরা ইচ্ছা করিলেই, সমিতির কোন অনিষ্ট না করিয়া, উহা ছাড়িয়া যাইতে পারিবে। অত্যাচারপরায়ণ রাষ্ট্রের দ্বারা বা তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদাসীন, স্বেচ্ছাচারে প্রতিষ্ঠিত কোন রাজবংশের দ্বারা তোমাদের সমিতি পরিচালিত হওয়া উচিত নহে।

পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে যে সকল মতবাদিগণের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিল্প বা কৃষি বিভাগের কোন এক শাখার সমুদয় শ্রমিকের সম্মিলনীর মত করিয়া তোমরা তোমাদের সমিতি গঠন করিও না। যাহাদের মতের সঙ্গে তোমাদের মতের মিল আছে, এইরূপ জনগণকে লইয়া তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন

করিবে এবং এই সকল দল একত্রিত করিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবে।

রাষ্ট্রের, এমন কি একটী মাত্র নগরের একই শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে লইয়া একমাত্র উৎপাদক সমিতি গঠন করিলে, পুরাকালের করপোরেশনগুলির অত্যাচারের একচ্ছত্র অধিকারকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা হইবে মাত্র। ইহাতে উৎপাদনকারী স্বেচ্ছামত উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে,—যাহারা ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে থাকিবে,—কতিপয় ব্যক্তির অত্যাচারকে আইনের আকার প্রদান করা হইবে—যে শ্রমিক এইরূপ সমিতির উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হওয়ায় কার্য্য হারাইবে, তাহার আর অন্য কোথাও কার্য্য সংগ্রহ করিবার পথ থাকিবে না,—এবং ইহা কার্য্যে প্রতিযোগীতা নির্ব্বাপিত করিয়া ও নব নব আবিষ্কারের উৎসাহ দূর করিয়া, ক্রমোন্নতির প্রয়োজনীয়তা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে সমিতি সংগঠনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ ফ্রান্সে নানা অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে, নিতান্ত ভয়ে ভয়ে এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়; পরে ইংলণ্ডে ও বেলজিয়ামে ঐ চেষ্টা হইতে থাকে। যেখানে অদম্য উৎসাহ, সুদৃঢ় বিশ্বাস ও স্বার্থ বলি দিবার প্রেরণা লইয়া সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেইখানে উহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ ঘটিয়াছে। সমিতি গঠনের মধ্যেই সমগ্র সমাজ সংস্কারের গুপ্তবীজ নিহিত আছে। তোমাদের অতীত ইতিহাস অবগত হইয়া এবং তোমরা যে চিরকাল সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছ তাহা চিন্তা করিয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা

জের সংস্কার সর্ব্বপ্রথমে ইতালীতেই সুসম্পন্ন হইবে। এই সংস্কার তোমাদিগকে মাহিয়ানার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া, উৎপাদন করিবার নব জীবন প্রদান করিবে।—ইহাতে সকল শ্রেণীর সুবিধা হইবে এবং দেশেরও আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে। বর্ত্তমান প্রথায় মূলধনী যিনি, তিনি সাধ্যমত ধন সংগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণের চেষ্টায় থাকেন; কিন্তু সমিতি গঠন প্রথা প্রচলিত করিতে পারিলে, এরূপ চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তোমরা বরং যাহাতে কার্য্যের বা উৎপাদনের ধারা-বাহিকতা সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে যত্নপর হইবে। বর্ত্তমানে যিনি কর্ত্তা বা প্রধান কর্ম্ম পরিচালক—যিনি কোন বিশেষগুণে গুণবান বলিয়া নহে, বস্তুতঃ মূলধনের অধিকারী বলিয়াই সৌভাগ্যবান—তিনি প্রায়ই অপরিণামদর্শী, অবিমৃষ্যকারী, এবং অনুপযুক্ত; কিন্তু সমিতি প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সভ্যগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইলে, এরূপ ত্রুটি ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। বর্ত্তমানে শ্রমিকদিগকে অনেক সময় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয়, অথচ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রয়োজন মত উৎপন্ন করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে 'খামখেয়ালের' বশবর্ত্তী হইয়া, ও নিতান্ত অন্যায় করিয়া, শ্রমিকগণকে বেতনাদি দেওয়া হয়; এজন্য শ্রমশিল্পের কোন এক শাখায় শ্রমিকগণের আধিক্য ঘটিয়া থাকে, অথচ অন্য শাখায় উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমিকের অভাব লক্ষিত হয়। বেতন পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট বলিয়া, কোন শ্রমিকই কার্য্যে যথাসাধ্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করে না, অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে, উৎপাদনের সমতা রক্ষার বা উৎকর্ষ বিধানের সকল অন্তরায় অন্তর্হিত হইবে।

সমিতির কোন অনিষ্ট না করিয়া, প্রত্যেকেরই উহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে ; নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কিম্বা ততোধিক প্রয়োজন বোধে পদচ্যুত করিবার সর্ত্তে, সমিতির পরিচালক নির্ব্বাচন করিবার অধিকার সভ্যগণের থাকিবে। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, উহার মূলধনের অংশমত টাকা জমা না দিয়াও, যে কেহ স্বাধীন ভাবে উহাতে যোগ দিতে পারিবে ; কিন্তু সাধারণ তহবিলের মঙ্গলের জন্য, তাহাকে তৎকালে অনুমতি দিতে হইবে যে, প্রথম বৎসরের লভ্যাংশ হইতে ঐ টাকা কাটিয়া রাখা যাইবে। সকলের সম্মিলিত মূলধন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ মূলধন কোনও কালেই ভাগ করিয়া লওয়া চলিবে না। জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী সকল সভ্যকেই মাহিয়ানা দিতে হইবে। প্রত্যেকেরই তাহার কার্য্যের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত যন্ত্রাদি সরবরাহ করিতে হইবে। যদি তোমরা বর্ত্তমানের আত্মত্যাগ দ্বারা, তোমাদের শ্রেণীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে উল্লিখিত সাধারণ নীতি গুলির উপরেই উহা গঠন করিতে হইবে। ঐ সকল নীতির বিষয় বিষদভাবে বলিতে গেলে, প্রত্যেকটীর জন্য এক একটী পৃথক পৃথক অধ্যায় লিখা প্রয়োজন হইয়া পড়ে ;—বিশেষতঃ যে নীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সকলের সম্মিলিত মূলধনকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে, তাহার জন্য একটী পূর্ণ অধ্যায় লেখা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রমজীবী সমিতি কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা বিশ্লেষণ করা আমার এই গ্রন্থের

উদ্দেশ্য নহে। যদি ভগবানের ইচ্ছায় আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে হয়ত বা তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়া, ঐরূপ একখানি পৃথক গ্রন্থ লিখিব। কিন্তু স্থির জানিও যে, তোমাদের জন্য যে সকল বিধি-নিয়ম আমি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, সে সকলই আমি গভীর আন্তরিকতার সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি; এজন্য উহারা সকলেই তোমাদিগের অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখার উপযুক্ত।

সমিতি গঠনের কথা বলিলাম; এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উপযুক্ত মূলধন কোথায়?—যে মূলধন লইয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা আসিবে কোথা হইতে?

এ বড় গুরুতর প্রশ্ন; কিন্তু যে ভাবে ইহাকে আলোচনা করিবার আমার ইচ্ছা আছে, এ ক্ষেত্রে আমি সে ভাবে করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তথাপি তোমাদিগকে তোমাদের আপন আপন কর্ত্তব্য ও অপরাপরের কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিব।

মূলধন প্রধানতঃ তোমাদের নিকট হইতেই সংগৃহিত হইবে; তোমরা যৎসামান্য যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পার, তাহাই স্বার্থত্যাগে অনুপ্রাণিত হইয়া মূলধনের নিমিত্ত দান করিবে। তোমাদের অধিকাংশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা আমি ভালরূপেই জানি; কিন্তু তোমাদের মধ্যেও এমন দুই চারজন আছে, সৌভাগ্যবশতঃ যাহাদের কর্ম্ম অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং মাহিয়ানাও সন্তোষজনক বলিয়া যাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, এইরূপ দশ পনের জন ব্যক্তি, খুব হিসাব করিয়া খরচ চালাইয়া নিজেদের কার্য্যে আরম্ভ করিবার মত সামান্য মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

তোমরা যে একটা পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যাইতেছ—তোমরা যে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে মুক্তি লাভের উপযুক্ত—এইকথা মনে রাখিয়া, তোমাদিগের অর্থ সঞ্চয়ে আগ্রহবান হওয়া উচিৎ। তোমাদিগকে আমি এমন অনেক শিল্প সমিতির নাম বলিতে পারিতাম যাহারা বর্ত্তমানে আর্থিক বলে বলীয়ান হইলেও, প্রথমতঃ অতি সামান্য মাত্র মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই ইংলণ্ডেই সামান্য কয়েকজন শ্রমিক দৈনিক এক পেনি করিয়া দিয়া প্রথমে যে সমিতি গঠন করে, আজ সেই সমিতি প্রচুর মূলধনের অধিকারী। 'ফ্রান্সে' এবং অন্যান্য দেশে কোন কোন শ্রমিক সম্প্রদায় এই উদ্দেশ্যে কিরূপ বীরের মত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, সে সমস্ত কথাও বলিতে পারিতাম। বর্ত্তমানে ঐ সকল সমিতি প্রচুর মূলধনের অধিকারী। (১) সুদৃঢ় সঙ্কল্প

---

(১) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শতাধিক শ্রমজীবী পিয়ানো তৈয়ারী করিবার জন্য এক সমিতি গঠন করে। এ কার্য্যে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন বলিয়া, তাহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া ৩,০০,০০০, ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সাময়িক সাহায্য-ঋণ প্রার্থনা করে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ঐ ঋণ দেন না। সে জন্য সমিতি উঠিয়া যায়। কিন্তু ঐ সমিতির মাত্র চতুর্দ্দশজন শ্রমিক সমস্ত বাধা-বিপত্তি অবহেলা করিয়া ও আপনাদের পরিশ্রমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, কারখানা স্থাপনে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হইল। তাহাদের টাকাত ছিলই না, আবার এরূপ সুনামও ছিল না যাহাতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের আপন আপন শক্তির উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

ইহাদের কয়েকজন এই নূতন সমিতিতে ২০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের যন্ত্রপাতি ও জিনিষ পত্র লইয়া আসিল। কিন্তু কার্য্য চালাইবার মত মূলধনের বিশেষ আবশ্যক; এ জন্য ঐ চতুর্দ্দশ জন সভ্যের প্রত্যেকেই অতিকষ্টে ১০ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিল। বাহিরের আরও কয়েকজন শ্রমজীবী ঐ যৎসামান্য মূলধনে সাধ্য মত কিছু কিছু দান করিল। ইহাদের সঙ্গে সমিতির কোনই সম্বন্ধ ছিল না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে ২২৯ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেণ্টাইমস্ মূলধন

যদি শুভকার্য্য সম্পাদনের জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তবে তাহা সকল প্রকার বাধা-বিপত্তিকেই পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তোমরা প্রত্যেকেই সঞ্চয় করিয়া,—কাঁচা মালে, যন্ত্র পাতিতে বা নগদে যৎসামান্য কিছু অর্থ মূলধনের উদ্দেশ্যে দান করিতে পার। যদি তোমরা চরিত্রবত্তায় অপরাপরের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের আত্মীয়স্বজন বা শ্রমিক বন্ধুবান্ধবের নিকট কিছু কিছু ঋণ পাইলেও পাইতে পার। তাহারা ঋণ দানের জন্য সমিতির অংশীদার হইয়া উহার লভ্যাংশ পাইবে, কিন্তু প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর কোন সুদ পাইবে না। অনেক শিল্পকার্য্যের কাঁচামালের মূল্য অতি কম হইলেও, স্বাধীন ভাবে ঐ শিল্প কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। তোমরা যদি ঐ মূলধন সংগ্রহের জন্য কৃতসঙ্কল্প হও, তাহা হইলে তাহার উপায়ও তোমাদের মিলিবে। যদি তোমরা তোমাদের আপন আপন পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থদ্বারা এবং অপরাপরের শ্রদ্ধাদত্ত ঋণ গ্রহণ করিয়া, ঐ মূলধনের সংস্থান করিতে পার, তাহা হইলে তাহাই সর্ব্বোত্তম হইবে। যেমন যে

এইরূপে সংগৃহিত সম্মিলিত তহবিল কার্য্য আরম্ভ করিবার বা শিল্প উৎপাদনের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামান্য সামান্য ব্যয় সঙ্কুলান করিবার পক্ষে নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত ছিল। এ জন্য সমিতির সভ্যগণ মাহিয়ানা লইতে পারে এরূপ কোন অর্থই ছিল না। দুই মাসের অধিক কার্য্য করিয়াও কেহ আধপেনি করিয়া মাহিয়ানা লইতে পারিল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ সঙ্কট সময়ে বাঁচিল কি করিয়া?—কার্য্য না মিলিলে শ্রমিকের দিন যেরূপে কাটিয়া থাকে, তাহাদেরও সেইরূপেই কাটিল। কেহ কেহ বা যে সকল শ্রমিকের কর্ম্ম ছিল, তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইল, কেহ কেহ বা গৃহস্থালির তৈজসপত্র একে একে বিক্রয় করিয়া ফেলিল বা বন্ধক রাখিল।

জাতি নিজের রক্তদিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করে, সেই তাহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমনই তোমাদের সমিতি যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম ও সাধ্যমত সঞ্চয় করিয়া, আপনার মূলধন আপনি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে অন্যান্য উপায়ে সংগৃহিত মূলধন অপেক্ষা, ঐ মূলধনে অধিক লাভ করিতে সমর্থ হইবে; এবং ঐ লাভের বিশেষ কোন হানি ঘটিবারও সম্ভাবনা থাকিবে না। সাধারণতঃ এইরূপ হইতেই দেখা যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, ফ্রান্সে যতগুলি শ্রমজীবী সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের কেহই, যে সকল শ্রমিক সমিতি সভ্যগণের স্বার্থত্যাগের দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের মত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

তোমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে বলিতেছি, কারণ আমি তোমাদিগকে প্রকৃতই ভালবাসি। যাহারা তোমাদের

ইতিমধ্যে দুই একটী পিয়ানো তৈয়ারী শেষ হওয়ায়, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে তাহার মূল্য মিলিল। যুদ্ধের প্রথম বিজয় লাভের দিন যেরূপ মহানন্দের, ঐ দিনটী তাহাদের সেইরূপ হইল। মূল্যের টাকা আদায় করিয়া যখন তাহারা তাঁহাদের পূর্ব্বের সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া দিল, তখন দেখা গেল যে উদ্বৃত্ত অর্থ সভ্যগণের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইলে, এক এক জনের ভাগে ৬ ফ্রাঙ্ক, ৬১ সেণ্টাইমস্ করিয়া পড়ে। সকলে মিলিয়া এইরূপ স্থির করিল যে, তাহারা প্রত্যেকে মাত্র ৫ ফ্রাঙ্ক করিয়া মাহিয়ানা লইবে; বক্রি অর্থ ব্যয় করিয়া সমিতির সভ্য ভ্রাতৃগণের প্রীতিভোজের আয়োজন করা হইবে। এই চতুর্দ্দশজন সভ্যের অনেকেই সুদীর্ঘ এক বৎসর কালের মধ্যে একদিনও কোনরূপ সুখাদ্যের আস্বাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই আপন আপন পরিবারবর্গসহ এই প্রীতিভোজে সম্মিলিত হইল। প্রত্যেক পরিবারের পানভোজনের ব্যয় পড়িল ১৬ পেন্স করিয়া।

দুর্ব্বলতাকে প্রশংসা করে, বা তাহার গুরুত্ব লাঘব করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা তোমাদিগকে মৌখিক ভালবাসা দেখায় মাত্র; বস্তুতঃ তাহাদের মত হীনচেতা ব্যক্তি আর নাই। এই গ্রন্থের আদি হইতে এ পর্য্যন্ত তোমাদিগকে আমি তোমাদের কর্ত্তব্যের কথাই বলিয়া আসিতেছি; এজন্য এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, তোমাদের প্রতি অপরাপরের কোন কর্ত্তব্যই নাই। সৌভাগ্য বশতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাঁহাদের এই কথাটী বুঝিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বসাধারণের মুক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের একটা অংশ বিশেষ; তাহা তাঁহাদের ইচ্ছার অনুকূলে বা প্রতিকূলে, যে ভাবেই হউক, অবধার্য্যরূপে সুসম্পন্ন

আরও একমাস ধরিয়া কেহই সপ্তাহে ৫ ফ্রাঙ্কের বেশী মাহিয়ানা লইতে পারিল না। সঙ্গীতপ্রিয় কিম্বা "ফটকা বাজ" এক রুটীওয়ালা, জুন মাসে প্রস্তাব করিল যে, সে একটী পিয়ানো লইবে; কিন্তু উহার মূল্য নগদ না দিয়া, ঐ মূল্যের রুটী সরবরাহ করিবে। সমিতি হইতে তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। পিয়ানোর মূল্য নিষ্পত্তি হইল ৪৮০ ফ্রাঙ্ক। সমিতির পক্ষে ইহা একটী বিশেষ সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। কারণ ইহাতে সভ্যগণের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্যটীর সংস্থান হইল। রুটীর মূল্য মাহিয়ানার হিসাবের মধ্যে ধরা হইল না। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহাকে সেইরূপ রুটী দেওয়া হইতে লাগিল। যাহারা বিবাহিত, তাহাদেরও পরিবারের আবশ্যক মত রুটী মিলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সমিতির সভ্যগণ সকলেই কর্ম্মদক্ষ হইয়া উঠিল এবং সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর তাহাদের যে সকল বাধা-বিপত্তি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল, তাহা দূর হইল। ব্যবসায়ের খাতা পত্রে ঐ সমিতির উন্নতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, প্রত্যেক সভ্য সপ্তাহে দশ, পনের বা বিশ ফ্রাঙ্ক করিয়া মাহিয়ানা লইতে লাগিল; তথাপি সমুদায় লভ্যাংশ তাহাতে ব্যয় হইত না। প্রত্যেক সভ্যই নিজে যে অর্থ লইতে লাগিল, তদপেক্ষা অধিক অর্থ সম্মিলিত

হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই—বিশেষতঃ যাঁহারা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারা—ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। যদি তোমরা তোমাদের সকলের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও উদ্দেশ্যের সাধুতা সপ্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তোমাদিগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে তোমাদের সমিতি গঠনের ইচ্ছা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র নহে, বস্তুতঃ তাহা তোমাদের অধিকাংশের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,—তখনই তাঁহারা তোমাদিগের ঋণলাভের সুযোগ করিয়া দিবেন ;—তাঁহারা তাহা করিতেও সমর্থ। হয়ত ঐ উদ্দেশ্যে তাঁহারা এরূপ "ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করিবেন, যেখান হইতে সম্মিলিত শ্রমিক সমিতির ভবিষ্যৎ কার্য্যোন্নতি লক্ষ্য করিয়া, সেই

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের খাতাপত্রে নিম্ন লিখিত মত হিসাব দেখা যায়। তখন সমিতির সভ্য সংখ্যা বত্রিশ ; কারখানার ভাড়া দিতে হইত ২০০০ ফ্রাঙ্ক করিয়া, তথাপি উহাতে স্থান সঙ্কুলান হইত না।

কলকব্জা ইত্যাদির মূল্য	=	৫,৯২২ ফ্রাঙ্ক	৬০ সেণ্টঃ।
তৈয়ারী দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালের মূল্য.........	=	২২,৯১২ "	২৮ "।
নগদ তহবিল	=	৩,৫৪১ "	— "।
অনাদায়ী টাকা (অধিকাংশই আদায় যোগ্য)—	=	৫,৮৬১ "	৯০ "।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে সমিতির হাতে ৩৮,২৩৬ ফ্রাঙ্ক ৭৮ সেণ্ট ছিল। তন্মধ্যে ৪,৭৩৭ ফ্রাঙ্ক ৮০ সেণ্ট কয়েক ব্যক্তির নিকট জিনিষের মূল্য বাকী মধ্যে ধার ও ১,৬৫০ ফ্রাঙ্ক অপরাপর ৮০ জন পিয়ানো ব্যবসায়ী বন্ধুভাবাপন্ন শ্রমিক, এই সমিতির প্রথমাবস্থায় ধার দিয়াছিলেন, একুন ৬,৩৮৭ ফ্রাঙ্ক ৮০ সেণ্ট বাদ ৩১,৯০৮ ফ্রাঙ্ক ৯৮ সেণ্ট সমিতির সে সমুদয়ের মূলধন।

কার্য্যের জামিনে ঋণদান করা হইবে ;—অথবা তাঁহারাই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া, তাহাতে তোমাদিগকে লভ্যাংশের অংশীদার রূপে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করা যদিও তোমাদের নিজেদের সমিতি গড়িয়া কার্য্য করিবার মত শ্রেয় নহে, তথাপি বর্ত্তমানের মাহিয়ানা লইয়া কার্য্য করা অপেক্ষা অনেকগুণে উত্তম। ইহাতে তোমরা তোমাদের স্বাধীন সমিতি গঠনের উপযুক্ত মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতে পার। যে ব্যাঙ্কের কথা আমি বলিলাম, অপরাপর দেশ অপেক্ষা 'বেলজিয়ামে' ঐ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক অধিক সংখ্যায় বর্ত্তমান। সেখানে উহাদিগকে "ব্যাঙ্কস্ অব্ অ্যান্টিসিপেশন্" অথবা "পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কস্" নামে অভিহিত করা হয়। 'স্কট্‌ল্যাণ্ডে' যে ব্যক্তি সাধুতায় সর্ব্বজন সুপরিচিত, তাঁহাকে তাঁহারই মত সুপরিচিত অপর এক ব্যক্তির জামিনে ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে অনেক কারখানার মালিক কারবারের লভ্যাংশের ভাগ শ্রমিকগণকে দিবার ব্যবস্থা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

রাষ্ট্র বা গবর্ণমেণ্ট যতক্ষণ শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব ক্রমোন্নতি বিধানে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণই ন্যায়সঙ্গত। তোমাদিগের নিকট রাষ্ট্রের বা গভর্ণমেণ্টের একটী ঋণ পরিশোধ করিবার আছে। গভর্ণমেণ্ট যদি সত্য সত্যই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট হয়—যদি তাহা স্বাধীন ও সম্মিলিত জনগণের শাসনতন্ত্র হয়—তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ঋণ পরিশোধ ব্যাপার অতি সহজ হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারে সাহায্য করিতে পারে এবং ঐ সাহায্য পাইলে সহজেই সামাজিক সমস্যা সমাধান করা যায়। এই ভাবে সমাজ-সংস্কার করিতে কাহারও সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে হইবে না—কাহারও উপর উৎপীড়ন করিতে হইবে না—নাগরিকদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত ধনৈশ্বর্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না—সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্যেও বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে না। শ্রেণী-বিদ্বেষ যেরূপ নিতান্ত অসঙ্গতসঙ্গত এবং দুর্নীতিপূর্ণ, সেইরূপ জাতীয়তার পক্ষেও মারাত্মক। স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, এই শ্রেণী বিদ্বেষের জন্যই, বর্ত্তমানে ফরাসীদের ক্রমোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত উপায়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে :—

গভর্ণমেণ্ট তাহার কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সমিতিগুলিকে সাধারণের নিকট প্রকাশ্যভাবে প্রশংসা করাইয়া, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভায় ঐ সকল সমিতির মূলনীতিগুলির আলোচনা করিয়া এবং উল্লিখিত ভিত্তির উপর যে সকল সমিতি সংস্থাপিত তাহাদিগকে আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, সমিতি-গুলির স্বপক্ষে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের ও সংবাদ আদান-প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে এবং উৎপন্ন শস্যের স্বাধীন আমদানী রপ্তানীর বর্ত্তমানের প্রতিবন্ধক-গুলির মূলোচ্ছেদ করিয়াও দিতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট সাধারণ গোলাঘরের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমিতিগুলির দ্রব্যাদি তথায় জমা লইবার বন্দোবস্ত করিতে পারে। ঐ দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে, যে সমিতি যে দ্রব্য রাখিয়াছে তাহাকে তাহার জন্য দলিল বা জামিনপত্র প্রদান করিতে পারে, যাহাতে সে উহা ব্যাঙ্ক বিলের মত ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা পাইতে পারে। এইরূপ করিতে পারিলে, সমিতিগুলি বরাবর তাহাদের কারবার চালাইতে পারিবে এবং দায়ে পড়িয়া যে কোন মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, আপনাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার মত দুরবস্থায় তাহাদের কথনও পতিত হইতে হইবে না।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠানকে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ "পাবলিক ওয়ার্কসের" সুবিধা দিয়া থাকে, সমিতিগুলিকেও সেইরূপ সুবিধা

গভর্ণমেণ্ট আইনের ধারাগুলি সরল করিয়া দিতে পারে। বর্ত্তমানে ঐগুলি নিতান্ত জটিল বলিয়া, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অনধিগম্য ও সর্ব্বনাশজনক।

গভর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির দান বিক্রয় সুবিধা-জনক করিয়া দিতে পারে।

বর্ত্তমানে যেরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর আদায়ের প্রথা প্রচলিত আছে তাহা আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া, আয়ের উপর একটী মাত্র কর নির্দ্ধারণ করিতে পারে। জীবন সর্ব্বত্র সকল সময় পবিত্র—এই নীতি আইন দ্বারা সমর্থন করিতে পারে। জীবন ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না;—উন্নতি লাভ ঘটে না কিম্বা কর্ত্তব্য সম্পাদনও সম্ভব হয় না; এ জন্য জীবন ধারণের উপযোগী অর্থের অধিক আয় না হইলে, কোন প্রকার করই আদায় করা উচিৎ নহে।

জনসাধারণকে সাহায্য করিবার এইরূপ আরও অনেক উপায় আছে, যথা দেবস্থান সমূহের ধনসম্পত্তি সাধারণের করিয়া লওয়া বা বাজেয়াপ্ত করা। এ বিষয় এক্ষণে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু জাতি যখন সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার ও সকলের সমবেত উন্নতির ভার গ্রহণ করিবে, তখন ঐ কার্য্য নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে। ইহাতে প্রচুর ধনসম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে আসিবে। মনে কর, যে সকল জমি উর্ব্বর ও চাষ-আবাদের উপযুক্ত, অথচ বর্ত্তমানে উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই সকলের বন্দোবস্ত করিয়া যে অর্থের সমাগম হইবে, সেই অর্থ যদি ঐ ধনসম্পত্তির সহিত যুক্ত হয়, এবং 'রেল লাইন' ও অন্যান্য সম্মিলিত ব্যবসা, যে সকলের পরিচালন ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব রাষ্ট্রের

হাতে রাখিতে হইবে,—সেই সকল ব্যবসায়ের আয়ের টাকা, সঙ্ঘ সমুহের (Commune) অধিকারভুক্ত স্থাবর সম্পত্তির * মূল্য, ওয়ারিশ বিহিন সম্পত্তির মূল্য,—এইরূপ সম্পত্তি চতুর্থ-পুরুষ পর্য্যন্ত কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে, রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত—এবং আরও অন্যান্য উপায় লব্ধ অর্থ—যে সকলের কথা এখানে বিবৃত করা নিস্প্রয়োজন—যদি এক সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহা হইলে কিরূপ প্রচুর অর্থ একত্রিত হওয়া সম্ভব। মনে কর যদি এইরূপে একত্রিত প্রভূত অর্থে জাতীয় ধনভাণ্ডার খোলা হয়, এবং উহা যদি সমস্তদেশের শুধু নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি বিধানে নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে দেশের কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব? এই জাতীয় ধনভাণ্ডার হইতে উপযুক্ত মত অর্থ লইয়া এবং যাহাতে উহার অপব্যয় না হইতে পারে তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, ঋণ দিবার কি একটী পৃথক ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা যায় না? এই ধনভাণ্ডার হইতে, যে সকল শ্রমজীবীসমিতি পূর্ব্ব বর্ণিত মূলনীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সচ্চরিত্রতা ও কর্ম্মদক্ষতার জামিনে, শতকরা দেড় টাকা কিম্বা দুইটাকা হার

---

* সঙ্ঘ সমুহের সম্পত্তি আইনতঃ সঙ্ঘের, কিন্তু নৈতিক হিসাবে সঙ্ঘের অভাবগ্রস্থ সভ্যবৃন্দের। উল্লিখিতরূপ বলিবার উদ্দেশ্য আমার ইহা নহে যে, ঐ সম্পত্তি সঙ্ঘের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে; আমার উদ্দেশ্য উহাকে সঙ্ঘের দরিদ্র জনগণের সাহায্যের নিমিত্ত মাত্র করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে, ঐ সকলের কর্ম্মপরিচালক, সঙ্ঘের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, ঐ

সুদে কি আবশ্যক মত ঋণ দেওয়া যায় না? এইরূপ ধনভাণ্ডারের সমুদায় টাকা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কার্য্যের জন্যও সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে—মাত্র এক পুরুষের জন্য রাখিতে চলিবে না। এইরূপে ঋণ দিতে থাকিলে, ক্ষতি যে একেবারেই হইবে না, তাহা নহে; তবে যেরূপ ভাবে এই কার্য্য চালাইতে হইবে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে।

এইরূপ ঋণদানের ভার, গবর্ণমেণ্ট বা কোন সেণ্ট্রাল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্য ঐ প্রতিনিধি সভার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষন করিবেন। বিভিন্ন শ্রেণী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া ও নাগরিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত কর কোন এক শ্রেণীকে 'একচেটীয়া' করিয়া লইতে না দিয়া, উহাকে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা বিধানের জন্যই ব্যয় করা উচিত। এইরূপ এবং অন্যান্য যে সকল উপায়ের কথা এখানে বলা হইল তদ্বারা, যথা:— সকলকে ঋণ দিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া, দিন দিন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ বিধান করিয়া, সুদের হার নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দিয়া এবং কার্য্যের উন্নতি বিধান ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত উৎপাদকদিগের কর্ম্মানুরক্তি ও কর্ম্মোৎসাহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যেরূপ কতিপয় ব্যক্তির হস্তে মাত্র ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে ও উহার যেরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত

তোমাদের জাতীয়তা এবং এই জাতীয়তাই সমুদায় দ্রব্য উৎপাদনের ও তাহার ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবার একমাত্র কর্ত্তা হইবে। হে ইতালীয় শ্রমিকবৃন্দ! ইহাই তোমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিপি। তোমরা ইচ্ছা করিলেই এইরূপ অবস্থা অতি সত্বর আনয়ন করিতে পার। সর্ব্বপ্রথমে তোমরা তোমাদের স্বদেশকে আপনার করিয়া লও;—সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রায় অনুযায়ী শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর—যাহাতে স্বদেশ তোমাদের সকলের সমষ্টিগত জীবনের জীবনবেদ ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত করিতে পারে। সুবিশাল সার্ব্বজনীন জনসঙ্ঘে তোমরা একতাবদ্ধ হইয়া উঠ,—যাহাতে তোমাদের কথা, মাত্র কয়েক ব্যক্তির কথা না হইয়া, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কথা হইয়া দাঁড়ায়। সত্য ও ন্যায় তোমাদের পক্ষে, সম্মিলিত জাতি তোমাদের কথা অবশ্য শুনিবে।

কিন্তু সাবধান! যে ব্যক্তি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র ইউরোপের ঘটনা পরম্পরার গতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, তাহার কথায় বিশ্বাস রাখিও। পবিত্রতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বহুতর প্রতিষ্ঠানকে সফলতা লাভের পূর্ব্ব মুহুর্ত্তে, মাত্র মানবগণের দুর্নীতির জন্য সে ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। বিশ্বাস করিও যে, তোমরা আপনারা উন্নত হইয়া উঠিতে না পারিলে, কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না;—বিশ্বাস করিও যে স্বার্থত্যাগ, পরিশ্রমশীলতা ও সহচরগণে প্রীতি, এই সকল সদ্গুণের অনুশীলন করিয়াই তোমরা তোমাদের যাবতীয় অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পার—উহাদের অনুশীলন না করিয়া তোমরা কখনও ঐ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না। যে যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছ ও যে যে কর্ত্তব্য এখনও পালন করিতে

হইবে, সেই সেই কর্ত্তব্যের নামে যদি তোমরা ঐ সকল অধিকার লাভ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই তোমরা উহা অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের স্বার্থের নামে, অথবা জড়বাদিগণ তোমাদিগকে সুখ-সচ্ছন্দতার যে অধিকারের কথা বলিয়া থাকেন, সেই অধিকারের নামে, উক্ত অধিকারগুলি করায়ত্ত করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের আর্থিক অবস্থার সাময়িক উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে তোমাদিগকে অতিভয়ঙ্কর নিরাশা সমুদ্রের অতল জলে নিমজ্জিত হইতে হইবে। যাহারা আজ তোমাদিগকে আর্থিক উন্নতি ও পার্থিব সুখের আশা দিতেছে, কাল তাহারা তোমাদিগের বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। তাহারা তাহাদেরই আর্থিক উন্নতি কামনা করিয়া থাকে, এবং তাহা লাভ করিবার জন্যই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইতে আইসে; কারণ তোমরা শক্তিশালী, আর তাহাদেরও বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার আছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা তোমাদের সাহায্যে ঐ সকল উত্তীর্ণ হইয়া অভীপ্সিত সম্পদ লাভ করিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তে ঐ সম্পদ একা একা শান্তিতে ভোগ করিবার জন্য তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। ইহাই বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস এবং এই অর্দ্ধ শতাব্দীকে সকলে বস্তুতান্ত্রিক আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে।

এই ইতিহাস মানবের দুঃখকষ্ট ও রক্তপাতের ইতিহাস। আমি ঐরূপ ব্যক্তিগণকে দেখিয়াছি।—তাহারা ঈশ্বর, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য ও আত্মত্যাগের পবিত্রতা—সকলই অস্বীকার করিয়াছে। —মাত্র সুখ-সচ্ছন্দতা, ও ভোগ-বিলাসের কথা প্রচার করিয়াছে।

নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করিয়াছে এবং আমাদের মত অভিনব বিশ্বাসে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। আমরাও নিতান্ত মূঢ়ের মত তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া আসিয়াছি। যে মুহূর্ত্তে তাহারা বিজয় লাভ করিয়াছে, অথবা ভীরুর মত সন্ধি-স্থাপন করিয়া নিজেদের সুখ শান্তির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং পর মুহূর্ত্ত হইতেই আমাদের প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতি সামান্য কয়েক বৎসরের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াই তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তব্যের বিধি অনবগত থাকিয়া, এবং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মানব জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, তাহারা কেন আজীবন স্বার্থত্যাগ করিতে যাইবে? আমি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি যে, এই সকল দার্শনিক প্রচারিত বস্তুতান্ত্রিক-তায় শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া, জনসাধারণের সন্তান-সন্ততিগণ তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া, ভবিষ্যতকে উপেক্ষা ও স্বদেশের নিকট কৃতঘ্নতা করিয়া—হয়ত বা বিদ্রোহের পথে পার্থিব সম্পদ লাভ করিতে পারিবে—নিতান্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় এইরূপ দুর্নীতি-মূলক আশা-মরিচিকায় বিভ্রান্ত হইয়া, বিপথগামী হইয়াছে। ২রা ডিসেম্বরের কথা মনে পড়ে। ঐ দিনের বিজয়োৎসবে ফরাসী শ্রমজীবীদিগকে আমি নিরপেক্ষ দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। কারণ তাহাদের সামাজিক সকল প্রশ্নের সমাধান আর্থিক উন্নতি সম্পাদনে পর্য্যবসিত করা হইয়াছিল; যাহারা তাহাদের স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল,

মধ্যে প্রচার করিয়া আসিয়াছিল, সে সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ তাহারা অপহৃত স্বাধীনতার জন্য পরিতাপ করিতেছে—আজও তাহারা প্রতিশ্রুত সম্পদ লাভ করিতে পারে নাই। আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া, গভীর বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি যে এরূপেসম্পদ লাভ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া, কোন একমাত্র বিধিতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, নৈতিক বল ও আত্মত্যাগের শক্তি বিসর্জ্জন দিয়া, যদি তোমরা—যাহারা ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে, যাহারা সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে জানেনা, যাহারা ধর্ম্ম-জীবন যাপন করে না, যাহারা নিজেদের কর্ম্মপদ্ধতির অন্ধ মোহে অন্য কিছু দেখিতে পার না—এইরূপ জনগণের জাগরণের সঙ্গে যোগ দিয়া বিপথে ধাবিত হও, তাহা হইলে তোমরা কোনও কালেই সকল-কাম হইতে পারিবে না। ঐরূপে তোমরা বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পার বটে কিন্তু যে সত্য ও সুমহান বিপ্লবকে তোমরা ও আমি আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা কখনই আনিতে পারিবে না ;—সে মহাবিপ্লব যদি আত্ম-সর্ব্বস্ব জনগণের দুঃস্বপ্ন মাত্র হইয়া না উঠে—যদি তাহা প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত না হয়—তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মকার্য্যই হইবে।

সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সাধনের মূলগত সর্ব্বপ্রথম আশা ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—তোমাদিগকে ও অপরকে উন্নত করা। গৃহ নূতন করিয়া গড়িয়া সুসজ্জিত করিয়া লইলেই, ঐ গৃহবাসী মানবের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় না। সে গৃহে যদি মুক্ত ব্যক্তির আত্মা আশ্রয় না পাইয়া, মাত্র দাসের দেহ অবস্থান করিতে

পরিচ্ছন্ন ও নানাবিধ বিলাস সজ্জায় সজ্জিত সেরূপ গৃহ শুভ্র সমাধি-স্তম্ভ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যদি তোমরা তোমাদের সমিতিকে উন্নততর দ্রব্য উৎপাদনের ও সকলের সমবেত অবস্থার উন্নতির প্রধান সহায়রূপে প্রমাণ করিতে না পার, তাহা হইলে বেতন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তে সমিতি গঠন করিয়া লইতে তোমরা তোমাদিগের সম্প্রদায়কে কখনও প্রণোদিত করিতে পারিবে না। তোমরা সাধুতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগের শক্তি এবং আপন আপন কার্য্যে অনুরক্তি দেখাইয়াই কেবল প্রমাণ করিতে পার যে, তোমরা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাহাকে যথাযথ-ভাবে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম। ক্রমোন্নতি লাভের জন্যও তোমা-দিগকে দেখাইতেই হইবে যে তোমরা উহা লাভ করিতে সমর্থ।

তিনটী বিষয় পবিত্র—ইতিবৃত্ত, ক্রমোন্নতি ও সমিতি। বিশ বৎসর পুর্ব্বে আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম—"বিশ্ব-মানবতার ইতিহাসের মধ্যে যুগযুগান্ত ধরিয়া ঈশ্বরের যে মহাবাণী ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে আমি বিশ্বাস করি। এই বাণী আমাকে বলিয়া দেয় যে,—পরিবার, জাতি ও মানবতা—এই পরিধি তিনটীর মধ্যে ব্যক্তিকে সার্ব্বজনীন এক উদ্দেশ্যে পৌছিবার জন্য, নিজের ও অপরসাধারণের নৈতিক উন্নতি বিধান করিবার জন্য, বা অপর সাধারণের সাহায্যে ও অপর সাধারণের নিমিত্ত নিজের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য—কার্য্য করিতে হইবে।—ইহা আমাকে বলিয়া দেয় যে—বাস্তব জগতে ব্যক্তির কর্ম্মশীলতার নিদর্শন বিষয়সম্পত্তি; যেরূপ ব্যক্তির ভোট দানের অধিকারে ... প্রামাণিক হওয়া উচিত যে, সে যাহা পরিচালনে কতখানি

ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাস্তব-জগতের পরিবর্ত্তন বিধানে সে কতখানি অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে।—ইহা আমাকে বলিয়া দেয় যে, ব্যক্তি তাহার সর্ব্বপ্রকার অধিকার ঐ পরিধিত্রয়ে কতখানি লাভ করিয়াছে দেখিয়াই ভগবান তাহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।—ইহা আমাকে বলে যে, এই সকল বিষয় মানব স্বভাবের মূলে থাকায়, ক্রমাগত ইহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে; যে অবিনশ্বর আদর্শ আমাদিগের আত্মায় অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় মাত্র, সে মহা আদর্শের দিকে মানবগণ যুগে যুগে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাদের স্বভাবগত ঐ বিষয়গুলিরও তদনুপাতে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। 'কমিউনিজম্' মতবাদীদিগের দুঃস্বপ্ন বা ব্যক্তির সমুদায় বিশেষত্বের উচ্ছেদ করিয়া, তাহাকে এক সম্মিলিত সমাজের মধ্যে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিবার সঙ্কল্প, মানবসমাজের আকস্মিক ও সাময়িক মানসিক উত্তেজনা ভিন্ন অধিক আর কিছু হইতে পারে নাই। এইরূপ উত্তেজনা অত্যধিক মানসিক ও নৈতিক অবনতির সময়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রিশ্চিয়ানদের সন্ন্যাসাশ্রমের (Convent) মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভিন্ন, ঐরূপ সঙ্কল্প কখনও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর সৃষ্ট জীবগণের জীবন দিন দিন ক্রমোন্নত হইয়া উঠিবে; চিন্তা এবং কার্য্যও দিন দিন ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। এই ক্রমোন্নতি যে অতীত কালেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি মনে করি না; বরং বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যতে ইহা অধিকতর সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিবে। আমি বিশ্বাস করি যে, ভবিষ্যতে কিরূপ উন্নতি লাভ ঘটিবে তৎসম্বন্ধে

আবশ্যকতা নাই—বর্ত্তমানে প্রয়োজন শুধু প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিয়া, মানবের ক্রমোন্নতি লাভের সকল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার—যাহাতে মানবগণ উহা লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, মানবের স্কন্ধে পার্থিব সুখের বোঝা চাপাইয়া দিয়া ও সুখসম্ভোগরূপ কঠোর বিদ্রূপের আদর্শ তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে কখনও অধিকতর উন্নত করা যায় না—অধিকতর ভালবাসার পাত্র করিয়া তুলা যায় না—অধিকতর মহৎ বা স্বর্গীয় গুণাবলিমণ্ডিতও করা যায় না; আমি বিশ্বাস করি যে ক্রমোন্নতি লাভ করিবার একটী মাত্র উপায় আমাদের হাতে আছে—সেটী সমিতি। উৎপাদিকা শক্তির ক্রিয়া বহুগুণে বর্দ্ধিত হয় বলিয়াই যে সমিতিকে এরূপ বলিতেছি তাহা নহে, বস্তুতঃ মানবাত্মার বিভিন্ন বিকাশকে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-বন্ধনে আনয়ন করে এবং ব্যক্তির জীবনকে সঙ্ঘের জীবনের সহিত ভাব বিনিময়ের সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া বলিতেছি। আমি আরও বিশ্বাস করি, যে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, স্বাধীন জনগণের বা স্বাধীন জাতি-সমূহের মধ্যে ঐ সমিতি সংস্থাপিত না হইলে, তাহা কখনও শুভদায়ক হইতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, সমস্ত জীবন শারীরিক পরিশ্রম না করিয়াও, মানবের গ্রাসাচ্ছাদন ও জীবনধারণের সংস্থান হওয়া উচিৎ এবং উচ্চতর বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ বিধান করিবার মত তাহার অবসর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তথাপি এই কথা শুনিয়া শঙ্কিত হই যে—'মানবের জীবনের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, এবং সুখ-

যে, ঐরূপ আত্মসর্ব্বস্ব মানবগণ ফ্রান্সে ও অন্যত্র সর্ব্বপ্রকার উচ্চ চিন্তার মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়াছে—পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের স্পৃহা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—ভবিষ্যৎ মহত্ব লাভের সকল আশা বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থাও ঐরূপ আশঙ্কা জনক।

"যে বিশ্বাসে সকলে সমভাবে বিশ্বাসবান্ হইবে, স্বর্গ ও ধরাতল —জগৎ ও ভগবানকে একত্র সম্মিলিত করিবে, এইরূপ একমাত্র বিশ্বাসের অভাবে বর্ত্তমানে বিশ্ব-মানবতার জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই একমাত্র বিশ্বাস হারাইয়া, মানব প্রাণহীন বস্তুর পদে মস্তক অবনত করিয়াছে এবং আত্মসুখরূপ পুত্তলিকার পদে আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই সর্ব্বনাশকারী পূজার সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত রাজন্যবর্গ ও দুরাচারী শাসনতন্ত্র সমূহ— 'প্রত্যেকে নিজের জন্য'—এই অতিভীষণ দুর্নীতির তাঁহারাই আবিষ্কারক। তাঁহারা জানিতেন যে এই দুর্নীতির সাহায্যে তাঁহারা আপামর সাধারণকে স্বার্থপর করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন এবং স্বার্থপর ও দাসের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য।"

হে আমার ইতালীর শ্রমিক ভ্রাতৃবৃন্দ! ঐ পথ তোমারা সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। উহা পরিত্যাগ করিবার উপরেই তোমাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

তোমাদিগকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট একটা পবিত্র ও গুরুতর কার্য্যভার সম্পাদন করিতে হইবে—তোমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে তোমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান অতএব সকলেই ভাই-ভাই। আপনাদের কর্ত্তব্য সুসম্পাদন করিয়া মাত্র তোমারা উহা প্রমাণ

আমার যথা সাধ্য আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্ত্তব্য কি কি তাহা দেখাইয়া দিয়াছি,—দেখাইয়াছি যে, তোমাদের সর্ব্বপ্রাধান ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য স্বদেশের প্রতি; স্বদেশের স্বাধীনতা বিধান ও একতা সম্পাদন করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য এবং ঐ স্বাধীনতা ও একতাকে কার্য্যকারী করিয়া তুলাও তোমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। যেরূপ উৎসাহ ও যে সকল কার্য্যের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহা শুধু স্বাধীন ও একতাবদ্ধ দেশেরই সাধ্য—অপরের নহে। জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের অংশ গ্রহণ করিলে মাত্র তোমরা তোমাদের সামাজিক দুরবস্থা অপনোদন করিতে পারিবে; এই বিশেষ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিলে, তোমরা তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারে, এমন কোন প্রতিনিধি পাইবে না।

সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রেত শাসনতন্ত্র যদি 'রোমে' বসিয়া সম্মিলিত জাতির ইচ্ছায় সমর্থিত ইতালীর একতা সম্পাদনের বিধি-নিয়ম প্রণয়ণ না করে, এবং রাষ্ট্রের সমগ্র অধিবাসীর ক্রমোন্নতি বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তোমাদের আর কোন মঙ্গলের আশা নাই। ফ্রান্সের "সোসিয়ালিষ্ট" বা সমাজতন্ত্রী সম্প্রাদায়ের আদর্শের অনুকরণে, যে দিন তোমরা সামাজিক বিষয়কে রাজনৈতিক বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া বলিবে—"স্বদেশের শাসনপদ্ধতি যেরূপই হউক না কেন, আমরা আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ"—সেইদিনই তোমরা তোমাদের সমাজিক দুরবস্থাকে চিরস্থায়ী করিয়া ফেলিবে।

তোমাদিগকে আর একটী কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিয়া যাইব ;—এই কর্ত্তব্য, জাতীয় স্বাধীনতা ও একতা সম্পাদনের কর্ত্তব্য হইতে কোন অংশেই হীন নহে।

একমাত্র নীতির বিজয় লাভের উপর দিয়া, তোমাদিগকে মুক্তির পথ প্রস্তুত করিতে হইবে—এই নীতি সমগ্র মানব-পরিবারের একতা বিধান। এই পরিবারের যে অর্দ্ধাংশের নিকট তোমরা কর্ম্মে উদ্দীপনা ও দুঃখে সান্ত্বনা আশা করিয়া থাক—যে অর্দ্ধাংশের উপর তোমাদের সন্তান-সন্ততির প্রথম শিক্ষা একান্ত নির্ভর করে—সেই অর্দ্ধাংশকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক—সকল দিক হইতেই হীন বলিয়া মনে করা হইতেছে এবং উল্লিখিত একতা সম্পাদনের সকল প্রচেষ্টা হইতে বাদ দিয়া রাখা হইতেছে ; তোমাদের মধ্যে যাহারা যাহারা সত্য-সত্যই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাক, তাহাদিগকে পবিত্র সত্যের নামে একতার পরিপন্থী এই পদ্ধতিকে সর্ব্বথা প্রতিবাদ করিতে হইবে।

তোমরা শ্রমজীবীদিগের মুক্তির সঙ্গে স্ত্রীজাতির মুক্তি সর্ব্বদা সংযুক্ত রাখিবে। সার্ব্বজনীন মহাসত্যে অনুপ্রাণিত হইলে, তোমাদের সকল কার্য্য পবিত্র হইয়া উঠিবে।